

হন্ডুরাসে অবশেষে ট্রাম্প-সমর্থিত নাসরি আসফুরাকে জয়ী ঘোষণা পৃষ্ঠা ২৪

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 25 December 2025, 9th Year, Issue 458, 40 Pages



নিউইয়র্ক গভর্নর পদে প্রার্থীতা প্রত্যাহার, কংগ্রেসও ছাড়ছেন এলিস স্টেফানিক পৃষ্ঠা ২৩

বৃহস্পতিবার, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০ পৌষ ১৪৩২, ৫ রজব ১৪৪৭, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৫৮, পৃষ্ঠা ৪০

দেশের মাটি স্পর্শ করলেন তারেক

অপেক্ষার ১৭ বছর

বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে জুতা খুলে খালি পায়ে মাটিতে পা রাখলেন। দেশে ফেরার প্রতীকী চিহ্ন হিসেবে এক মুঠো মাটি হাতে তুলে নেন।

ঢাকা অফিস

দীর্ঘ ১৭ বছর নির্বাসনে থাকার পর ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। হালকা ধূসর, সূক্ষ্ম চেকযুক্ত ব্লেজারের ওপর সাদা শার্ট পরে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে তিনি জুতা খুলে খালি পায়ে মাটিতে পা রাখলেন। দেশে ফেরার প্রতীকী চিহ্ন হিসেবে এক মুঠো মাটি হাতে তুলে নেন। তিনি দেশের সম্ভাব্য পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে এগিয়ে থাকা প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশ এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার খবরে তাঁর নামে স্লোগানে স্লোগানে সংবর্ধনাস্থল মুখর করে রেখেছেন লাখো নেতা–কর্মী।

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১



যুক্তরাজ্যে দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসন থেকে ফিরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বৃহস্পতিবার রাজধানী ঢাকার ৩০০ ফিট এলাকায় গণসংবর্ধনায় লাখো সমর্থক ও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন

উই হ্যাভ আ প্ল্যান

প্রিয় বাংলাদেশ—শুরু করলেন ঠিক এভাবেই। যুক্তরাজ্যের লন্ডনে দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে দেশে ফিরে লাখ লাখ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

মা-ছেলের আবেগঘন সাক্ষাৎ হাসপাতালে

এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মা বেগম খালেদা জিয়ার পাশে সময় কাটিয়েছেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

তারেক রহমানকে স্বাগত জানাল জামায়াত-এনসিপি

দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

অনেক 'অর্জন' নিয়ে বিদায় নিচ্ছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস

এইচ বি রিতা



এরিক অ্যাডামস

মহামারি আর অপরাধের উত্তাল ঢেউ সামলে চার বছর আগে সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামসের যে যাত্রার শুরু হয়েছিল, এখন তার সমাপ্তি ঘটছে এক অনন্য উচ্চতায়। "রেকর্ড সংখ্যক কর্মসংস্থান, রেকর্ড সংখ্যক আবাসন, রেকর্ড সংখ্যক ছোট ব্যবসা, প্রাথমিক শিশুশিক্ষায় রেকর্ড ভর্তি, গৃহহীনতা নিরসনে রেকর্ড বিনিয়োগ, অভাবনীয় নিরাপত্তা—এই সব অর্জনকে সঙ্গী করে নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনার দাবি করলেন বিদায়ী মেয়র এরিক অ্যাডামস।" গত সপ্তাহে প্রশাসনের শীর্ষ নেতৃত্বের এক বিশেষ সভায় তিনি তার চার বছরের শাসনকালকে সিটির ইতিহাসে "সবচেয়ে শক্তিশালী সময়" হিসেবে অভিহিত করেছেন।

সোমবার (ডিসেম্বর ২২) মেয়র গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন, তার প্রশাসন ছিল সিটির আসল প্রতিচ্ছবি। এটি ছিল প্রথম প্রশাসন, যেখানে পাঁচজন নারী ডেপুটি মেয়র এবং প্রথম ও দ্বিতীয় নারী পুলিশ কমিশনারের হাত ধরে এই শহর পরিচালিত হয়েছে। এ ছাড়া ডোমিনিকান, ফিলিপিনো, ভারতীয় এবং পার্সিয়ান বংশোদ্ভূত ডেপুটি মেয়রদের অন্তর্ভুক্ত করে এক অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্বের নজির গড়েছেন তিনি।

অ্যাডামস বলেন, "নিরাপত্তাই সমৃদ্ধির চাবিকাঠি, এই বিশ্বাসে আমেরিকার বড় শহরগুলোর মধ্যে নিউ ইয়র্ক এখন সবচেয়ে নিরাপদ।" অ্যাডামসের দাবি, তার আমলে সিটির ইতিহাসে সবচেয়ে কম গোলাগুলির ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে।

তিনি বলেন, "জননিরাপত্তা ছিল সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত, আর আমরা তা নিশ্চিত করে কর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ইতিহাস গড়েছি।"

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ওজন পার্ক এখন প্রস্তুত
আপনার রাজকীয় আয়োজনের জন্য
লাবন্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হল

বুকিং করতে যোগাযোগ করুন
718-235-7876
labonnofinedine@gmail.com
www.labonnofinedine.com
1193 & 1195 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208

LABONNO
FINE DINE & PARTY HALL

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ ঃ
ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স
INDIVIDUAL TAX RETURN
CORPORATE TAX RETURN
SMALL BUSINESSES TAX RETURN
SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং
PAYROLL
W2S, 1099S
FINANCIAL STATEMENT
SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET. WORLDWIDE MONEY TRANSFER

OUR OTHER SERVICES:
PHOTOCOPY, E-MAIL PRINT, BANNER, MONEY TRANSFER, BUSINESS CARDS, CUSTOM T- SHIRT
FLYER, A-SIGN, CARGO, FEDEX/UPS, CELL PHONE, MUG PRINTING



Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372.
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

AHMED LAW FIRM
AHMED LAW FIRM P.C. AHMEDATTORNEYS.COM



Usman Ahmed. Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস (Accident Cases)
আপনি কি আহত হয়েছেন? (Injured?)
আমরা যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ (We Specialize in)
গাড়ি দুর্ঘটনা (Car Accidents)
কর্মস্থল-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা (Work Related Accidents)
পিছলে পড়া/হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া (Slip/Trip & Falls)
নির্মাণকাজ-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা (Construction Accidents)

আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?
Have You Been In An Uber-Lyft Car Accident Or Was A Passener In One?
গাড়ি দুর্ঘটনা | কর্মস্থলে দুর্ঘটনা | পিছলে পড়া | নির্মাণকাজে দুর্ঘটনা
কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে।
আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি



Abu Ahmed. Esq.

(718) 848-9595 আজই যোগাযোগ করুন Call Now (718) 848-9595
104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419
www.ahmedattorneys.com

Queens Social Adult Day Care Center Inc
কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক



কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic





আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com



সময় এখন সবাইকে নিয়ে স্বপ্ন বাস্তবায়নের: মামদানি

ভালো'র গালা নাইট

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি বলেছেন, সময় এখন সিটির সবাইকে নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ মানুষের দেখে আসা স্বপ্ন বাস্তবায়নের। ইতিবাচক কাজের মাধ্যমে মানুষের মনে দীর্ঘমেয়াদি জায়গা করে নিতে চাই।

গত ২০ ডিসেম্বর নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটিতে ফাইভ স্টার ব্যাঙ্কুয়েট হলে স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠন 'ভালো' আয়োজিত গালা নাইটে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন মামদানি। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, অ্যারাবিকসহ বিভিন্ন কমিউনিটির প্রতিনিধিরা এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। নবনির্বাচিত মেয়রকে ঢাকের তালে স্বাগত জানান উপস্থিত সবাই। এ ধরনের আয়োজনের জন্য ভালো সংগঠনকে ধন্যবাদ জানান জোহরান মামদানি।

ভালো এখন অন্যান্য সংগঠনের জন্য অনুসরণীয় হয়ে গেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মেয়র হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সিটিবাসীর জন্য প্রতিশ্রুতি অনুসারে স্বপ্নের শহর গড়ার কাজ শুরু হবে বলেও জানান তিনি। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে সিটির যেসব বিষয় তুলে ধরেছেন তাও অনুষ্ঠানে জানান মামদানি।

মামদানি বলেন, 'ভালো' মানুষের জন্য কাজ করছে। এ ধরনের কাজ সিটিতে আরো হওয়া উচিত। ভালো এখন অন্যান্য সংগঠনের জন্য অনুসরণীয় হয়ে গেছে। তারা অনেকদিন ধরে সিটির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, কিছু দিন আগে ট্রাম্পের সাথে দেখা করে হিলসাইড অ্যাভিনিউয়ের কথা বলেছি। এখানকার মানুষের কথা তুলে শপথ নেবো। সময় এখন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের। এর মধ্যে দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী কাজের স্বাক্ষর রাখতে চাই। সিটিকে আমরা বাসযোগ্য করতে চাই। সিটিতে অনেকদিন যাবত মানুষ যে স্বপ্ন দেখছে তেমনই গড়তে চাই।

সিটিবাসীর জন্য ভালোর উদ্যোগের প্রশংসা করেন কাউন্সিল মেম্বারসহ জনপ্রতিনিধিরা। সিটির কাজকে এগিয়ে নিতে এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন মিলনমেলার তৈরি হয়েছে বলেও মনে করেন অতিথিরা। পরে কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এনওয়াইপিডি সদস্য ছাড়াও জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম শামসী আলীর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

মানবিক সহায়তার পাশাপাশি 'ভালো' শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতার দিকেও গুরুত্ব দেয়। শিশু ও তরুণদের শিক্ষা সহায়তা, কমিউনিটি সচেতনতা কার্যক্রম এবং সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসী সমাজের ভেতরে সংযোগ ও মূল্যবোধকে শক্ত করে। বিভিন্ন পেশার স্বেচ্ছাসেবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই এই সংগঠনের সবচেয়ে বড় শক্তি। ভালো বড় কথা বলার চেয়ে কাজে বিশ্বাস করে।

অনুষ্ঠানে খাবারের পাশাপাশি বাংলাদেশি শিল্পীদের জনপ্রিয় গান উপভোগ করেন উপস্থিত সবাই। অনুষ্ঠানটি সফল করায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন 'ভালো'র প্রতিষ্ঠাতা শাহরিয়ার রহমান, কর্মকর্তা শাহরিয়ার নবী, আসিফ খানসহ অন্যান্য সদস্যরা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ গিয়াস আহমেদ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সিটি কাউন্সিল মেম্বার শাহানা হানিফ, এস্টোরিয়ার কাউন্সিলর পদপ্রার্থী মেরি জোবাইদা, ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এম শাহীন, সাংবাদিক খালেদ মুহিউদ্দীন, ঠিকানা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান ও সিওও মুশরাত শাহীন অনুভা, সঙ্গীতশিল্পী জন কাবিরসহ অন্যরা।

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
• যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
• প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
• রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
• জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
• হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
• স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
• প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
• অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
• আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
• বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
• আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
• নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাসটডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
Do you want apply for a green card?
Are you being deported?
Are you having credit card problems?
Are you unable to pay your debts?
Has your bank account been sealed?
Are you getting harrassed by creditors?
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
আমরা বাংলায় কথা বলি
সুরাইয়া রহমান

প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলার মামলায় নিরীহ গ্রেপ্তারদের মুক্তি না দিলে বাড়বে ক্ষোভ

হেফাজতের দাবি

ঢাকা ডেস্ক

প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের মামলায় গ্রেপ্তার নিরীহ সমালোচনাকারীদের মুক্তি দাবি করেছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক যৌথ বিবৃতিতে এ দাবি করেন হেফাজতের এই দুই নেতা।

বিবৃতিতে মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী ও সাজেদুর রহমান বলেন, 'গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে যারা নিরীহ সমালোচনাকারী, তাদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। অন্যথায় ভারতপন্থী পত্রিকা দুটির ওপর বাংলাদেশপন্থী ছাত্র-জনতার ক্ষোভ বাড়বে বই কমবে না।'

প্রথম আলো-ডেইলি স্টারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশপন্থী ছাত্র-জনতার 'শান্তিপূর্ণ' প্রতিবাদ জারি থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন হেফাজতে ইসলামের আমির মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী ও মহাসচিব সাজেদুর রহমান। তাঁরা বলেন, 'প্রথম আলো-ডেইলি স্টার নিছক গণমাধ্যম নয়, বরং এ দেশে দিল্লির সাউথ ব্লকের অ্যাজেন্ডা ও বিশেষ মতাদর্শিক রাজনীতির ফুটসোলজার হিসেবে ভাড়া খাটা প্রতিষ্ঠান।'

বিবৃতিতে এই দুই নেতা আরও বলেন, 'মার্কিন ওয়ার অন টেররের সিপাহি ও ভারতপন্থী পত্রিকা হিসেবে সমালোচিত প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলার অভিযোগে কোনো নিরীহ সমালোচনাকারীকে গ্রেপ্তার বা নির্যাতন করা যাবে না।' তবে প্রতিবাদের ভাষা সহিংস হওয়াও হেফাজতে ইসলাম সমর্থন করে না বলে জানান তাঁরা।

উল্লেখ্য, ১৮ ডিসেম্বর ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে প্রথম আলো ও ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টার ভবনের সামনে একদল লোক জড়ো হয় বিক্ষোভ করেন একপর্যায়ে তাঁরা ভবন দুটিতে ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করেন।







KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY



We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs



Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

সম্পাদকীয়

সংবাদমাধ্যমের ওপর আঘাত, গণতন্ত্রের ওপর আঘাত

বাংলাদেশে পত্রিকা অফিসে হামলার খবর আমাদের গভীরভাবে বিচলিত করে। এই ধরনের ঘটনা শুধু একটি প্রতিষ্ঠান বা কিছু মানুষের ওপর আঘাত নয়; এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নাগরিক নিরাপত্তা এবং গণতান্ত্রিক চর্চার ভিত্তির ওপর সরাসরি আঘাত। পত্রিকা অফিসে হামলা করে কোনোভাবেই গণতন্ত্র কায়েম করা যায় না—এই সত্যটি নতুন নয়, তবু বারবার মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

গণতন্ত্রের মূল শক্তি যুক্তি, আলোচনা ও ভিন্নমতের সহাবস্থান। সেখানে সহিংসতা কখনোই বিকল্প হতে পারে না। সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতা কোনো স্থায়ী বা ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে আসে—এমন প্রমাণ ইতিহাসে নেই। বরং এগুলো সমাজকে আরও বিভক্ত করে, অবিশ্বাস বাড়ায়, এবং আইন ও নৈতিকতার সীমারেখা ঝাপসা করে দেয়। যে সমাজে সহিংসতা প্রশ্রয় পায়, সেখানে সত্যের অনুসন্ধান থেমে যায়; ভয়ই হয়ে ওঠে প্রধান ভাষা।

সহিংসতায় ইন্ধন দেওয়া—সে সরাসরি হোক বা বক্তব্যের আড়ালে—কোনো সমাজই ভালো কাজ হিসেবে গ্রহণ করে না। কোনো বক্তব্য দিয়ে সহিংসতাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় না। মতভিন্নতা থাকবে, থাকাই স্বাভাবিক; কিন্তু মতভিন্নতার জবাব কখনোই লাঠি, আগুন বা ভাঙচুর হতে পারে না। গণতান্ত্রিক পরিসরে প্রতিবাদ আছে, সমালোচনা আছে, এমনকি তীব্র বিরোধিতাও আছে—কিন্তু তার পথ সহিংসতা নয়।

পত্রিকা ও সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ—এই কথাটি বহুবার বলা হয়েছে। এর অর্থ শুধু আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নয়; এর অর্থ দায়িত্বও। সংবাদমাধ্যম প্রশ্ন তোলে, ক্ষমতাকে জবাবদিহির মুখোমুখি করে, সমাজের অসংগতি তুলে ধরে। এতে কারও অস্বস্তি হতে পারে, ক্ষোভ জন্মাতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষোভের প্রতিক্রিয়া যদি হামলা হয়, তবে সেটি ব্যক্তিগত রাগের বহিঃপ্রকাশ নয়—এটি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ।

বিশৃঙ্খলা ও অনাচারের জবাবে অনাচার, হামলা ও প্রতিশোধ—এই চক্র কোনো সমাজের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনে না। প্রতিশোধের রাজনীতি সমাজকে নৈতিকভাবে দেউলিয়া করে। এক হামলার জবাবে আরেক হামলা, এক অপমানের জবাবে আরেক অপমান—এই ধারাবাহিকতায় শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ, ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান, ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভবিষ্যৎ।

আমরা যদি সত্যিই একটি দায়িত্বশীল ও শক্তিশালী রাষ্ট্র চাই, তবে দায়িত্বশীল নাগরিক আচরণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দায়িত্বশীলতা মানে শুধু আইন মানা নয়; দায়িত্বশীলতা মানে ভিন্নমতকে সহ্য করার ক্ষমতা, যুক্তির সঙ্গে যুক্তির মোকাবিলা, এবং সহিংসতার প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান করা। দায়িত্বশীল নাগরিক আচরণই গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার মূল চাবিকাঠি—এই কথাটি যতটা সহজ শোনায়, বাস্তবে ততটাই কঠিন, আবার ততটাই জরুরি।

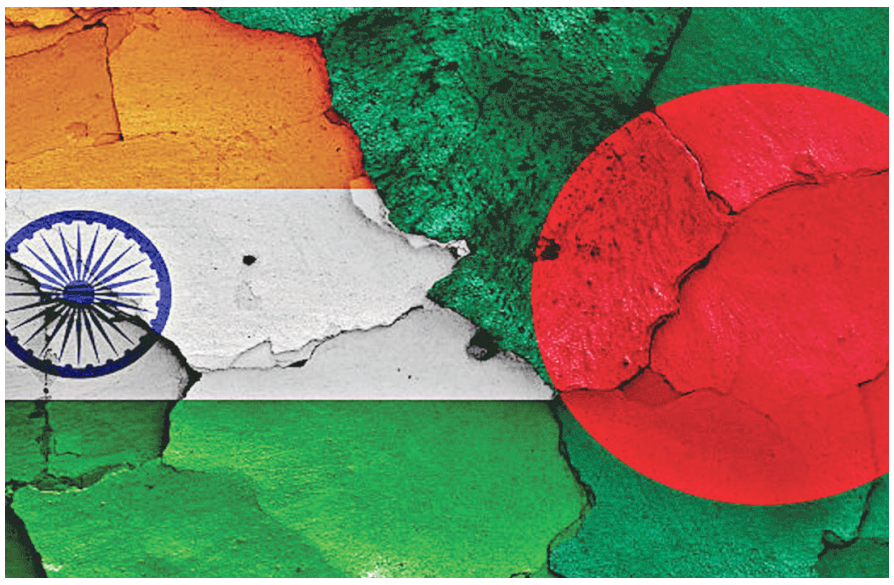
এখানে রাষ্ট্রের ভূমিকার কথাও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। পত্রিকা অফিসে হামলা হলে তার নিরপেক্ষ তদন্ত, দায়ীদের জবাবদিহি এবং আইনের শাসনের দৃশ্যমান প্রয়োগ অপরিহার্য। শাস্তিহীনতার সংস্কৃতি সহিংসতাকে উৎসাহিত করে—এটি কোনো মতামত নয়, বরং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা একটি বাস্তবতা। আইনের শাসন দৃঢ় না হলে, সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত কথাও দুর্বল হয়ে পড়ে।

একই সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের নিজেদের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করা প্রয়োজন। পেশাগত নৈতিকতা, তথ্য যাচাই, দায়িত্বশীল ভাষা—এসব গণমাধ্যমের শক্তি বাড়ায়, বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করে। সমালোচনা ও অনুসন্ধান যতই কঠোর হোক, তা যেন তথ্যনির্ভর ও ন্যায়সংগত হয়—এই প্রত্যাশা গণতন্ত্রের পক্ষেই যায়। কিন্তু এই প্রত্যাশা পূরণ না হলেই হামলা বৈধ হয়ে যায়—এমন কোনো যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

এই সম্পাদকীয় কোনো দলের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়। এটি সহিংসতার বিরুদ্ধে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে, এবং দায়িত্বশীল নাগরিক আচরণের পক্ষে একটি স্পষ্ট অবস্থান। গণতন্ত্র প্রশ্নকে ভয় পায় না; গণতন্ত্র ভয় পায় সহিংসতাকে। কলমের ওপর আঘাত মানেই গণতন্ত্রের ওপর আঘাত—এই বোধ যত দ্রুত আমরা সমাজ হিসেবে গ্রহণ করব, তত দ্রুতই আমরা নিরাপদ ও পরিণত রাষ্ট্রের পথে এগোতে পারব।

ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক নির্বাচন ছাড়া স্বাভাবিক হওয়া কঠিন

এস সিদ্দিকী



তরুণ জনপ্রিয় নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর বাংলাদেশ–ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক একেবারেই নড়বড়ে অবস্থায় গিয়ে ঠেকেছে। এক দেশ আরেক দেশের বিরুদ্ধে একের পর এক পদক্ষেপ–পাল্টা পদক্ষেপ ঘোষণা করছে। যা এক ধরনের খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে দুই দেশের জনগণকে। এরই মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার সোমবার জানিয়ে দিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত দিল্লিতে বাংলাদেশের হাই কমিশন থেকে ভারতীয়দের সব ধরনের ভিসা এবং কনস্যুলার সেবা বন্ধ থাকবে। এর আগে ভারত তার চট্টগ্রাম উপ–হাই কমিশনে ভিসা কার্যক্রম বন্ধ করেছিল।

দুই প্রতিবেশী দেশের এমন সম্পর্ক গত ৩০–৪০ বছরে এমনটি হয়নি বলে মনে করেন কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা। কেন এমন হলো, কে এর জন্য দায়ী—তা নিয়ে পক্ষ–বিপক্ষ মত রয়েছে।

তবে একেবারেই সাম্প্রতিক সময়ে সম্পর্কের এমন অবনতি হয়েছে তরুণ নেতা এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মৃত্যুর পর। হাদি গত ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনি প্রচারণা চলাকালে গুলিবিদ্ধ হন। এরপর সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ১৯ ডিসেম্বর। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। কারণ তাঁর হত্যাকারী হিসেবে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত ফয়সাল ভারতে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে বলে খবর আছে। যদিও পুলিশ বলছে, ফয়সাল যে ভারতে গেছে তার কোনো প্রমাণ তাদের হাতে নেই।

এদিকে, হাদির মৃত্যুর পর ইনকিলাব মঞ্চ ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাও কর্মসূচি দিয়েছিল। কিন্তু তাদের বাড্ডা এলাকায় ঠেকিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, হাদির মৃত্যুর পর বৃহস্পতিবার রাতে একটি উগ্রপন্থী গোষ্ঠী দেশের বড় দুই মিডিয়া হাউস প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার অফিস পুড়িয়ে দেয়। ওই দিন আবার ময়মনসিংহে হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে পুড়িয়ে মারে এলাকার উগ্রবাদীরা। সবকিছু মিলিয়ে ভারত–বাংলাদেশ আবার নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দীপু চন্দ্রকে মারার প্রতিবাদে দিল্লিতে বাংলাদেশের দূতাবাসের সীমান্তে এক দল হিন্দু উগ্রবাদী বিক্ষোভ করতে থাকে। তারা বাংলাদেশের কূটনীতিকদের নানা হুমকি দেয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা প্রশ্ন তোলেন—বাংলাদেশের দূতাবাসের একেবারে কাছে তারা গেল কীভাবে? যদিও ভারতের পররাষ্ট্র মুখপাত্র রবিবার বলেছেন, দিল্লিতে বিক্ষোভকারীরা কোনো নিরাপত্তা ভঙ্গ করেনি। সবকিছু নিয়ে বেশ উত্তেজনা চলছে দুই দেশের মধ্যে।

এরই মধ্যে গত ২৩ ডিসেম্বর দিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনারের সামনে বিক্ষোভ শুরু করে উগ্র হিন্দুরা। তাদের সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এবং বজরং দল এই বিক্ষোভের ডাক দেয়। এর আগে শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের উপ–হাই কমিশনে হামলা চালানো হয়। সবকিছু নিয়ে মঙ্গলবার ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনারকে ডেকে পাঠায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তাকে এসব বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানানো হয়।

তবে অনেকেই মনে করেন, নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে হলে আরও বেশি উত্তাপ ছড়াবে দুই দেশের সীমান্তের মধ্যে। যে উত্তেজনা শুরু হয়েছে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের সময়। প্রায় এক হাজারের বেশি ছাত্র–জনতা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করতে গিয়ে নিহত হলেও ওই ব্যাপারে হাসিনার কোনো সমালোচনা করেনি ভারত। উপরন্তু তারা অভ্যুত্থানে পালানো শেখ হাসিনাকে নির্বিঘ্নে তাদের বিশ্বস্ত হিসেবে আশ্রয় দিয়েছে। অনেকেই বলছেন, আশ্রয়ের সঙ্গে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে ভারতে। কারণ শেখ হাসিনা সেখানে গিয়ে দলীয় কর্মীদের নিয়ে নিয়মিত অনলাইনে মিটিং, কল কনফারেন্সসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালাচ্ছেন। যা বর্তমান সরকারকে ক্ষুব্ধ করে তুলছে। এমনকি অভ্যুত্থানে জড়িতদেরও জিজ্ঞাসা—শেখ হাসিনা বিদেশে বসে কীভাবে মিটিং করেন?

এর জবাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জয় শঙ্কর বলেছিলেন, এটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনেকের প্রশ্ন—ভারত সরকারের ইন্টারনেট সুবিধা না পেলে কি এ মিটিং করা সম্ভব?

এর মধ্যে গত মাসে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ফাঁসির আদেশ হওয়ার পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন, ভারতে হাসিনা কতদিন থাকবেন তা ঠিক করবেন তিনি নিজেই। অনেকের বক্তব্য—অন্য দেশে কি ইচ্ছামতো থাকা যায়? তাহলে ওই দেশের সার্বভৌমত্ব কী?

৫ আগস্টের পর শেখ হাসিনার পক্ষে ভারতের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং টিভি মিডিয়াতে লেখালেখির পর দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের চিড় ধরে। সবার আগে ভারত ৫ আগস্টের পরদিন থেকেই বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা সীমিত করে দেয়। যা এখনো চলছে। এরই মধ্যে নানা পদক্ষেপ–পাল্টা পদক্ষেপের পর চলতি বছরের ৪ এপ্রিল ড. ইউনুস এবং নরেন্দ্র মোদির মধ্যে বৈঠক হয়। অনেকেই মনে করেছিলেন সেই বৈঠকে একটি সমাধান হবে। কিছুদিন নীরব থাকলেও আবারও দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়, বিশেষ করে শেখ হাসিনার ফাঁসির আদেশ হওয়ার পর।

এর বাইরে ভারতে বসে বিভিন্ন আওয়ামী লীগ নেতা নিয়মিত মিটিং করে ঢাকায় নানা কর্মসূচি পালনের ঘোষণা করছে। এটিও ভালোভাবে নিচ্ছে না কেউ।

তবে সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হচ্ছে বাংলাদেশ–ভারতের এই রাজনীতির মধ্যে ঢুকে পড়েছে রাশিয়া। রাশিয়ার ঢাকাস্থ রাষ্ট্রদূত সোমবার প্রেস কনফারেন্স করে বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্ক ভালো করতে আহ্বান জানিয়েছেন। হঠাৎ করে তৃতীয় একটি দেশের এমন আনুষ্ঠানিক আহ্বান অনেককে হতবাক করেছে। তবে সরকারের নীতি নির্ধারকরা বলছেন, রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল নেয় ভারত। ট্রাম্প বারবার বারণ করেও ভারতকে নিরস্ত করতে পারেনি। সেই রাশিয়া এখন ঢাকায় ভারতের পক্ষে স্পষ্ট কাজ করছে বলে অনেকের ধারণা। বিশেষ করে রূপপুরে চলতি ডিসেম্বর থেকে রাশিয়ান কোম্পানি রোসাটম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হওয়ার কথা। কিন্তু বারবার তাগাদা দেওয়ার পরও সেটি করছে না। একজন নীতি নির্ধারক বলেছেন, রূপপুর প্রকল্পের খরচ হয়েছে ১২ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ডলার। এখন তারা এত বড় প্রকল্প নিয়ে বাংলাদেশকে নাকানি–চুবানি খাওয়াচ্ছে—এক মাত্র ভারতের জন্য।

এতে বোঝা যায়, ঠিকমতো নির্বাচনটা না হলে আগামীতে কী হবে তা বলা কঠিন। তবে এই সরকারের সঙ্গে ভারতের বনিবনা যে হবে না, তা গত দেড় বছরে প্রমাণ হয়ে গেছে।

কেন নিউইয়র্ক সিটির চালকদের কম বীমা প্রিমিয়াম প্রাপ্য

আর্থার মিলার

আমি নিউইয়র্ক সিটির একজন বহুমুখী যাতায়াতকারী বাসিন্দা। আমি হাঁটি, সাইকেল চালাই এবং গাড়িও চালাই। আমি একজন আইনজীবীও। দায়বদ্ধতা বীমার খরচ নিয়ে চালকদের যেভাবে প্রায়শই দোষারোপ করা হয়, তা আমি কাছ থেকে দেখি—এ অবস্থা এখন টেকসই নয়। স্ট্যাটেন আইল্যান্ড থেকে ব্রঙ্কস—পাঁচটি বরো জুড়েই একটি সত্য স্পষ্ট: নিউইয়র্কের আইনি ও বীমা ব্যবস্থা সৎ চালকদের শাস্তি দিচ্ছে এবং আমাদের অঞ্চলে জীবনযাত্রার খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বীমা প্রিমিয়ামের এই লাগামছাড়া বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে আলবানিকে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে।

সংখ্যাগুলো চোখ কপালে তোলার মতো। নিউইয়র্ক রাজ্যে পূর্ণ-কভারেজ গাড়ি বীমার বার্ষিক গড় প্রিমিয়াম যেখানে প্রায় ৩,১০০ ডলার, সেখানে নিউইয়র্ক সিটিতে চালকদের দিতে হয় অনেক বেশি—প্রায়ই ৪,০০০ ডলারের ওপরে, কোথাও কোথাও ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ ডলার পর্যন্ত। উদাহরণ হিসেবে, কুইন্সে গড় প্রিমিয়াম বছরে ৪,৮০০ ডলারের বেশি, ব্রুকলিনে প্রায় ৫,৫০০ ডলার এবং ম্যানহাটনে ৩,৬০০ ডলারেরও বেশি। নিউইয়র্ক সিটির হার রাজ্য গড়ের তুলনায় প্রায় ৮০ শতাংশ বেশি।

এই সংকট শুধু যানজটের ফল নয়। এর পেছনে রয়েছে আরও গভীর সাংস্কৃতিক ও আইনি বিকৃতি—যাকে কেউ কেউ 'লটারি মানসিকতা' বলতে পারেন। আমরা চারদিকে বিজ্ঞাপনে ভরছি—দেখতে সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ দাবি করছে, "আইনজীবী অমুক আমাকে ১ কোটি ডলার পাইয়ে দিয়েছে।" খুবই সামান্য সংঘর্ষ—যেখানে বাম্পারে সামান্য আঁচড়ও পড়ে না—তাকেই যেন জ্যাকপট হিসেবে দেখা হয়। জনদৃষ্টিতে নগণ্য বা অস্তিত্বহীন আঘাত হঠাৎই লাভজনক সুযোগে পরিণত হয়।

আমার আইন পেশায় আমরা এই বাস্তবতা খুব কাছ থেকে দেখি। সাজানো দুর্ঘটনা, বাড়িয়ে বলা আঘাত, আর বানানো দাবি—এগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য নয়, মুনাফার জন্যই তৈরি। এসব অপব্যবহার শুধু বীমা কোম্পানির ওপর চাপ বাড়ায় না; নিয়ম মেনে চলা প্রতিটি দায়িত্বশীল চালকের প্রিমিয়াম সরাসরি বাড়িয়ে দেয় এবং অনেককে কম প্রিমিয়ামের লোভে অন্য রাজ্যে গাড়ি নিবন্ধনের মতো বেআইনি পথে ঠেলে দেয়।

ক্ষতি দুর্ঘটনার স্থানেই থামে না। প্রতারণামূলক চিকিৎসা বিলিং এই চক্রকে আরও ত্বরান্বিত করে। কয়েক বছর আগে একটি ছোটখাটো সাইকেল দুর্ঘটনার পর আমাকে ফিজিক্যাল থেরাপিতে পাঠানো হয়। আমি বলার পরও যে থেরাপি প্রয়োজন নেই এবং আর চিকিৎসা চাই না—বিলিং চলতেই থাকে। আজ আমরা প্রায় প্রতিটি মামলায়ই এই ধারা দেখতে পাই। এর পরিণতি ভয়াবহ। 'জ্যাকপট' রায়ের অনিশ্চয়তায় বীমা কোম্পানিগুলো প্রায়ই সন্দেহজনক দাবিতেও আদালতে না গিয়ে সমঝোতায় যায়—ঝুঁকি এড়াতে। সেই খরচ শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়ে অন্য সব পলিসিধারীর কাঁধে। সুযোগসন্ধানকে পুরস্কৃত করা আর জবাবদিহিকে উপেক্ষা করা একটি ব্যবস্থার মূল্য আমরা সবাই দিচ্ছি।

বাণিজ্যিক চালকেরা এ চাপ আরও তীব্রভাবে অনুভব করেন। ফেডারেল আইনে উচ্চ কভারেজ বাধ্যতামূলক হওয়ায় ট্রাকিং কোম্পানিগুলো সুযোগসন্ধানী মামলার স্থায়ী লক্ষ্য। এই অতিরিক্ত খরচ পুরো অর্থনীতিতে ঢেউ তোলে—শ্রমজীবী পরিবার প্রতিদিন যে পণ্য কেনে, তার দাম বাড়ে। আরও খারাপ হলো, বিনিয়োগকারীরা ভুক্তভোগীদের আইনি অধিকার 'কিনে' নিয়ে ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ মামলাবাজি চালিয়ে যেতে পারে, লাভ বাড়াতে যুক্তিসংগত সমঝোতাও প্রত্যাখ্যান করে। বর্তমান আইনে জুরি কখনোই জানতে পারে না যে আহত ব্যক্তি বা তাঁর পরিবার আগেই অর্থ পেয়েছে; কঠোর রায়ের আসল সুবিধাভোগী তখন আইনজীবী ও তাঁদের বিনিয়োগকারী ক্লায়েন্টরা।

এ ছাড়া নিউইয়র্ক মাত্র ১২টি 'শুদ্ধ তুলনামূলক অবহেলা' (pure comparative negligence) রাজ্যের একটি। অর্থাৎ কেউ যদি নিজের আঘাতের জন্য ৯০ শতাংশ দায়ীও হন, তবু বাকি ১০ শতাংশের জন্য মামলা করতে পারেন। আমাদের আশপাশের কোনো রাজ্যেই এমন ব্যবস্থা নেই। ফলাফল—সম্পূর্ণ এক ব্যয়-সক্ষমতার সংকট।

প্রতারণামূলক দাবি, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেওয়া চিকিৎসা বিল বা ভয়-নির্ভর সমঝোতায় যে প্রতিটি ডলার বেরিয়ে যায়, সেটিই নিউইয়র্কবাসী বাসা ভাড়া, বাজার-খরচ, শিশুসেবার খরচ বা ছোট ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে ব্যবহার করতে পারতেন। আর ব্যবসা যখন বীমা বহন করতে না পেরে অন্যত্র চলে যায়, তখন চাকরিও হারায় এই রাজ্য।

নিউইয়র্কের আইনি সংস্কৃতি প্রায়ই চালকদের খলনায়ক হিসেবে তুলে ধরে—লাভকেন্দ্রিক মামলা ও চিকিৎসা চর্চাকে সমর্থন করতে। এখন সংশোধনের সময়। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অর্থবহ সংস্কার দরকার: বীমা জালিয়াতির বিরুদ্ধে কঠোর প্রয়োগ, সামান্য আঘাতে অতিরিক্ত চিকিৎসা বিলের ওপর সীমা, এবং 'লটারি মানসিকতা' নিরুৎসাহিত করে—এমন দায়বদ্ধতা বিধি।

ফ্লোরিডা সম্প্রতি ব্যক্তিগত আঘাত সংক্রান্ত মামলার ব্যবস্থায় কিছু সংস্কার এনেছে। যেমন—অবহেলার মামলা করার সময়সীমা কমানো, তুলনামূলক অবহেলার নিয়ম পরিবর্তন, এবং চিকিৎসা ব্যয় বিল করা অঙ্কের বদলে প্রকৃত পরিশোধিত অঙ্কের ভিত্তিতে নির্ধারণ। এর ফল হিসেবে সেখানে প্রিমিয়াম প্রায় ৬ থেকে ১০ শতাংশ কমেছে এবং রাজ্যের সবচেয়ে বড় বীমা কোম্পানি গ্রাহকদের মধ্যে ১ বিলিয়ন ডলার রিবেট দিয়েছে।

পরিশ্রমী নিউইয়র্কবাসী এমন একটি ব্যবস্থার দাবিদার যা তাদের সুরক্ষা দেবে—এটিএম হিসেবে ব্যবহার করবে না। ন্যায়বিচার ও সুস্থ বোধ ফিরিয়ে আনার, এবং নিউইয়র্কসহ সর্বত্র গাড়ি বীমাকে আবারও সাশ্রয়ী করার সময় এখনই।

আইনজীবী; ট্রাকিং ও পরিবহন আইনে বিশেষজ্ঞ

তীব্র বৈরিতায় বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক

দেলোয়ার জাহিদ

৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্ক যে তীব্র বৈরিতার দিকে গড়িয়েছে, তা সাম্প্রতিক ইতিহাসে গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তন নতুন নয়; তবে এবারের পরিবর্তনের সঙ্গে যে বিষয়টি বিশেষভাবে সামনে এসেছে, তা হলো—প্রচণ্ড ভারতবিরোধী মনোভাবের উত্থান এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী একটি ন্যারেটিভকে পরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। এই পরিবর্তনকে সরাসরি সামরিক অভ্যুত্থান বা প্রকাশ্য শক্তি প্রয়োগ হিসেবে দেখা না গেলেও, এর পেছনে একটি সুপরিকল্পিত ভূরাজনৈতিক নকশার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

বর্তমানে বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্ক এমন এক বিপজ্জনক সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে, যেখান থেকে কূটনৈতিকভাবে ফিরে আসার পথ ক্রমেই সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। এখনো হয়তো এটি পুরোপুরি 'প্রত্যাবর্তন-অযোগ্য পর্যায়' অতিক্রম করেনি, তবে সেই সীমারেখা যে অত্যন্ত নিকটবর্তী—তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মিডিয়াযুদ্ধ, সীমান্ত সহিংসতা, ভিসা জটিলতা ও বাণিজ্য স্থবিরতা পারস্পরিক আস্থাকে মারাত্মকভাবে ক্ষয় করেছে। ভারতের কৌশলগত অবস্থান বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মনোভাবকে আরও উসকে দিয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রসহ তৃতীয় দেশের কূটনৈতিক তাগিদের ফলে জুন মাস থেকে পরিস্থিতিতে আংশিক মোড় দেখা যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এজেন্সি নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে সরাসরি বাংলাদেশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেন। অজিত দোভাল ও ড. খলিলুর রহমানের বৈঠক সেই প্রেক্ষাপটে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস হিসেবে বিবেচিত হয়। সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক পুনর্গঠনের বার্তায় দুই দেশের কূটনৈতিক যোগাযোগ পুনরায় সক্রিয় হলেও আস্থার সংকট এখনো পুরোপুরি কাটেনি।

একপর্যায়ে বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্ক এমন এক সংক্রমণকালীন সীমারেখায় পৌঁছেছিল, যেখানে প্রতিটি ভুল সিদ্ধান্ত সম্পর্ককে 'পয়েন্ট অব নো রিটার্ন'-এর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। কূটনীতির পরিসর সংকুচিত হয়ে যখন আবেগ ও এজেন্সিনির্ভর অবস্থান প্রাধান্য পায়, তখন পারস্পরিক আস্থা প্রায় অপরিবর্তনীয়ভাবে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উদ্যোগগুলো তাই কেবল সৌহার্দ্যের প্রতীক নয়; বরং এটি একটি সুস্পষ্ট নীতিগত সতর্কবার্তা—সমতা ও সংলাপের ভিত্তিতে সম্পর্ক পুনর্গঠন না হলে ভবিষ্যতে সংশোধনের সুযোগ নাও থাকতে পারে।

বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্ক কার্যত 'প্রত্যাবর্তন-অযোগ্য পর্যায়'-এর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিল। মিডিয়াযুদ্ধ, সীমান্ত উত্তেজনা এবং কূটনৈতিক স্থবিরতা এমন মাত্রায় আস্থাকে ক্ষয় করেছিল যে, সময়মতো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না এলে এই সম্পর্ক দীর্ঘমেয়াদে কাঠামোগতভাবে ভেঙে পড়তে পারত। সাম্প্রতিক কূটনৈতিক তৎপরতাগুলো তাই সম্পর্ক উন্নয়নের চেয়ে বেশি কিছু—এটি একটি সম্ভাব্য কৌশলগত বিপর্যয় প্রতিরোধের জরুরি প্রয়াস। এর ব্যর্থতা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু রাষ্ট্র রাশিয়ার অবস্থান বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ঢাকায় নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার গ্রিগোরিয়েভিচ খোজিন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরাজমান উত্তেজনা দ্রুত প্রশমনের আহ্বান জানিয়েছেন। ঢাকায় রুশ দূতাবাসে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেন, রাশিয়া কোনো ধরনের মধ্যস্থতা বা হস্তক্ষেপ করবে না।

রাষ্ট্রদূত খোজিন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষিত তফসিলকে স্বাগত জানিয়ে নির্ধারিত সময়—১২ ফেব্রুয়ারি—নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন এবং নির্বাচন-পূর্ব সময়ে দেশে শান্তিপূর্ণ ও অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

রাশিয়ার এই বক্তব্য আঞ্চলিক কূটনৈতিক ভারসাম্য, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের প্রতি এক সংযত ও নীতিনির্ভর অবস্থানের প্রতিফলন। এতে বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্ক নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ পেলেও, একই সঙ্গে সার্বভৌমত্ব ও দ্বিপক্ষীয় সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

এই মুহূর্তে মূল প্রশ্ন একটাই—বাংলাদেশ ও ভারত কি এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে প্রয়োজনীয় কৌশলগত সংযম ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দেখাতে পারবে, নাকি আস্থাভাঙনের এই চূড়ান্ত সীমা সত্যিকার অর্থেই সম্পর্ককে কূটনৈতিকভাবে প্রত্যাবর্তন-অযোগ্য পথে ঠেলে দেবে? সিদ্ধান্তের সময় এখনই।

আজ বড়দিন

আফতাব চৌধুরী



যিশু খ্রিষ্ট ঠিক কখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তথাপি যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিন প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট দিনে উদযাপন করা হয়। কিন্তু এ দিনটি কী ভাবে নির্দিষ্ট করা হল , তা জানতে হলে আমাদের প্রায় ১৬০০ বছর পেছনে যেতে হবে।

খ্রিষ্ট ধর্মের কথা বললে রোমের কথা আমাদের সামনে আসবেই। চতুর্থ শতাব্দীতে রোমে সর্বপ্রথম ২৫ ডিসেম্বর দিনটি যিশুর জন্মদিন হিসেবে ধরে নিয়ে যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিন উদযাপন করা হয়। আর সে সময় থেকেই ওই দিনটিতে পৃথিবীর সর্বত্রই এ উৎসব উদযাপিত হয়ে আসছে। যিশু খ্রিষ্টের জন্ম উৎসব বড়দিন উৎসব হিসেবে খ্যাত। রোমের সম্রাট এ সময়ে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে এ উৎসব অনুষ্ঠানের একটি কারণ হল, মানুষের ঘরে এ সময়ে অভাব অনটন থাকে না। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে কিন্তু যিশুর জন্মদিবস উদযাপিত হত ৬ জানুয়ারি। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে যিশুর জন্মদিন ২৫ ডিসেম্বরেই উদযাপিত হত। এ উৎসবের সূচনা হয় ২৪ ডিসেম্বর মধ্য রাতে। বড়দিনের অনুষ্ঠান খ্রিষ্টানদের কাছে খুবই প্রিয়। এ উৎসবের ধর্মীয় দিকও রয়েছে, মানবিক তথা সামাজিক দিকও আছে। আর তা হল পারপরিক মিলন, উপহার আদান-প্রদান, আনুষ্ঠানিক প্রীতিভোজ ইত্যাদি। বড়দিনের দুটি উল্লেখযোগ্য দিক হল-'দেবদূত সান্টাক্লজ' এবং 'খ্রিষ্টমাস ট্রি'। বড়দিনের উৎসবের সঙ্গে 'খ্রিষ্টমাস ট্রি' সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। যেমন রোমে এক দম্পতি বসবাস করত। তাঁরা কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করত। এ দম্পতি ছিল যিশুভক্ত এবং দয়ালু। একদিন রাতে একটি শিশু ঠান্ডায় কম্পিত অবস্থায় তাঁদের ঘরে এসে উপস্থিত হয়। এ দম্পতি শিশুটিকে খুব আদর যত্ন করে ঘরের ভিতরে নিয়ে নিজেদের খাবার ভাগ করে দেয় এবং নিজেদের বিছানায় শুতে দেয়। নিজেরা অন্য এক কাঠের বিছানায় শুতে যায়। পরদিন ভোরবেলা তারা দেখতে পায়-শিশুটি দেবদূতের সর্ণোজ্জ্বল পোশাক গায়ে দিয়ে বসে রয়েছে। শিশুটি নিজেকে যিশু বলে পরিচয় দেয়। তিনি দম্পতিকে একটি গাছের ডাল দিয়ে বলেন, এ ডালটি মাটিতে পুঁতে রাখার জন্য। প্রতি খ্রিষ্টমাসে তা একটি আপেলের গাছরূপে দেখা দেবে এবং সে গাছে থাকবে অজস্র সোনালী বর্ণের আপেল। দম্পতি সে অনুযায়ী তা করে এবং অনুরূপ ফল পাওয়ায় তাঁরা গাছটির নাম রাখে 'খ্রিষ্টমাস ট্রি'।

এ গাছটি সম্পর্কে আরও একটি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে জারকালি, এ ধরনের এক অভিমত প্রচলিত। এ গাছটিকে আন্তরিকভাবে সাজানো হয়।

ইংল্যান্ডের মহারানি ভিক্টোরিয়ার স্বামীর নাম অ্যালবার্ট। এ অ্যালবার্ট ছিলেন জার্মান। অ্যালবার্ট মহারানির প্রাসাদে বড়দিনের উৎসবে এ 'খ্রিষ্টমাস ট্রি'র প্রবর্তন করেন।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ইউরোপের কোনও কোনও অঞ্চলে ৬ জানুয়ারী যিশুর জন্মদিন উদযাপিত হত। এ ৬ জানুয়ারী 'সেন্ট নিকোলাস ডে' হিসেবেও খ্যাত। নিকোলাস ছিলেন একজন বিশপ। তুরস্কের মায়রা নামের শহরে একটি গির্জার বিশপ। চতুর্থ শতাব্দীর এ নিকোলাস ছিলেন খুব দয়ালু এবং পরোপকারী। জনশ্রুতি অনুসারে এ নিকোলাস দরিদ্র লোকের ঘরে গোপনে নানা উপহার রেখে আসতেন। প্রাচ্যের বিশপ নিকোলাস নামে পশ্চিমে জনপ্রিয়তা লাভ করে জার্মানিতেও।অবশ্য এর মূলে যার অবদান রয়েছে তিনি হলেন রানি থিওফানো। থিওফানো ছিলেন জার্মানির রাজার দ্বিতীয় অটোর রানি। দ্বিতীয় অটোর এ রানি ছিলেন ইউরোপের পূর্ব প্রান্তের মেয়ে।

আমেরিকা আবিস্কারের পর বিভিন্ন দেশের মানুষ এসে সেখানে সববাস করতে শুরু করে। তাঁদের মধ্যে ওলন্দাজ নামে এক ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁরা নিকোলাসকে Sister Klass বলতেন। এ একটি গরিব ছেলে। কিছু পাইন গাছ এনে গির্জার মালিক বলল-গির্জার কাছে তা রোপন করার জন্য। ছেলেটি সে গাছটির জন্য কিছু পয়সা চাইল। মালি গাছটি পছন্দ না হলেও ছেলেটিকে দেখে তার খুব ভাল লাগে এবং কষ্ট হয়। তাই গাছটি কিনে মালি গির্জার কাছে একটি জায়গায় রোপন করে। 'খ্রিষ্টমাস ইভ'র ভোরবেলা গির্জার পুরোহিত দেখতে পান রাতের মধ্যে একটি গাছ বড় হয়ে গির্জার চূড়া অতিক্রম করে গেছে। গাছটি থেকে তারার আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ গাছটিকে খ্রিষ্টমাস ট্রি বলে গণ্য করা হয়। এ গাছটি সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত রয়েছে। প্রাচীনকালে রোমে 'মাহুর-নালিয়া' নামের একটি উৎসব পালন করা হত। এ উৎসবে সবুজ গাছকে নানা রঙের আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়। স্থানীয় মানুষগুলোর বিশ্বাস, এ গাছটি হলো স্বর্গের উদ্যানের (Eden- Tree of life)। এ গাছটি ক্রমশ : বড়দিনের উৎসবের সঙ্গে সংযোজিত হতে থাকে। এ গাছটি কৃত্রিম ফুল,ফল এবং তারার আলোকে সুসজ্জিত। খ্রিষ্টানদের মতে এ গাছটি পৃথিবীর মানুষের আলোক প্রদর্শনকারী যিশুর প্রতীক। রোমে বড়দিনের উৎসবে এ গাছটির ব্যাপক প্রচলন হয়ে পড়ে এবং তা জার্মানি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। বড়দিনের উৎসবে এ গাছটির প্রবর্তন করেন মার্টিন লুথার, Sister Klass মানুষের মুখে মুখে 'সান্টাক্লজ' বলে খ্যাত। সান্টাক্লজ 'ফাদার খ্রিষ্টমাস' বলেও খ্যাত। তিনি 'রেইন ডিয়ারে' টানা শে-জ গাড়িতে ওঠে ঘুরতেন। 'রেইন ডিয়ার' এক প্রকার হরিণ। অবশ্য হল্যান্ড এবং বেলজিয়ামের মানুষের ধারণা ভিন্ন। তাঁদের মতে সান্টাক্লজের বাহন হল সাদা ঘোড়া। সেজন্য এ দুই দেশের শিশুরা সে ঘোড়ার আহারের জন্য কাঠের জুতার মধ্যে খড় ভরে রাখে। এ কাজটি করে ৫ জানুয়ারি রাতে। পরদিন ৬ জানুয়ারি 'সান্টাক্লজ ডে'। সান্টাক্লজের পোশাক লাল। তাতে সাদা বর্ডার থাকে। সমস্ত মুখে সাদা দাড়ি। খুবই আমোদ প্রিয় এ বৃদ্ধ। পৃথিবীর সব দেশের শিশুদের খুবই প্রিয় এ সান্টাক্লজ।

ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বড়দিনের উৎসবে শোভাযাত্রা হয়। এ শোভাযাত্রায় সান্টাক্লজের মূর্তি থাকে। মধ্যযুগে ৬ জানুয়ারি জার্মানি এবং ইংল্যান্ডে রয় বিশপ নামে একটি অনুষ্ঠান হত। এ অনুষ্ঠানে একটি ছোট শিশুকে বিশপরূপে সজ্জিত করা হত। তাকে নিয়ে হত শোভাযাত্রা। এখনও জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডে বড়দিনের শোভাযাত্রায় সান্টাক্লজ থাকে বিশপের পোশাকে।

জার্মানিতে একজনকে সান্টাক্লজ সাজানো হয়। তাঁর সঙ্গে থাকে ১২ জন সঙ্গী। এঁদের নিয়ে সাজানো সান্টাক্লজ মানুষের ঘরে ঘরে যায়। সঙ্গীদের পকেটে থাকে খড়ের মোজা, মুখে নানা জীব জন্তুর মুখোশ। সুইজারল্যান্ডে বড়দিনের উৎসবের মিছিল অর্থাৎ শোভাযাত্রা ভিন্ন। এ শোভাযাত্রার প্রথমে একজন শিঙাধ্বনি দিয়ে আগে আগে যায়। তারপর থাকে দুজন দৈত্য।এ দুই দৈত্যের হাতে থাকে চাবুক। তারপর থাকে শিং থাকা একটি মূর্তি। তারপর থাকে ছাগলের বেশে একজন মানুষ। তারপর সান্টাক্লজের ভৃত্য। এ ভৃত্য দুষ্ট ছেলে মেয়েকে ভয় দেখায় বস্তায় ঢুকিয়ে নিয়ে যাবে বলে। একেবারে শেষে থাকে সান্টাক্লজ নিজে। সান্টাক্লজ পূর্বোক্ত দৈত্য তথা অশুভ শক্তিকে বিতাড়িত করে এবং শিশুদের জন্য নানা উপহার আনে। এ সান্টাক্লজ কবি সাহিত্যিকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জনের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁরা হলেন ওয়াশিংটন আরভিং এবং ক্লিমেন্ট সি মোর। ১৮০৯ সালে লেখা এক রচনায় আরভিং সান্টাক্লজের উল্লেখ করে বলেন, সান্টাক্লজ দেখতে নাদুস নুদুস। মুখে হাসি, গোলাকৃতি। মাথায় একটি টুপি। ক্লিমেন্ট সি মোরের একটি বিখ্যাত কবিতা Ñ A Visit From St. Nicolas. এতে সান্টাক্লজ স্যুট পরিহিত। এ থেকে বোঝা যায় কবি সাহিত্যিকদের কাছেও সান্টাক্লজ ছিলেন আকর্ষণীয়।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট



সময় বদলায়, মুমিনের দায়িত্ব বদলায় না

মো. ইমতিয়াজ মাহমুদ আনাস

একটি বছরের আগমন মানেই আরেকটি বছরের নিঃশব্দ প্রস্থান। বিদায়ী বছর কোনো শব্দ না করেই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়, অথচ রেখে যায় অসংখ্য বার্তা কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা, কিছু সুখময় স্মৃতি, কিছু না বলা দীর্ঘশ্বাস। এই সবকিছু নিয়েই সে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় একটি আয়না, যেখানে আমরা নিজেদের জীবনকে নতুন করে দেখতে বাধ্য হই।

বছরের এই সমাপ্তি যেন আমাদের নীরবে বলে যায়এখনই সময় নিজের জীবনের হিসাব কষার। কারণ বছরের পরিসমাপ্তি কেবল ক্যালেন্ডারের একটি পাতা উল্টে যাওয়ার নাম নয়; এটি ক্ষণস্থায়ী জীবনের আরেকটি অধ্যায় শেষ হওয়ার ঘোষণা। মানুষ ধীরে ধীরে, কিন্তু অনিবার্যভাবে এগিয়ে চলে তার চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে। কবির ভাষায়—

দেখো হে গাফেল! সময় বয়ে যায়,
কেমনে, কিভাবে তোমার জীবন গড়ায়।

সময় যে কত দ্রুত ফুরিয়ে যায়, তা সালাফে সালেহিন গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ কিমাতুয যামান ইনদাল উলামা- তে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি হৃদয়স্পর্শী উক্তি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

“আমি কোনো কিছুর জন্য এতটা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হই না, যতটা প্রতিটি দিনের সমাপ্তিতে হই। কারণ একটি দিন চলে যাওয়া মানে আমার আয়ু এক দিন কমে যাওয়া, অথচ সেই দিনে আমার আমল বাড়েনি।” (পৃষ্ঠা ২৭)

হাসান বসরি (রহ.) তো আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, “হে আদম সন্তান! তোমরা তো মূলত সময়ের সমষ্টি। যখন একটি দিন চলে যায়, তখন মনে করো তোমাদের শরীরের একটি অংশও চলে গেল।”

আল্লাহ তাআলা আমাদের যে সময় দান করেছেন, তা বিনোদন কিংবা অর্থহীন ব্যস্ততার জন্য নয়। এই সময় মূলত আখিরাতের প্রস্তুতির পুঁজি। যাতে আমরা নিজেদের আমল শুদ্ধ করতে পারি, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারি। আলী (রা.) সুন্দরভাবে বলেছেন, “সময় হলো তোমাদের জীবনের পাণ্ডুলিপি। তোমরা একে সৎকর্ম দিয়ে পূর্ণ করো।”

আর রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের জীবনদর্শনের একটি মৌলিক নীতি শিক্ষা দিয়েছেন

“মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো অনর্থক কথা ও কাজ বর্জন করা।” (তিরমিজি, হাদিস: ২৩১৭)

নববর্ষে আমাদের করণীয়

হাদিসের কিতাবে নতুন মাস কিংবা নতুন বছরের সূচনায় কিছু দোয়ার কথা পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম নতুন বছর বা নতুন মাসের শুরুতে এই দোয়াটি পাঠ করতেন

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মাঝে এ মাস বা বছরের আগমন ঘটান শান্তি ও নিরাপত্তা, ঈমান ও ইসলামের ওপর অবিচলতা, শয়তান থেকে সুরক্ষা এবং দয়াময় আল্লাহর সন্তুষ্টিসহ।

এই দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বছর আমাদের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আহ্বান জানায়—

এক. অতীতের হিসাব-নিকাশ, দুই. ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি

অতীতের হিসাব-নিকাশ

একটি বছর পেরিয়ে যাওয়া মানে আমাদের জীবন থেকে একটি অধ্যায় হারিয়ে যাওয়া। প্রশ্ন হলো এই সময়ে আমরা কী অর্জন করেছি? আখিরাতের জন্য কী জমা করেছি? নতুন বছরের আগমন আসলে আমাদের জানিয়ে দেয় পরকালের সফর আরও কাছাকাছি চলে এসেছে।

তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত নিজের জীবনের খতিয়ান খুলে বসা। ইবাদত-বন্দেগি, চরিত্র, লেনদেন, হালাল-হারাম, আল্লাহর হক ও বান্দার হক সবকিছুর হিসাব নিজেই নিজের কাছে নেওয়া। আমরা হয়তো মানুষের চোখ থেকে নিজের দোষ



ঢেকে রাখতে পারি, কিন্তু নিজের বিবেকের চোখ থেকে কখনো পারি না। মৃত্যুর ডাক আসার আগেই আমাদের হিসাব পরিষ্কার করা দরকার।

আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলেন— “আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগে। নতুবা মৃত্যু এসে গেলে সে বলবে, ‘হে আমার রব! আমাকে যদি সামান্য অবকাশ দিতেন, তবে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।’”

(সুরা মুনাফিকুন, আয়াত: ১০)

পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি

হিসাব নেওয়ার পর পরবর্তী ধাপ হলো নিজের ত্রুটি চিহ্নিত করে সেগুলো সংশোধনের বাস্তব পরিকল্পনা করা। শুধু অনুশোচনা নয়, বরং পরিবর্তনের দৃঢ় সিদ্ধান্ত। কারণ আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলেছেন—“মানুষ তাই পায়, যা সে নিজে করে।” (সুরা নাজম, আয়াত: ৩৯)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের সময় ব্যবহারের এক অসাধারণ সূত্র দিয়েছেন “পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটির আগে গনিমত মনে করো: বার্ধক্যের আগে যৌবন, অসুস্থতার আগে সুস্থতা, দারিদ্র্যের আগে সচ্ছলতা, ব্যস্ততার আগে অবসর এবং মৃত্যুর আগে জীবন।” (বাইহাকি, শুআবুল ঈমান)

নতুন বছর প্রকৃত মানুষকে উল্লাসের নয়, বরং গভীর চিন্তার দাওয়াত দেয়। তাকে মনে করিয়ে দেয় জীবনের সূর্য প্রতিদিন একটু একটু করে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ছে। গলিত বরফের মতো আয়ু ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাহলে এত আয়োজন, এত উৎসব কিসের? যদি হঠাৎ করেই জীবনের প্রদীপ নিভে যায়?

এই ভাবনাই নতুন বছরের আসল বার্তা। যে বার্তা আমাদের অস্থির করে, ব্যাকুল করে, আত্মসমালোচনায় দাঁড় করায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা এই বার্তার প্রতিই সবচেয়ে বেশি উদাসীন।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

রজব মাসের মাহাত্ম্য

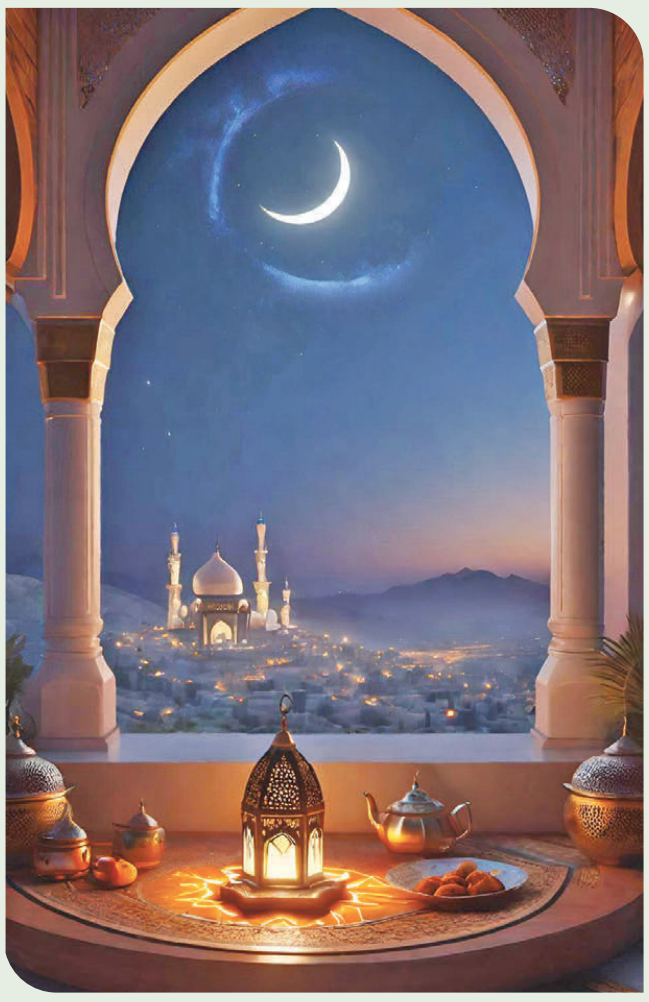
আনোয়ার হোসাইন আশরাফী

রজব মাস পরিচিতি

আরবী বর্ষপঞ্জিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানিত একটি মাসের নাম রজব মাস। আরবী বর্ষপরিক্রমার সপ্তম মাস এটি। রজব শব্দের অর্থ সম্মান করা। ইবনু ফারিস রহ. এ মাসকে রজব নামে নামকরণের কারণ উল্লেখ করে বলেন, কারণ আরবের লোকেরা এ মাসকে অনেক বেশি সম্মান করত, অবশ্য পরবর্তীতে শরীয়তেও সে সম্মান বহাল রাখা হয়। (মাকাইসুল লুগাহ, পৃ. ২৪৯৫) এ মাসকে মুযার গোত্রের দিকে সম্পৃক্ত করে রজাবু মুযার নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। কারণ মুযার গোত্র অন্যান্য সম্মানিত মাসের চেয়েও এ মাসকে বেশি সম্মান করত। (ফাতহুল বারী ১/১৩২)

রজব মাস সম্মানিত চার মাসের অন্তর্ভুক্ত: পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকেই সময়ের হিসাব ঠিক রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা বারোটি মাস নির্ধারণ করে রেখেছেন। তন্মধ্যে চারটি মাসকে হারাম বা সম্মানিত মাস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে আল্লাহর কিতাবে তথা লাওহে মাহফুজে মাসের সংখ্যা বারটি, সেই দিন থেকে, যে দিন আল্লাহ তাআলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। এর মধ্যে চারটি মাস মর্যাদাপূর্ণ। এটাই সহজ-সরল দ্বীন এর দাবী। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহের ব্যাপারে নিজেদের প্রতি জুলুম করো না এবং তোমরা সকলে মিলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর, যেমন তারা সকলে মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করে। বিশ্বাস রেখো নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন। (সূরা তাওবা, আয়াত: ৩৬)

নবীজী সা. সম্মানিত চার মাস নির্ণয় করে বলেন, আল্লাহ যে দিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সে দিন হতে সময় যেভাবে আবর্তিত হচ্ছিল আজও তা সেভাবে আবর্তিত হচ্ছে। বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। যুল-কা'দাহ, যূল-হিজ্জাহ ও মুহাররাম। তিনটি মাস পরস্পর রয়েছে। আর একটি মাস হলো রজব-ই-মুযারা যা জুমাদা ও শা'বান মাসের মাঝে অবস্থিত। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩১৯৭)



মাসগুলো সম্মানিত হওয়ার কারণ ও হেকমত

ইমাম আবুবকর জাসসাস রহ. বলেন, এই চারটি মাসকে হারাম বা সম্মানিত ঘোষণা করার দুটি কারণ রয়েছে। ০১- এ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ হারাম, যা আরবের মুশরিকরাও মেনে চলত। আল্লাহ তাআলা বলেন, লোকে আপনাকে মর্যাদাপূর্ণ মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? আপনি বলে দিন, তাতে যুদ্ধ করা মহাপাপ। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৭) ০২- অন্য মাসের তুলনায় এ মাসে গুনাহের পরিণতি অতি ভয়াবহ আর ইবাদতের প্রতিদান বড়। (আহকামুল কুরআন, পৃ. ৩/১৪৩)

আল্লামা ইবনে কাছির রহ. নির্দিষ্ট এই চার মাসকে হারাম বা সম্মানিত ঘোষণা করার হেকমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যুল-কা'দাহ, যূল-হিজ্জাহ ও মুহাররাম এই তিন মাসকে হজ্জ পালনের সুবিধার্থে হারাম করা হয়েছে। যেন হজ্জের মাসের আগে ও পরে সবাই নিরাপত্তার সাথে মক্কা নগরীতে আগমন এবং সেখান থেকে প্রস্থান করতে পারে। আর রজব মাসকে হারাম করা হয়েছে উমরা পালনের সুবিধার্থে। (তাফসিরে ইবনে কাছির, পৃ. ৪/১৪৮)

রজব মাসের ইবাদত ও সালাফের গুরুত্বারোপ

সম্মানিত চার মাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় রজব মাসের ফযিলত প্রমাণিত। তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে এ মাসে স্বতন্ত্র কোন ইবাদত নেই। বরং অন্যান্য মাসের ন্যায় ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকবে। গুরুত্বের সাথে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল ইবাদতগুলো আদায় করবে। যিকির, তাসবিহ, তাহলিল ও কুরআন তেলাওয়াতে সময় অতিবাহিত করবে। রজব মাসের অভ্যাস রমযান মাসে আমলের উন্নতির জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ।

রজব মাসে যদিও সুনির্দিষ্ট ইবাদত প্রমাণিত নেই তথাপি সময়টা আমাদের জন্য বরকতময়। তাই গুরুত্বের সাথে আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। রজব মাসের ব্যাপারে সালাফের আমল ও উক্তিগুলো সামনে থাকলে আমাদের জন্য তা অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে।

০১- ইবাদতের বীজ বপনের মাস: রজব মাস হলো ইবাদতের বীজ বপনের মাস। ইমাম ইবনে রজব রহ. বলেন, এ মাস বরকত ও কল্যাণময় মাস সমূহের মূল ও চাবিকাঠি। ইমাম আবুবকর বলখী রহ. বলেন, রজব হলো বীজ বপনের মাস। শাবান হলো পানি সিঞ্চনের (পরিচর্যার) মাস। আর রমযান হলো ফসল কেটে ঘরে তোলার মাস। (লাতায়িফুল মাআরিফ, পৃ. ১২১)

০২- এ মাসের ইবাদত অন্যান্য মাসের সহযোগী: সম্মানিত মাসগুলোর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এ সময়ে ইবাদতে মশগুল থাকলে অন্য মাসে ইবাদতে কাটানো সহজ হয়। আবার এ সময়গুলোতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে অন্য মাসে গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়। (মাআরিফুল কুরআন, পৃ. ৪/৩৭২)

০৩- রমযান মাসের প্রস্তুতি: রজব মাসের এক মাস পর রমযান মাস। তাই বিশেষভাবে এ মাস থেকেই রমজানের প্রস্তুতি শুরু করা। যেন রমযান আসলে বিভিন্ন ব্যস্ততা চেপে না বসে। একইভাবে ইবাদত বন্দেগীর সাথে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলা, যেন রমজানে ইবাদতে লিপ্ত হতে অলসতা তৈরি না হয়। (লাতায়িফুল মাআরিফ, পৃ. ১২১)

রজব মাসের করণীয় কিছু আমল

যদিও রজব মাসের সুনির্দিষ্ট কোনো ইবাদত নেই তবুও এ মাসের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা অনেক। তাই অন্যান্য মাসের ইবাদতগুলোই আরো বেশি গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করার চেষ্টা করা। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু আমলের কথা তুলে ধরা হলো,

০১- নেক আমলের প্রতি মনোযোগী হওয়া: রজব মাসসহ অন্যান্য হারাম মাসে ইবাদত ও নেক আমলের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। কেননা এসময় প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব বৃদ্ধি পায়। ইমাম ইবনে কাছির রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা হারাম মাসে গুনাহকে বড় করে দেখেন। আবার নেক আমলের সওয়াব ও প্রতিদানও বেশি করে দেন। (তাফসিরে ইবনে কাছির, পৃ. ৪/১৩০)

০২- গুনাহ করে নিজের উপর জুলুম না করা: গুনাহ করা সবসময়ই হারাম ও নিষিদ্ধ। তবে সম্মানিত মাস সমূহে তা আরো কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহের ব্যাপারে নিজেদের প্রতি জুলুম করো না। (সূরা তাওবা, আয়াত: ৩৬)

আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে জারির তাবারি রহ. লেখেন, তোমরা নিজেদের উপর জুলুম করো না একথার অর্থ হলো, তোমরা এসময় আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ো না। আল্লাহর নিষিদ্ধ কোন কাজকে হালাল করো না। অন্যথায় তোমরা আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির সম্মুখীন হবে। (তাফসিরে তাবারি, পৃ. ১৪/২৩৭)

০৩- রমযান লাভের জন্য দোয়া জারি রাখা: রজব মাস পর্যন্ত মহান আল্লাহ যেহেতু আমাদের হায়াত দান করেছেন তাই এখন বেশি বেশি দোয়া করা, যেন আল্লাহ আমাদেরকে রমযান পর্যন্ত পৌঁছে দেন। রমযানের খায়ের, বরকত ও কল্যাণ দিয়ে আমাদেরকে সিক্ত করেন। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রজব মাস এলে নবীজী সা. বলতেন, আল্লাহুম্মা বারিক-লা-না ফি রাজাবা ওয়া শা'বান, ওয়া বাললিগ-না রমাযান। অর্থ, হে আল্লাহ! রজব ও শাবানে আমাদের বরকত দান করেন এবং আমাদেরকে রমযানে পৌঁছে দেন। (মাযমাউয যাওয়ায়েদ)

০৪- বেশি বেশি রোযা রাখা: রজব মাসে দিন তারিখ নির্ধারণ করা ব্যতীত বেশি বেশি নফল রোযা রাখা। নবীজী সা. রজব মাসে অনেক সময় রোযা রাখতেন।

০৫- উমরা পালন করা: হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.সহ অনেক সাহাবায়ে কেরাম এ মাসে উমরা পালন করতেন। তাই সম্ভব হলে এই আমলটি করা।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রজব মাসের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা ধারণ করে সময়গুলো কাজে লাগানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া মেহেরপুর

জান্নাতে যেমন হবে শহীদের জীবন

মৃত্যু এক অনিবার্য ও চিরন্তন সত্য। এই ধরণির ক্ষণস্থায়ী সফর শেষ করে প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর অমীয় স্বাদ গ্রহণ করতে হয় এবং প্রবেশ করতে হয় অনন্তকালের আবাসে। এই চিরসত্য মৃত্যুকে ঘিরে মানুষের জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই, তবে ইসলামের দৃষ্টিতে মৃত্যুপরবর্তী জীবনই হলো প্রকৃত জীবনের সূচনা।

পবিত্র কোরআনে মহান রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন, ‘প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং কিয়ামতের দিন তাদের পূর্ণমাত্রায় বিনিময় দেওয়া হবে। অতঃপর যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হলো এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো, অবশ্যই সে ব্যক্তি সফলকাম হলো। কেননা, পার্থিব জীবন ছলনার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।’ (সুরা আলে ইমরান: ১৮৫)

মৃত্যুর বিভিন্ন প্রকারভেদের মধ্যে সবচেয়ে সার্থক ও উত্তম মৃত্যু হলো শহীদি মৃত্যু। তাই প্রত্যেক মুমিনের একান্ত তামান্না থাকে শহীদ হওয়ার। শহীদদের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদের তুমি মৃত মনে করো না; বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত এবং তাদের রিজিক দেওয়া হয়।’ (সুরা আলে ইমরান: ১৬৯)

হজরত আবদুল্লাহ (রা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে নবীজি (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলে নবীজি বলেন, ‘শহীদদের রুহসমূহ সবুজ পাখির উদরে রক্ষিত থাকে, যা আরশের সঙ্গে ঝুলন্ত দীপাধারে বাস করে। জান্নাতের সর্বত্র তারা যেখানে চায় বিচরণ করে এবং পুনরায় সেই দীপাধারগুলোতে ফিরে আসে। একবার তাদের প্রতিপালক তাদের দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাদের কি কোনো আকাঙ্ক্ষা আছে?” তারা বিনয়ের সঙ্গে জানাল, “আমাদের আর কী আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে! আমরা তো জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াচ্ছি।” আল্লাহ তাআলা তিনবার এই প্রশ্ন করার পর তারা বুঝতে পারল, আকাঙ্ক্ষার কথা না বললে তারা রেহাই পাচ্ছে না; তখন তারা বলল, “হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের আকাঙ্ক্ষা হয়, যদি আপনি আমাদের রুহগুলোকে আমাদের দেহে ফিরিয়ে দিতেন, তবে আমরা পুনরায় আপনার পথে গিয়ে নিহত (শহীদ) হতে পারতাম।’ আল্লাহ যখন দেখলেন, তাদের আর কোনো অপূর্ণতা নেই, তখন তাদের সেই অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হলো।’ (সহিহ মুসলিম: ৪৭৭৯)

গুনাহগার স্বজনদের জন্য আল্লাহর সঙ্গে তর্ক করবেন জান্নাতিরাগুনাহগার স্বজনদের জন্য আল্লাহর সঙ্গে তর্ক করবেন জান্নাতিরা

মৃত্যু আসবেই, তবে সেই মৃত্যু যদি হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং ইমানের ওপর অবিচল থেকে, তবেই তা হবে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন।

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)



এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরকিান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

জামায়াত-এনসিপি নির্বাচনী জোট নিয়ে আলোচনা

ঢাকা ডেস্ক

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচনী জোট বা আসন সমঝোতা নিয়ে গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। ৮ দলের আসন সমঝোতা, এনসিপি'র সঙ্গে জামায়াতের নতুন করে আলোচনার কারণে জামায়াতের নেতৃত্বে জোট নিয়ে নতুন মেরুকরণও তৈরি হয়েছে। এই জোট থেকে মামুনুল হকের খেলাফত মজলিস বের হয়ে যেতে পারে বলেও আলোচনা হচ্ছে।

এনসিপি'র সঙ্গে সমঝোতার ব্যাপারে জামায়াতের নায়েবে আমীর ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেন, এনসিপি'র সঙ্গে আলোচনায় আমরা অনেক কাছাকাছি পৌঁছেছি। অতি শিগগিরই আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে যাবে। তিনি বলেন, ইসলামী আন্দোলন সহ আমাদের রাজপথের আন্দোলনের সঙ্গী সমমনা দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার অগ্রগতি সন্তোষজনক। কেবল বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সঙ্গে আসন সমঝোতার বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। আশা করা যায় অল্প সময়ের মধ্যে সেটাও হয়ে যাবে।

এনসিপি'র যুগ্ম সদস্য সচিব মুশফিক-উস সালেহিন বলেন, আলোচনা চলছে। দুই/একদিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। আসন সমঝোতা নিয়ে দরকষাকষির সত্যতা স্বীকার করে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মাঝে ক্ষোভ আছে। তবে তা জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর্যায়ে নয়। তবে অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচনে এনসিপি বড় দল দাবি করে বেশি আসন চায়। পাশাপাশি আগে থেকে জামায়াত ২০০ আসনে নির্বাচনের দাবি জানিয়ে এসেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনী স্বার্থে এনসিপি'র সঙ্গে জোট করলে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস সেই জোট ত্যাগ করতেও পারে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের অন্য একটি সূত্র জানায়, বুধবার জামায়াতের সঙ্গে মজলিসের প্রতিনিধিদলের বৈঠক হয়েছে। এতে আরও কয়েকটি দলের নেতারা ছিলেন।

মা-ছেলের আবেগঘন সাক্ষাৎ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গতকাল সন্ধ্যায় হাসপাতালে মা-ছেলের সাক্ষাৎ হয়। ১৭ বছর পর দেশের মাটিতে নেমে ব্যাপক সংবর্ধনা পান তারেক রহমান। জনস্রোতে অভ্যর্থনায় সিক্ত হয়ে পূর্বাচলের সংবর্ধনা মঞ্চে যান তিনি। সেখান থেকে মাকে দেখতে যান এভারকেয়ার হাসপাতালে। ৫ টা ৫৪ মিনিটের দিকে তিনি হাসপাতালে প্রবেশ করেন। প্রায় ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট তিনি মায়ের শয্যাপাশে ছিলেন। মা-ছেলে সাক্ষাৎ করার মুহূর্তটি ছিল আবেগঘন। তারেক রহমানের সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান ও মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমান।

গতকাল দুপুরে লন্ডন থেকে তারেক রহমান ঢাকায় আসেন। বিমানবন্দর থেকে তিনি সরাসরি জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়েতে সংবর্ধনাস্থলে যান। সেখানে নেতাকর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও বক্তৃতা শেষে এভারকেয়ারের দিকে রওনা হন। নেতাকর্মীদের ভিড়ের কারণে তাকে বহনকারী গাড়ি হাসপাতালে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগে। পথে সড়কের দুই পাশে ছিল হাজারো নেতাকর্মী।

প্রিয় নেতাকে একনজর দেখার জন্য সড়কে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করছিলেন তারা। তারেক রহমানও নেতাকর্মীদের প্রতি হাত নেড়ে এই ভালোবাসার জবাব দেন। হাসপাতালে তারেক রহমানের সঙ্গে আরও ছিলেন বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ, ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেনসহ দলের শীর্ষপর্যায়ের নেতারা। তারেক রহমানের সঙ্গে দেশে ফিরেছেন তার স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান। বিমানবন্দর থেকে জুবাইদা রহমান ও জাইমা রহমান গুলশানের বাসায় চলে যান। পরে সেখান থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে আসেন তারা।

হাসপাতালে বেরিয়ে গুলশান এভিনিউ'র ১৯৬ নম্বর বাড়িতে তারেক রহমান পৌঁছান রাত সাড়ে ৮টার দিকে। এই বাড়িতেই থাকবেন তিনি। সর্বশেষ গত ৬ই মে লন্ডনে মা-ছেলে একসঙ্গে ছিলেন। লন্ডনে চিকিৎসা শেষে ওই দিন বেগম খালেদা জিয়া দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হন। **ঢাকা ডেস্ক**

তারেক রহমানকে স্বাগত জানাল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাঁকে দেশে স্বাগত জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা।

গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, তাঁর একজন রাজনৈতিক সহকর্মী দীর্ঘ ১৭ বছর পর সরাসরি রাজনীতির মাঠে ফিরছেন—এটিকে তিনি ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। তবে শফিকুর রহমান বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ঐক্যের ব্যাপারে তারেক রহমান কী ভূমিকা রাখেন, অথবা তাঁর কী পরিকল্পনা আছে এবং সেগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করবেন—এসব বিষয়ে জামায়াত নজর রাখবে।

অন্যদিকে, তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের চর্চাকে আরও সুসংহত করবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। গতকাল বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড প্রোফাইলে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। একজন বাংলাদেশি নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতার নিজ ভূমিতে ফেরার এই অধিকারটি পুনরুদ্ধার হওয়া আমাদের গণতান্ত্রিক লড়াইয়েরই একটি ইতিবাচক প্রতিফলন।'

এ ছাড়া, তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। গতকাল সকালে ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন,

"বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রায় দেড় যুগ পর বাংলাদেশে ফিরছেন। স্বৈরাচারের পতন, পরিবর্তিত পরিস্থিতি, নানা উত্থান-পতন ও রাজনৈতিক ক্রমধারার এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি আজ বাংলাদেশে আসছেন। আমরা '২৪-এর অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে তাঁকে স্বাগত জানাই।"

আর তারেক রহমানের আগমনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণ হবে বলে মনে করছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। বৃহস্পতিবার বড়দিন উপলক্ষে রাজধানীর তেজগাঁওয়ের পবিত্র জপমালা রানী গির্জায় খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

শফিকুল আলম বলেন, "আমরা তাঁকে (তারেক রহমান) স্বাগত জানাই। তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দলের নেতা। আমি বলব, তাঁর বাংলাদেশে আসা একটি অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে কিছু রাজনৈতিক শূন্যতা রয়েছে। তাঁর আগমনে সেটি পূরণ হবে।" **ঢাকা ডেস্ক**

অনেক 'অর্জন' নিয়ে বিদায় নিচ্ছেন মেয়র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি আরও বলেন, "গত চার বছরের এই অভাবনীয় সাফল্য কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়, এই সাফল্য এসেছে বুদ্ধিদীপ্ত ও লক্ষ্যভিত্তিক নেতৃত্ব, বাস্তব চিন্তা এবং সংযত ও দায়িত্বশীল সমাধানের ফলস্বরূপ।"

"র‍্যাডিক্যালি প্র্যাগমেটিক" নীতির ফলে টানা চার বছর অপরাধের হার হ্রাস এবং অর্থনৈতিক বিকাশের নতুন রেকর্ড অর্জনে সাহায্য করেছে।

অ্যাডামস বলেন, "এভাবেই আমরা নতুন প্রজন্মের জন্য আবাসন তৈরির পথ প্রশস্ত করেছি এবং গৃহহীনতা ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে আলোচনার ধরন বদলেছি।

এভাবেই আমরা শিশুযত্নের খরচ কমিয়েছি এবং সাধারণ নিউ ইয়র্কবাসীর গড় আয়ু বাড়িয়েছি। এভাবেই আমরা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফল উন্নত করেছি এবং আমাদের রাস্তা ও পার্কগুলোকে পরিষ্কার, সবুজ ও ইঁদুরমুক্ত রেখেছি।"

আবাসন সমস্যাকে একটি 'প্রজন্মগত সংকট' হিসেবে উল্লেখ করে অ্যাডামস জানান, দীর্ঘ ৬০ বছরের টালবাহানা ও বিলম্বের অবসান ঘটিয়ে সিটির ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী আবাসনবান্ধব আইন পাস করা হয়েছে। "সিটি অব ইয়েস" প্রকল্পের মাধ্যমে একটি ন্যায্য ও সাশ্রয়ী ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে, যার সুফল আগামী বহু বছর নিউ ইয়র্কবাসী ভোগ করবে।

অ্যাডামস বলেন, "আমরা প্রতিটি পদক্ষেপে কর্মজীবী মানুষের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়েছি—বুদ্ধিদীপ্ত নীতির মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের পকেটে ৩০ বিলিয়ন ডলার ফেরত দিয়েছি, যার প্রভাব ছিল তাৎক্ষণিক ও বাস্তব। এর মধ্যে ছিল ভর্তুকিযুক্ত শিশুযত্নের খরচ ৯০ শতাংশের বেশি কমানো, চিকিৎসা ঋণ মওকুফ করা, নিম্ন আয়ের নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য কর কমানো, ৩ লাখ ৩০ হাজার নাইটা বাসিন্দাকে বিনা মূল্যে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রদান এবং আরও অনেক উদ্যোগ। আর এই সবই আমরা করেছি বিচক্ষণ আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, শহরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বাজেট রিজার্ভ রেখে।"

অ্যাডামস তার বক্তব্যের শেষে এক আবেগঘন স্মৃতিচারণ করেন। তিনি তার সাফল্যের পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে তার মা ডরোথি মে অ্যাডামসের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "আমার মা ছিলেন একজন একক মা, যিনি তার ছয় সন্তানকে বড় করতে দিন-রাত একাধিক কাজ করেছেন। তিনি কখনোই তার পরিবারের উন্নত জীবনের জন্য লড়াই থামাননি। গত চার বছর ধরে আমরা নিউইয়র্কবাসীর জন্য সেই একই লড়াই চালিয়ে গেছি।"

অ্যাডামস সিটি হলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সব পর্যায়ের কয়েক লক্ষ সরকারি কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, "আপনারা জননিরাপত্তা, শিক্ষা, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যসেবা এবং আবাসনের প্রচলিত নিয়মগুলো নতুন করে লিখেছেন। আপনাদের এই পরিশ্রম সময়ের পরীক্ষায় টিকে থাকবে এবং এই শহরকে আরও উন্নত করবে।"

পরিশেষে নিউইয়র্ক সিটির সাধারণ মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মেয়র বলেন, "আপনাদের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান। আমরা একসঙ্গে যে কাজগুলো করেছি, তা আগামী দিনের এক উন্নত, নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী নিউইয়র্কের মজবুত ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

উই হ্যাভ আ প্ল্যান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রহমান বললেন, 'উই হ্যাভ আ প্ল্যান। উই হ্যাভ আ প্ল্যান ফর দ্য পিপল, ফর দ্য কান্ট্রি।'

দেশের মানুষের জন্য, দেশের জন্য নেওয়া সেই প্ল্যান (পরিকল্পনা) বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা দরকার—এ কথাও স্পষ্ট করেই বলেছেন তারেক রহমান। দেশের মাটিতে পা রেখে প্রথম যে বক্তব্য দিলেন, সেখানে সেই পরিকল্পনার বিস্তারিত অবশ্য উল্লেখ করেননি তিনি। শুধু বলেছেন, দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য যদি সেই প্ল্যান (পরিকল্পনা) বাস্তবায়ন করতে হয়, তাহলে প্রত্যেক মানুষের সহযোগিতা তাঁর লাগবে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকার পূর্বাচলের ৩০০ ফুট সড়কে তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে গণসংবর্ধনার আয়োজন করে বিএনপি। জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়ে নামের ওই সড়কে নির্মিত মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রায় ১৬ মিনিট বক্তব্য দেন তিনি। বিএনপির শীর্ষ এই নেতাকে স্বাগত জানাতে সারা দেশ থেকে লাখ লাখ নেতা-কর্মী ৩০০ ফুট সড়কে জড়ো হন। তারেক রহমানের বক্তব্যের আগে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। তাঁরা তারেক রহমানকে স্বাগত জানান।

দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, 'মার্টিন লুথার কিংয়ের নাম তো শুনেছেন না আপনারা? তাঁর একটি বিখ্যাত ডায়ালগ আছে, আই হ্যাভ আ ড্রিম। আজ এই বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আপনাদের সকলের সামনে আমি বলতে চাই, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন সদস্য হিসেবে আপনাদের সামনে আমি বলতে চাই, আই হ্যাভ আ প্ল্যান, পিপল অব মাই কান্ট্রি, ফর মাই কান্ট্রি। আজ এই পরিকল্পনা দেশের মানুষের স্বার্থে।'

সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা চেয়ে তারেক রহমান বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য, দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য যদি সেই প্ল্যান, সেই কার্যক্রম, সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে হয়, তাহলে প্রত্যেক মানুষের সহযোগিতা লাগবে। যদি সবাই পাশে থাকে, সহযোগিতা করে তাহলে 'আই হ্যাভ আ প্ল্যান' বাস্তবায়ন করা সক্ষম হবে।

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ছিলেন আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতা, যিনি বর্ণবাদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমেরিকায় যখন বর্ণবৈষম্য চরম পর্যায়ে পৌঁছায় এবং কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর দমন-পীড়ন চলতে থাকে, তখন অধিকারহীন মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠেন তিনি। ১৯৬৩ সালের ২৮ আগস্ট ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশাল সমাবেশে ঐতিহাসিক ভাষণে মানুষের সম–অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে নিজের স্বপ্নের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন 'আই হ্যাভ আ ড্রিম'। তাঁর ওই ভাষণ বিশ্বজুড়ে মুক্তিকামী মানুষের চেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

প্রায় ১৬ মিনিটের বক্তব্য শেষে মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান তারেক রহমান। তখন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হচ্ছিল। ঠিক ওই সময় আবার মাইকের সামনে গিয়ে তিনি বলেন, 'মনে রাখবেন, উই হ্যাভ আ প্ল্যান। উই হ্যাভ আ প্ল্যান ফর দ্য পিপল, ফর দ্য কান্ট্রি। ইনশা আল্লাহ, আমরা সেই প্ল্যান বাস্তবায়ন করব।'

মানুষ যাতে নিরাপদ থাকতে পারে

তারেক রহমান মঞ্চে ওঠেন গতকাল বেলা ৩টা ৫১ মিনিটে। বক্তব্য শুরু করেন বেলা ৩টা ৫৭ মিনিটে। এর আগে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দুপুর সাড়ে ১২টার কিছু সময় পর তিনি বাসে করে পূর্বাচলের সংবর্ধনাস্থলের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পুরো পথ ছিল লোকে লোকারণ্য। যে কারণে পূর্বাচলের মঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছাতে তিন ঘণ্টার বেশি সময় লেগে যায়।

বক্তব্যে মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার কথা একাধিকবার বলেছেন তারেক রহমান। ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি-পেশানির্বিশেষে দেশের সব মানুষ যাতে নিরাপদে থাকতে পারে, সেই প্রত্যাশার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আমরা যে ধর্মের মানুষ হই, আমরা যে শ্রেণির মানুষ হই, আমরা যে রাজনৈতিক দলের সদস্য হই অথবা একজন নির্দলীয় ব্যক্তি হই, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে—যেকোনো মূল্যে আমাদের এই দেশের শান্তিশৃঙ্খলাকে ধরে রাখতে হবে। যেকোনো মূল্যে যেকোনো বিশৃঙ্খলাকে পরিত্যাগ করতে হবে। যেকোনো মূল্যে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যাতে মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে। শিশু হোক, নারী হোক, পুরুষ হোক—যেকোনো বয়স, যেকোনো শ্রেণি, যেকোনো পেশা, যেকোনো ধর্মের মানুষ যেন নিরাপদ থাকে—এই হোক আমাদের চাওয়া।'

বক্তব্যে বাংলাদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো তুলে ধরে তারেক রহমান বলেন, ১৯৭১ সালে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে এই দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে আধিপত্যবাদীদের হাত থেকে দেশ রক্ষা করা হয়েছিল এবং ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এ দেশের জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে এনেছিল। তবে ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি।

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র–জনতাসহ সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ছিল বলে উল্লেখ করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, কৃষক-শ্রমিক, গৃহবধূ, নারী-পুরুষ, মাদ্রাসার ছাত্রসহ দলমত-নির্বিশেষে সব মানুষ ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট এই দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করেছিল। তরুণ প্রজন্মের সদস্যরা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে।

এ প্রসঙ্গে তারেক রহমান আরও বলেন, কয়েক দিন আগে '২৪-এর আন্দোলনের এক সাহসী সদস্য ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে। ওসমান হাদি শহীদ হয়েছেন। ওসমান হাদি চেয়েছিলেন এই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক, মানুষের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ফিরে আসুক। রক্তের ঋণ শোধ করতে হলে প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।

ধৈর্যশীল হওয়া জরুরি

বিভিন্ন আধিপত্যবাদী শক্তির গুপ্তচরেরা বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্রে এখন লিপ্ত রয়েছে উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, এই পরিস্থিতিতে ধৈর্যশীল হওয়া জরুরি এবং তরুণ প্রজন্মকে দায়িত্ব নিতে হবে। তরুণেরাই আগামী দিনে দেশকে নেতৃত্ব দেবে এবং শক্ত গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দেশ গড়বে।

একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যাশা তুলে ধরে তারেক রহমান বলেন, এই দেশে পাহাড়ের মানুষ আছে, সমতলের মানুষ আছে, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, হিন্দুসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। তিনি বলেন, এমন দেশ গড়তে চান যে দেশে একজন নারী, একজন পুরুষ, একজন শিশু—যেই হোক না কেন, নিরাপদে ঘর থেকে বের হলে নিরাপদে যেন আবার ঘরে ফিরে আসতে পারে।

তারেক রহমান বলেন, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, চার কোটির বেশি তরুণ প্রজন্মের সদস্য, পাঁচ কোটির মতো শিশু, ৪০ লাখের মতো প্রতিবন্ধী মানুষ এবং কয়েক কোটি কৃষক-শ্রমিক রয়েছেন। এই মানুষগুলোর প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা আছে রাষ্ট্রের কাছে। সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে এই প্রত্যাশাগুলো পূরণ করা সম্ভব।

তারেক রহমান বলেন, মানুষ কথা বলার অধিকার ফিরে পেতে চায়, গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেতে চায়। তারা চায় যোগ্যতা অনুযায়ী, ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত হোক। তিনি বলেন, এই দেশে পাহাড়ের মানুষ আছে, সমতলের মানুষ আছে; মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান—সব ধর্মের মানুষ বসবাস করে। সবাইকে নিয়েই বাংলাদেশ।

শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে

যেকোনো মূল্যে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে জানিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, যেকোনো উসকানির মুখে ধীর-শান্ত থাকতে হবে। বিশৃঙ্খলাকে পরিহার করে ধৈর্যের সঙ্গে তা মোকাবিলা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, ধৈর্যশীল হতে হবে। ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

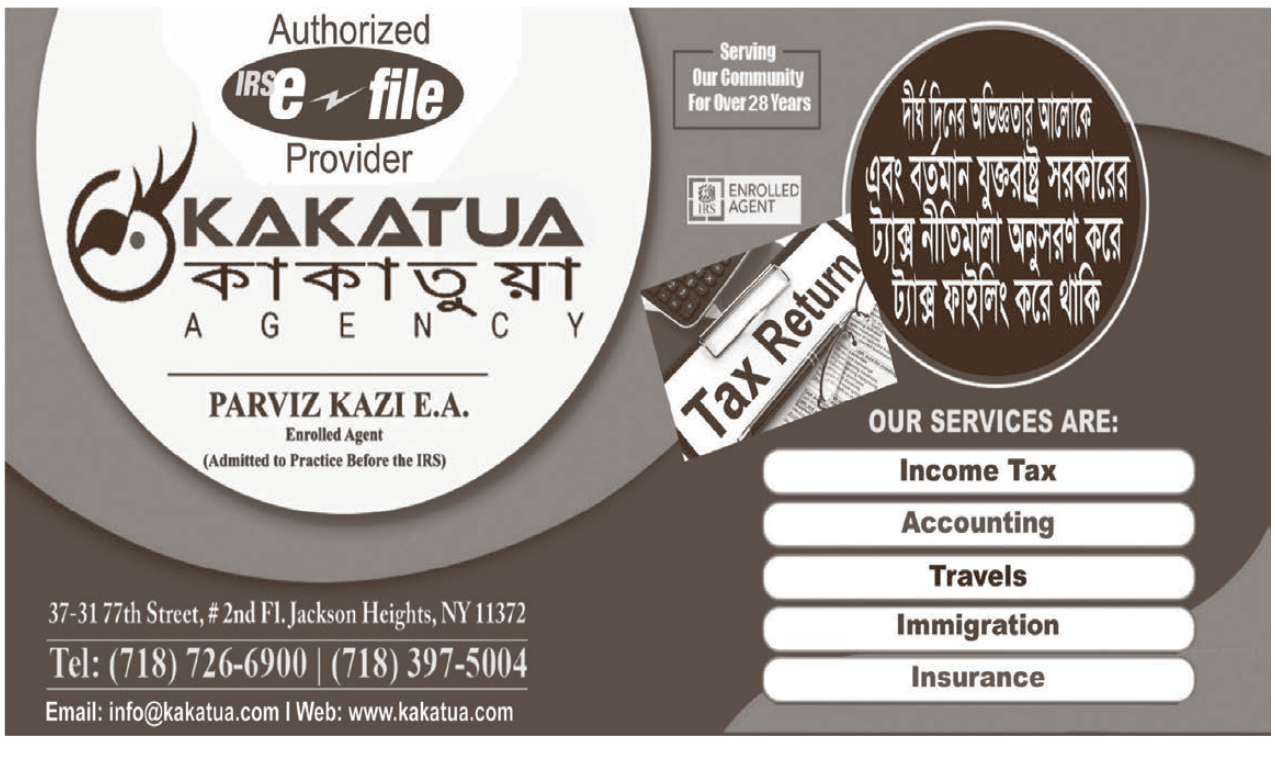
ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার বিষয়ে তারেক রহমান বলেন, 'আসুন, আমরা সকলে মিলে প্রতিজ্ঞা করি যে, ইনশা আল্লাহ আগামী দিনে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যারা আসবে আমরা সকলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে ন্যায়পরায়ণতা, সেই ন্যায়পরায়ণতার আলোকে আমরা দেশ পরিচালনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।'

দেশে ফেরার আগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেওয়া ভার্চুয়াল বক্তব্যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে কথা বললেও গতকাল এ নিয়ে কিছু বলেননি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, সন্তান হিসেবে তাঁর মন হাসপাতালে মায়ের শয্যার পাশে পড়ে আছে, তবে যাঁদের জন্য খালেদা জিয়া নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন—দেশের সেই মানুষদের তিনি কোনোভাবেই ফেলে যেতে পারেন না।

সংবর্ধনা মঞ্চের প্রথম সারিতে ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সেলিমা রহমান, ইকবাল হাসান মাহমুদ, হাফিজ উদ্দিন আহমদ, এ জেড এম জাহিদ হোসেন, দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী প্রমুখ। সঞ্চালক ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী (এ্যানি)। এর আগে মঞ্চ থেকে বিভিন্ন ঘোষণা ও স্লোগান দেন বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাহউদ্দিন (টুকু)।

এ ছাড়া বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলন করা শরিক ও সমমনা দলগুলোর নেতাদের মধ্যে ছিলেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান আন্দালিভ রহমান পার্থ, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি তানিয়া রব, সদ্য বিএনপিতে যোগ দেওয়া এলডিপির সাবেক মহাসচিব রেদোয়ান আহমদ, গণফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুব্রত চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক নুরুল আমিন ব্যাপারী, গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, এনপিপির চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, এনডিএমের চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ ও আমজনতার দলের সাধারণ সম্পাদক তারেক রহমান। **ঢাকা ডেস্ক**



আওয়ামী লীগের ভোটব্যাংক দখলে প্রতিযোগিতায় বিএনপি-জামায়াত

নাহিদের মন্তব্য

দ্য ডেইলি স্টারের আয়োজনে শুরু হওয়া ‘স্টার নির্বাচনী সংলাপ’ অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন নাহিদ ইসলাম।

ঢাকা অফিস



নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের ভোটব্যাংক দখলে নিতে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে একধরনের ‘প্রতিযোগিতা’ চলছে।

মঙ্গলবার বিকেলে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে দ্য ডেইলি স্টারের আয়োজনে শুরু হওয়া ‘স্টার নির্বাচনী সংলাপ’ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন নাহিদ।

অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান, পারস্পরিক আস্থাহীনতা, নির্বাচন ঘিরে উদ্বেগ, ‘নতুন বাংলাদেশ’ নির্মাণের প্রতিশ্রুতিসহ নানান বিষয়ে দলের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা। অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ, সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

নাহিদ ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, এই ভোটগুলো নিশ্চিত করতে তারা (জামায়াত-বিএনপি) কিছু লক্ষণ দেখাচ্ছে। তারা বলছে, মামলাগুলো (আওয়ামী লীগের) প্রত্যাহার করা হবে।

আওয়ামী লীগের নেতাদের বিএনপি ও অন্যান্য দলে অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে নাহিদ কুমিল্লার দেবিদ্বারের একটি ঘটনার উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, দেবিদ্বারে গণমাধ্যম ও পুলিশ সুপারের সামনে বড় আয়োজন করে ২০০ জন আওয়ামী লীগের লোক বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। এটা শুধু একটি উদাহরণ। নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, ট্রুথ কমিশনের মাধ্যমে ‘আওয়ামী লীগ প্রশ্ন’ সমাধান না হওয়ায় দেশ ভুগছে। তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদী দলকে যারা সমর্থন করেছে আর যারা গণহত্যা বা সন্ত্রাসে জড়িত—এই দুই শ্রেণির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করতে হবে।

এর আগে এক দর্শক বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, ‘আওয়ামী লীগের নেতারা বিএনপিতে যোগ দিচ্ছেন কি না এবং তা ঠেকাতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে?’ এর জবাবে মির্জা ফখরুল অভিযোগটিকে ‘সাধারণীকরণ’ বলে উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, ‘আমরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছি। আমরা এতটা দেউলিয়া অবস্থায় পৌঁছাইনি যে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে কাজ করতে হবে।’

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদও জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রে এমন অভিযোগ নাকচ করেন। এমন ধারণার জন্য তিনি ‘হলুদ সাংবাদিকতা’কে দায়ী করে বলেন, ‘আমাদের দলে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। এত রক্ত ও জীবন দেওয়ার পর ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না।’ তবে নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ দেওয়া হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এ প্রসঙ্গে বলেন, অনুপ্রবেশ নিয়ে বিতর্ক অর্থহীন, কারণ এটি বাংলাদেশের রাজনীতির একটি বাস্তবতা। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ‘অতীতে আমরা দেখেছি, পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে কীভাবে ছাত্রলীগের নির্বাহী সদস্য হওয়া যেত।’ তবে তাঁর মতে, ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান ঠেকাতে হলে কেবল ব্যক্তি নয়, বরং ‘লুটপাটের অর্থনীতিকে’ উপড়ে ফেলতে হবে।

সংলাপে মির্জা ফখরুল বলেন, সাম্প্রতিক ঘটনায় দেশের মানুষ আবারও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে এবং নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তিনি বলেন, বিএনপি শুরু থেকে নির্বাচনের পক্ষে থাকলেও বিলম্বের কারণে নির্বাচন বানচালের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মির্জা ফখরুল জানান, বিএনপি ‘ভিশন-২০৩০’ ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে দেশকে স্থিতিশীল করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে।

সিপিবির মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমও নির্বাচন বিলম্ব বা ভন্ডুল করার রাজনৈতিক অপচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। তিনি সম্প্রতি গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলাগুলো ‘সুপরিকল্পিত’ বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ হলেও কেবল নির্বাচনেই সব সমস্যার সমাধান হবে, এই ধারণা ভুল।

জনগণের ক্ষমতায়ন, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং অর্থ ও দুর্নীতির প্রভাবমুক্ত রাজনীতির ওপর মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম জোর দেন। তিনি বলেন, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য নিয়েই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল এবং সেই লক্ষ্য সামনে রেখে নির্বাচনে জনগণের কাছে যাওয়ার অঙ্গীকার করছে সিপিবি।

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ ‘ইনসাফের বাংলাদেশ’ ও মানবিক সমাজ গড়ার ভিশন তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়ন দূর করে নিরাপদ ও আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই তাঁদের লক্ষ্য। শিক্ষা খাতে অবৈতনিক শিক্ষা, প্রযুক্তিনির্ভর পাঠ্যক্রম এবং জিডিপির ৬ শতাংশ বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। নারী, কৃষক, শ্রমিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুযোগ বাড়িয়ে বেকারত্ব শূন্যে নামানোর পরিকল্পনার কথাও তিনি তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ডেইলি স্টারের কনসাল্টিং এডিটর কামাল আহমেদ এই আয়োজনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেন, জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর ভাবনা ও নাগরিকদের চাওয়া জানতে দ্য ডেইলি স্টার আয়োজন করে ‘স্টার নির্বাচনী সংলাপ’। আজ বেলা সাড়ে ৩টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে চীন-মৈত্রী সম্মেলনে এই আয়োজন শুরু হয়।

ডেইলি স্টার সম্পাদক ও প্রকাশক মাহফুজ আনামের পক্ষে যুগ্ম সম্পাদক আশা মেহরীন আমিন স্বাগত বক্তব্যে বলেন, ‘ডেইলি স্টার একটি সৎ, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ সরকারে বিশ্বাস করে, যারা আমাদের মৌলিক অধিকারগুলো সমুন্নত রাখবে। এটি শুধু একটি নির্বাচিত সরকারের অধীনেই সম্ভব, যা কেবল একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই সম্ভব হবে। তবে আমরা এটাও জানি যে, সরকার যতই চেষ্টা করুক না কেন, এটা সম্ভব করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিক সহযোগিতার প্রয়োজন।’

আশা মেহরীন আমিন আরও বলেন, ‘এখন থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কাজ করার এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর নির্বাচনের জন্য সবকিছু করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।’

অনুষ্ঠানে অংশ নেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার, টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান, নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান শিরীন পারভীন হক, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের আহ্বায়ক ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, অধ্যাপক গীতি আরা নাসরীন, অধ্যাপক নাভিন মুর্শিদ, নাগরিক অধিকারকর্মী মিজানুর রহমান প্রমুখ।

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন বহুদলীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে: হাসনাত

ঢাকা ডেস্ক



হাসনাত আবদুল্লাহ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের চর্চাকে শক্তিশালী করবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে এ মন্তব্য করেন তিনি।

হাসনাত লিখেছেন, ‘প্রায় দেড় যুগের নির্বাসন ভেঙে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে ব্যক্তিগত কিংবা সাংগঠনিক অর্জনে সীমাবদ্ধ করতে নয়, বরং বাংলাদেশের ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবেই মূল্যায়ন করতে চাই। জনাব তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন প্রমাণ করে একজন বাংলাদেশি নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতার নিজ ভূমিতে ফেরার অধিকারকে রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের মাধ্যমেও ঠেকিয়ে রাখা যায় না। স্বৈরাচার যত শক্তিশালীই হোক জনগণের রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তিকে চিরতরে দমিয়ে রাখতে পারে না।’

ফেসবুক পোস্টে হাসনাত আরও লিখেছেন, ‘রাজনৈতিক ভিন্নমতের কারণে জনাব তারেক রহমান ও তাঁর পরিবার যেভাবে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, দীর্ঘ নির্বাসনে বাধ্য হয়েছেন, তা গত দেড় দশকের কর্তৃত্ববাদী শাসনের এক উন্মুক্ত দলিল। তবে মনে রাখা জরুরি এই প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছে হাজারো শহীদের রক্ত, অসংখ্য আহতের ত্যাগ এবং গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে। এই বাস্তবতা ক্ষমতার নয়, বরং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত লড়াইয়ে প্রাপ্ত বাস্তবতা।’

অভ্যুত্থান-পরবর্তী আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরে হাসনাত লিখেছেন, ‘অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে আমরা এমন একটি বাংলাদেশ চাই, যেখানে ভিন্নমত কোনো অপরাধ নয় বরং অধিকার, যেখানে রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে কাউকে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হতে হবে না, বরং রাষ্ট্রই তার সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। নতুন বাংলাদেশে গণতন্ত্র শুধু নির্বাচনের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকবে না, বরং গণতন্ত্র হয়ে উঠবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠিত হওয়ার অধিকার এবং রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ন্যায্য পরিবেশ নিশ্চিত করার সংজ্ঞা।

বিগত দেড় দশকের অবরুদ্ধ রাজনৈতিক পরিসর ভেঙে আজ আমরা যে মুক্ত বাংলাদেশের পথে হাঁটছি, সেখানে আইনের শাসন ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লড়াই।

দেশের মাটি স্পর্শ করলেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশের মাটিতে

বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। বিমানবন্দরে তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতারা। তারেক রহমানকে জড়িয়ে ধরে কুশল বিনিময় করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা চলার সময় শাশুড়ি সৈয়দা ইকবাল মান্দ বানুর সঙ্গেও দেখা করেন তারেক রহমান। জামাতাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেন ইকবাল মান্দ বানু।

বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ভবন থেকে বের হয়েই সবাইকে অবাক করে দিয়ে জুতা-মোজা খুলে পাশের কেয়ারি করা ফুলবাগানে ঢুকে যান তারেক রহমান। স্পষ্টতই আবেগাপ্লুত বিএনপি নেতা হাতে তুলে নেন একমুঠো ‘দেশের মাটি’। তাঁর এ আবেগ অনেককে স্পর্শ করে যায়।

তারেক রহমানকে বহনকারী উড়োজাহাজটি ঢাকায় অবতরণের আগে গতকাল সকালে সিলেটের ওসমানী বিমানবন্দরে পৌঁছায়। তারও কিছু আগে, বাংলাদেশের আকাশসীমায় পৌঁছানোর পরই নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে উড়োজাহাজের জানালায় দৃষ্টি রাখা একটি ছবি পোস্ট করেন তারেক রহমান। ছবির ক্যাপশন দেন, ‘দীর্ঘ ৬ হাজার ৩১৪ দিন পর বাংলাদেশের আকাশে!’ সিলেটে সোয়া ঘণ্টা যাত্রাবিরতির সময় উড়োজাহাজের ভেতরেই ছিলেন তিনি। সিলেটে থাকতেই ফেসবুকে হাস্যোজ্জ্বল সস্ত্রীক আরেকটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, ‘অবশেষে সিলেটে, বাংলাদেশের মাটিতে!’

শাহজালাল বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জ থেকে মোবাইল ফোনে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে কথা বলেন তারেক রহমান। দেশে ফেরা উপলক্ষে সব ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানান।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নিরাপত্তায় নেতাকর্মীদের ভিড় ঠেলে তাকে বহনকারী বাসটি পৌঁছায় তিনশ ফিটের সংবর্ধনা মঞ্চে, যেখানে তাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পূর্বাচলে জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়ে সড়কে স্থাপিত সংবর্ধনা মঞ্চে উঠে নেতা-কর্মীদের হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান তারেক রহমান। সেখানে বেশির ভাগ নেতা–কর্মীদের হাতে ছিল তারেক রহমানে ছবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড। মাথায় রঙিন ক্যাপ এবং টি-শার্ট পড়ে অনেকেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এরপর প্রিয় বাংলাদেশ—তিনি বক্তৃতা শুরু করেন ঠিক এভাবেই।

ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে দলের জ্যেষ্ঠ নেতারাও মঞ্চে ওঠেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের মাটিতে স্বাগত জানান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তারেক রহমানের দেশে ফেরার মুহূর্তকে ‘আনন্দের দিন’ আখ্যা দেন তিনি। এরপর দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদের ঘোষণার পর বক্তৃতা শুরু করেন তারেক রহমান। সাড়ে ১৬ মিনিটের বক্তৃতায় জনগণের জন্য কল্যাণকর ও নিরাপদ এক বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনার কথা জানান তিনি।

সংবর্ধনার আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে সূচি অনুযায়ী গতকাল বিকেলে মা ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে এভারকেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশে যাত্রা করে তারেক রহমানের গাড়িবহর। পথে জনতার ভিড় ঠেলে ধীরগতিতে দীর্ঘ সময় নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছাতে হয়। গুরুতর অসুস্থ মায়ের পাশে এক ঘণ্টার বেশি সময় কাটান তিনি এবং তাঁর চিকিৎসার খোঁজখবর নেন।

এরপর হাসপাতাল থেকে রাজধানীর গুলশানের বাসভবনের উদ্দেশে রওনা হন তারেক রহমান। রাত ঠিক সাড়ে ৮টায় সপরিবারে বাসায় পৌঁছান তিনি। খালেদা জিয়ার গুলশান অ্যাভিনিউর বাসা ‘ফিরোজা’র পাশের একটি বাসা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। এখন থেকে সেখানেই পরিবার নিয়ে থাকবেন তিনি। গতকাল ওই বাড়ির সামনের সড়ক বন্ধ করে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাবেষ্টনী তৈরি করেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে হাসপাতাল ও গুলশানের বাসার সামনেও জড়ো হয়েছিলেন দলের বহু নেতা-কর্মী ও শুভানুধ্যায়ী।

২০০৭ সালে সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তারেক রহমানকে। কারামুক্তির পর ২০০৮ সালে চিকিৎসার জন্য পরিবারসহ লন্ডনে যান তিনি। এরপর থেকেই বিদেশে অবস্থান করতে বাধ্য হন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। তারেক রহমানের দেশে ফেরার বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল।

দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসন জীবন কাটিয়ে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকাল ১১টা ৪৪ মিনিটে বিমান থেকে নামেন তারেক রহমান। এরপর ইমিগ্রেশন পার হয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তিনি। তাঁর পরিবারের সদস্যরাও এ সময় বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

পোস্টাল ভোটের জন্য নিবন্ধনের সময় বাড়ল

ঢাকা অফিস

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে নিবন্ধনের সময় বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বুধবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

সচিব বলেন, ‘আমাদের পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে নিবন্ধনের সময়সীমা ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। এটা বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। যারা নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় এখনো অংশগ্রহণ করেননি তাঁরা অনুগ্রহ করে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন।’

সচিব আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুরোধ করেছি আগামী শনিবার তফসিলি ব্যাংকগুলোকে খোলা রাখতে। যাতে নমিনেশন পেপার সাবমিশনের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়, ব্যাংকের ট্রানজেকশনের কোনো বিষয় থাকলে সেটা যেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা বা তাঁদের এজেন্টরা ঠিকমত সম্পন্ন করতে পারেন।’

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সংবর্ধনায় আচরণবিধি লঙ্ঘন হবে কিনা? সেইগুলো নির্বাচন কমিশন দেখভাল করবেন কিনা? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, ‘সেটি রিটার্নিং অফিসার দেখবেন।’

এদিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দিতে এখন পর্যন্ত ৬ লাখ ৭২ হাজার ১২ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন। প্রবাসী বাংলাদেশি ছাড়াও নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং নিজ এলাকার বাইরে অবস্থানরত সরকারি চাকরিজীবীরা ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন করছেন।

ইতিমধ্যে প্রবাসীদের কাছে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। গত পাঁচ দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১ লাখ ৬৮ হাজার ৯০০ জন প্রবাসী ভোটারের কাছে ব্যালট পাঠানো হয়েছে।

ইসির ওয়েবসাইটে বুধবার সকাল ১১টার তথ্য অনুযায়ী, নিবন্ধনকারীদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ লাখ ২১ হাজার ৮০০ জন এবং নারী ভোটার ৫০ হাজার ২১০ জন।

প্রবাসীদের মধ্যে সৌদি আরব থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ ৪৯ হাজার ৯১৬ জন নিবন্ধন করেছেন। এছাড়া কাতারে ৫৬ হাজার ১৪৪ জন, ওমানে ৪১ হাজার ৭৩৭ জন, মালয়েশিয়ায় ৩৯ হাজার ১০৫ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৩০ হাজার ১০০ জন, যুক্তরাষ্ট্রে ২৪ হাজার ৮৪৯ জন, কুয়েতে ২২ হাজার ১২৩ জন, যুক্তরাজ্যে ২০ হাজার ২০৯ জন ও সিঙ্গাপুরে ১৭ হাজার ৩৪৬ জন নিবন্ধন করেছেন। অন্যদিকে, দেশে অবস্থানরত ভোটারদের মধ্যে ‘ইন কান্ট্রি পোস্টাল ভোট’ ক্যাটাগরিতে নিবন্ধন করেছেন ১ লাখ ৫৫ হাজার ৭৫০ জন।

ব্যালট পাঠানো শুরু

শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে প্রবাসীদের কাছে ব্যালট পাঠানো শুরু হয়েছে। আগামী ২১ জানুয়ারি প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ দেবে ইসি। প্রতীক বরাদ্দের পর ভোটাররা অ্যাপ বা ওয়েবসাইটে প্রার্থীর তালিকা দেখতে পাবেন এবং নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যালট পেপারে প্রতীকের পাশে ফাঁকা ঘরে টিক বা ক্রস চিহ্ন দিয়ে ভোট দিতে পারবেন।

সালীম আহমাদ খান জানান, প্রবাসীদের কেউ যদি (আগে থেকে প্রার্থীর বিষয় নিশ্চিত হয়ে) প্রতীক বরাদ্দের আগে ভোট দেন সেক্ষেত্রে তার ভোট বাতিল হবে না। তবে নিয়ম অনুযায়ী প্রতীক বরাদ্দ হওয়ার পর প্রার্থী দেখে ভোট দেবেন প্রবাসীরা।

প্যাটারসন সিটি কাউন্সিল অ্যাট-লার্জ নির্বাচনে গিলম্যান চৌধুরীর প্রার্থিতা ঘোষণা

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউজার্সির প্যাটারসনের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা, সাবেক সেনাসদস্য গিলম্যান চৌধুরী প্যাটারসন সিটি কাউন্সিলের অ্যাট-লার্জ আসনে প্রার্থিতা ঘোষণা করেছেন। তিনি প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে জানান, কমিউনিটির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিমূলক নেতৃত্বই তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য।

গিলম্যান চৌধুরী বলেন, “আমি নির্বাচনে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি কারণ আমি আমাদের কমিউনিটিকে গভীরভাবে ভালোবাসি এবং বিশ্বাস করি—সিটি কাউন্সিলে এমন নেতৃত্ব প্রয়োজন, যারা মানুষের কথা শুনবে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেবে। বহু বছর ধরে আমি শহরের নানা কাজে যুক্ত আছি। এখন মনে হচ্ছে, আরও বড় পরিসরে সেবা দেওয়ার সময় এসেছে।”

সম্মানজনকভাবে অবসরপ্রাপ্ত যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর এই সদস্যের রয়েছে ১৪ বছরের বেশি জনসেবার অভিজ্ঞতা। তিনি প্যাটারসন পাবলিক স্কুলসের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি জেলা প্রশাসনের ডিপার্টমেন্ট অব ফ্যামিলি অ্যান্ড কমিউনিটি এনগেজমেন্টে ডিরেক্টর অব ফুল-সার্ভিস আউটরিচ অ্যান্ড স্পেশাল প্রজেক্টস হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই দায়িত্বে তিনি বিভিন্ন টিম তত্ত্বাবধান, পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সহায়তামূলক কর্মসূচি সমন্বয় করছেন।

গিলম্যান চৌধুরী আরও বলেন, “আমি সিটি কাউন্সিল অ্যাট-লার্জে প্রার্থী হয়েছি কারণ প্যাটারসনের ভবিষ্যৎ আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এমন নেতৃত্ব দরকার, যারা মনোযোগ দিয়ে শোনে, সততার সঙ্গে কাজ করে এবং প্রতিটি সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিকে অগ্রাধিকার দেয়।”



গিলম্যান চৌধুরীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে ২০২০ সালে স্বল্প সময়ের জন্য সেকেন্ড ওয়ার্ড কাউন্সিলম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন। সে সময় তিনি করদাতাদের বোঝা কমাতে শেয়ার্ড সার্ভিস চুক্তির পক্ষে কথা বলেন এবং কমিউনিটি সম্পৃক্ততা বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগে সমর্থন দেন। এছাড়া তিনি প্যাটারসন পাবলিক স্কুলস ও মন্টক্লেয়ার স্টেট ইউনিভার্সিটির ফেডারেল আপওয়ার্ড বাউন্ড প্রোগ্রামের মাধ্যমে কমিউনিটি আউটরিচ ও যুব উন্নয়ন কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে তিনি উইলিয়াম প্যাটারসন ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ, ইউনিভার্সিটি অব অ্যারিজোনা থেকে মাস্টার অব লিগ্যাল স্টাডিজ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। পাশাপাশি মন্টক্লেয়ার স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ও হিউম্যান হেলথ এডুকেশনে গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট রয়েছে তাঁর। বর্তমানে তিনি এজউড ইউনিভার্সিটিতে ডক্টরেট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডিবিএ) ডিগ্রির জন্য অধ্যয়নরত।

নিজের নির্বাচনী অগ্রাধিকার হিসেবে গিলম্যান চৌধুরী উল্লেখ করেন—জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো, অর্থনৈতিক সুযোগ সম্প্রসারণ এবং প্যাটারসনের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়ন। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে সিটি প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করার ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, “মানুষের কাছে গিয়ে, তাদের অবস্থান থেকে কথা শুনে এবং সরাসরি মতামত দেওয়ার সুযোগ তৈরি করলেই এমন সমাধান পাওয়া সম্ভব, যা সত্যিকার অর্থে কমিউনিটির চাহিদা প্রতিফলিত করবে।”

প্যাটারসনে প্রায় দুই দশকের সম্পৃক্ততার সময়কালে তিনি যুব মেন্টরিং, শিক্ষামূলক কার্যক্রম থেকে শুরু করে কোভিড-১৯ মহামারির সময় স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগেও কাজ করেছেন। তাঁর ভাষায়, এসব অভিজ্ঞতা তাঁকে শিখিয়েছে—শহরের মানুষের প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত নেতৃত্ব কতটা প্রয়োজন।

গিলম্যান চৌধুরী বলেন, “আমার প্রচারণার মূল কথা একটাই—আজ যারা এখানে বড় হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যারা প্যাটারসনের বাসিন্দা হবে, তাদের জন্য যেন উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা যায়। আমি আপনাদের কণ্ঠস্বর হতে চাই—প্যাটারসনের কণ্ঠস্বর, পরিবর্তনের কণ্ঠস্বর। আসুন, একসঙ্গে আমাদের শহরকে আরও ভালো করে গড়ে তুলি।”

এই আসনে তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে রয়েছেন কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট ডা. লিলিসা মিমস, কাউন্সিলউইম্যান-অ্যাট-লার্জ মার্টিজা ডেভিলা, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট কেসি মেলভিন, কিম ফ্রিম্যান ও এডি অলিভারেস। এছাড়া আরও কয়েকজন সম্ভাব্য প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বর্তমান কাউন্সিলম্যান-অ্যাট-লার্জ মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন, যাঁর আসনটিও এবারের নির্বাচনে ভোটে যাবে, তিনিও পুনরায় নির্বাচনে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। তবে তিনি এখনো কোন পদে প্রার্থী হচ্ছেন, তা স্পষ্ট করেননি।

উল্লেখ্য, সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান গিলম্যান চৌধুরী। প্যাটার্সনে বসবাসরত নিজের এলাকার বিপুল সংখ্যক লোকজনের সাথে তাঁর নিত্যদিনের সম্পর্ক আগামী নির্বাচনে তাঁকে বিজয়লাভে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী



এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ফ্যাক্স সার্ভিস ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২



মিশিগানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের নতুন কার্যকরী কমিটি

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের নতুন কার্যকরী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠন এবং নতুন কমিটির কাছে দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে। গত ২০ ডিসেম্বর (শনিবার) রাতে ওয়ারেন সিটির একটি রেস্টুরেন্টে বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০২৬-২৭ মেয়াদে কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন কাজী এবাদুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন প্রদ্যুন্ন চন্দ।

এসময় পূর্বের কমিটি নতুন কমিটির কাছে দায়িত্বভার অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ মঈন দিপু এবং সভা পরিচালনা করেন সালাউদ্দিন মুরাদ। অনুষ্ঠানে সংগঠনের বিভিন্ন নের্তৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন অব মিশিগানের নতুন কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য পদে নির্বাচিতরা হলেন সহ-সভাপতি পদে যথাক্রমে মোঃ নজরুল ইসলাম, সাইয়েদা শিরিন সুলতানা এবং জিয়াউল আলম, যুগ্ম সেক্রেটারি সালাউদ্দিন মুরাদ, অতিরিক্ত সেক্রেটারি এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হোসেন চৌধুরী, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক, রতন বড়ুয়া, এডুকেশন সেক্রেটারি আমিনুল হক, তথ্য ও প্রচার সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রুনা কোরেশী। মেম্বার এট লার্জ হিসেবে নির্বাচিতরা হলেন ওলিউর রহমান, মোস্তফা কামাল, মাইকেল মহসিন, রেজাউল চৌধুরী, লুৎফুর রহমান এবং মোঃ আফতাব। দুই বছর মেয়াদি উপদেষ্টা পরিষদে যারা স্থান পেয়েছেন তারা হলেন মোঃ কামরুল হাসান, এস এম হাসান ইকবাল, ইকবাল আহমেদ, অরবিন্দু চৌধুরী মৃদুল, সালা উদ্দিন আহমেদ, মিল্টন বড়ুয়া, সাহেদুল ইসলাম এবং সৈয়দ মঈন।

উল্লেখ্য, সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে কমিউনিটির বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, দেশে বন্যা, করোনাকালীন সময়ে সাহায্য সহযোগিতা করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

জমিয়তে উলামাকে যে ৪টি আসন ছেড়ে দিল বিএনপি

ঢাকা ডেস্ক

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জমিয়তে উলামায়ে বাংলাদেশের সঙ্গে বিএনপির আসন সমঝোতা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বিএনপি চারটি আসন ছেড়ে দিয়েছে।

এসব আসনে বিএনপি কোনো প্রার্থী দেবে না বলে জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মঙ্গলবার দুপুরে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে জমিয়তের জন্য আসন সমঝোতার কথা জানান তিনি।

যেসব আসনে ছাড় সমঝোতা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের আমির উবায়দুল্লাহ ফারুক সিলেট-৫, দলের মহাসচিব মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী নীলফামারী-১, জুনায়েদ আল হাবিব ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২, মনির হোসেন কাসেমী নারায়ণগঞ্জ-৪ প্রার্থী হবেন।

উল্লেখ্য, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির আন্তর্জাতিক–বিষয়ক সহসম্পাদক রুমিন ফারহানা। দলীয় মনোনয়ন না পেলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

Tax & Immigration Services



Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e-file

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES



আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি



(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫



ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218



মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ইউএসএ-বিডি সনোগ্রাফার সোসাইটির সম্মেলন

ডেস্ক রিপোর্ট

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ২১ ডিসেম্বর নিউইয়র্কের বৈশাখী রেস্টুরেন্টে ইউএসএ-বিডি সনোগ্রাফার সোসাইটি ইনক-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বাংলাদেশি সনোগ্রাফারদের ঐক্য, পেশাদারিত্ব ও সম্মিলিত অগ্রগতির লক্ষ্যে সম্প্রতি স্বীকৃত এই সংগঠনটি প্রবাসী স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে ইতোমধ্যেই প্রশংসিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন এবং জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ডা. খালেদ ইকবাল। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ডা. মোহাম্মদ সাব্বির হোসেন, আরডিএমএস ও আরভিটি, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি ল্যাংগুন হাসপাতাল। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা. মোহাম্মদ আইয়ুব হোসাইন, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ও ফ্যাকাল্টি, ডিএমএস, নিউইয়র্ক মেডিকেল ক্যারিয়ার ট্রেনিং সেন্টার; ডা. কালাম চৌধুরী, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, কার্ডিওভাসকুলার সোনোগ্রাফি; ডা. রতনেশ্বর সাহা, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, কার্ডিওভাসকুলার সোনোগ্রাফি, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক; হেলি রফিক চৌধুরী, জেনারেল সোনোগ্রাফার, ব্রাঞ্চ লেবানন হাসপাতাল; ডা. আব্দুল হক, ভাসকুলার সোনোগ্রাফার, ব্রুকডেল ডেল হাসপাতাল; ডা. মোহাম্মদ ইখতিয়ার উদ্দিন, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ও ইন্সট্রাক্টর, নিউইয়র্ক মেডিকেল ক্যারিয়ার ট্রেনিং সেন্টার; ডা. সাঈদ ইকবাল কবির, ডা. বদরুল আলম, মৌসুমী ফাতেমা খান (ব্রেস্ট সনোলজিস্ট, কলম্বিয়া হাসপাতাল), জেবুন্নেছা জোৎস্না (এআরডিএমএস, আরডিসিএস) ও ডা. সুলতানা রিমাসহ আরও অনেকে।

আলোচনা সভায় বক্তারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তাঁরা বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ছিল সমগ্র বাঙালি জাতির সংগ্রাম। দেশ-বিদেশে জাতীয় দিবসগুলো উদযাপনের মাধ্যমে দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাগ্রত রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বক্তারা মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ এবং বিজয়ের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডা. এম আইয়ুব হোসেন তাঁর বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধকালীন ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করেন।

শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বিজয় দিবস উপলক্ষে চবি এলামনাই এসোসিয়েশন স্মরণসভা

নিউইয়র্ক

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

নিউইয়র্কে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন উত্তর আমেরিকা ইনকের উদ্যোগে এবং সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বিজয় দিবস শীর্ষক স্মরণসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার সন্ধ্যায় কুইন্স প্যালেস মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সেই সুরে সুরে মিলনায়তন যেন মুহূর্তেই ফিরে যায় একাত্তরের উত্তাল দিনে। তারপর শহীদ বুদ্ধিজীবী ও শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিজয় দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা পর্বে বক্তারা স্মরণ করিয়ে দেন আত্মত্যাগের সেই ইতিহাস, যা একটি জাতিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তি দিয়েছে। তাঁরা বলেন, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে এই ইতিহাস পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদেরই।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাবিনা শারমিন নিহার, সাধারণ সম্পাদক মীর কাদের রাসেল এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক এহসান জুয়েল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা অধ্যাপক এ কে আখতার হোসেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শামীম আরা বেগম ও সাধারণ সম্পাদক তামান্না শবনম পাপড়ী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফতেহ নুর বাবু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম এস আলম ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সরকার এবং শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিজানুর রহমান।



আরো বিশেষ বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি মোল্লা মনিরুজ্জামান ও স্বপন বড়ুয়া, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি আকতার আহমেদ রাশা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা মুহাম্মদ আবদুল আজিজ নঈমী, সাপ্তাহিক বাঙালির সম্পাদক কৌশিক আহমেদ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান হোসাইন কবির।

অনুষ্ঠানের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্বে মুক্তিযুদ্ধোত্তর সম্মর্ধনা জানানো হয় বীর মুক্তিযোদ্ধা, সুরকার ও গীতিকার তাজুল ইমাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা দেবু চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা খুরশিদ আনোয়ার বাবলু এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউল হাসান কিসলুকে। তাঁদের উপস্থিতি ও সম্মাননা পুরো মিলনায়তনকে এনে দেয় গভীর শ্রদ্ধা ও নীরব গর্বের আবহ।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সার্বিক সহযোগিতা করেন ফারজিন রাকীবা। প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন মুহাম্মদ আবদুল আজিজ নঈমী ও আকতার আহমেদ রাশা। নতুন প্রজন্মের পরিবেশনায় গানে অংশ নেন আলভান চৌধুরী, জারিন মাইশা, রুদ্রনীল দাশ রুপাই এবং নৃত্যে ফাসির কবির কাব্য, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানের ফাঁকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মুক্তনীড় ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মোড়ক উন্মোচন করেন মুক্তনীড়ের প্রধান সম্পাদক ওয়াহিদুজ্জামান বকুল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি সাবিনা শারমিন নিহার, সাধারণ সম্পাদক মীর কাদের রাসেল এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক এহসান জুয়েল।

সবশেষে মহিতোষ তালুকদার তাপসের পরিচালনায় পরিবেশিত হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান "দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা"। তবলায় সঙ্গত করেন স্বপন দত্ত, মন্দিরায় শহীদ উদ্দিন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কে সি মণ্ড এবং শব্দে সায়েম।

অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্ত আসে যখন বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম পরিবেশন করেন তাঁর কথা-কবিতা ও গান "মন বিবাগী ভাব তরঙ্গে"। তবলায় সঙ্গত করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা দেবু চৌধুরী। সেই পরিবেশনা যেন সময়কে থামিয়ে দেয়, দর্শকদের নিয়ে যায় স্মৃতি আর আত্মত্যাগের গভীরে।

সবশেষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাবিনা শারমিন নিহারের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। আয়োজকরা জানান, প্রবাসে বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের স্মরণসভা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.



RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

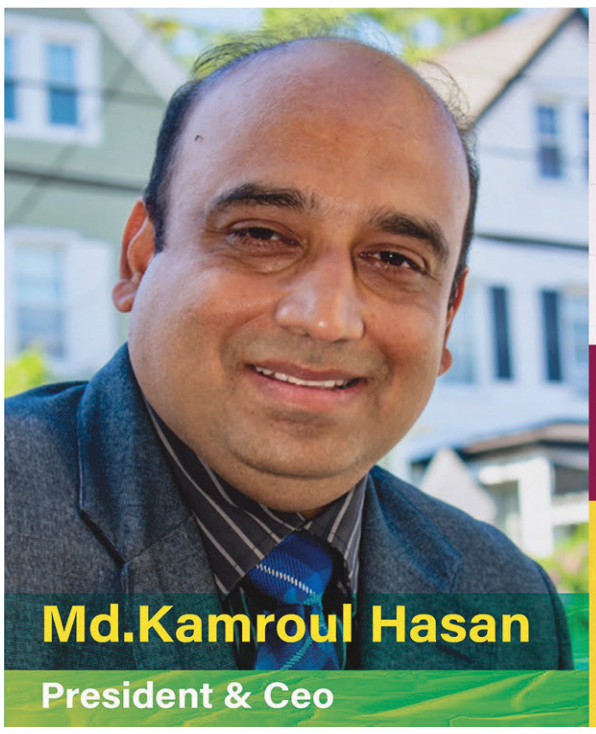
MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com



Md.Kamroul Hasan
President & Ceo

YOURHOMESOLD GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT
আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

HASAN TAXI SERVICES INC





পাবলিক চার্জ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক সিটির একযোগে প্রতিবাদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

গ্রিন কার্ড আবেদনকারীদের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বলে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ফেডারেল 'পাবলিক চার্জ' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে নিউইয়র্ক সিটির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। সিটি হেলথ ডিপার্টমেন্ট, মেয়রের অভিবাসন বিষয়ক দপ্তর (এমওআইএ), এনওয়াইসি হেলথ + হসপিটালস এবং ডিপার্টমেন্ট অব সোশ্যাল সার্ভিসেস এক যৌথ বিবৃতিতে জানায়, এই প্রস্তাব অভিবাসী নিউইয়র্কারদের স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও আবাসন ব্যবস্থাকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

সংস্থাগুলোর মতে, প্রস্তাবটি মেডিকেইড, স্ন্যাপ ও সরকারি আবাসন সহায়তার মতো জরুরি সামাজিক সেবা ব্যবহারের জন্য অভিবাসীদের শাস্তির মুখে ফেলতে পারে। এতে অনেক অভিবাসী ভয়ের কারণে বৈধ ও প্রয়োজনীয় সুবিধা গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারেন, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে জনস্বাস্থ্য ও নগর অর্থনীতির ওপর। কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলেছেন, এর ফলে বৈধভাবে গ্রিন কার্ড পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও জটিল ও অনিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে।

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ জোর দিয়ে জানিয়েছে, প্রস্তাবটি এখনো কার্যকর হয়নি এবং বর্তমানে সিটি ও অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে সেবা গ্রহণের নিয়মে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তারা অভিবাসীদের বিভ্রান্ত না হয়ে প্রাপ্য স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য সহায়তা ও আবাসন সুবিধা গ্রহণ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে এই প্রস্তাবকে অভিবাসীবিরোধী বৃহত্তর নীতির অংশ হিসেবে উল্লেখ করে এর বিরুদ্ধে আইনি ও নীতিগতভাবে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সিটি প্রশাসন।



আপার ডার্বিতে সংবর্ধনায় এস অ্যান্ড আর অ্যান্ড ফ্রেন্ডসের অসাধারণ পরিবেশনা

রোকেয়া দীপা

পেনসিলভেনিয়ার আপার ডার্বিতে অবস্থিত ঢাকা ক্লাবে ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত এক কমিউনিটি অ্যাপ্রিসিয়েশন পার্টিতে দুর্দান্ত পরিবেশনা উপহার দেয় এস অ্যান্ড আর অ্যান্ড ফ্রেন্ডস ব্যান্ড। সম্প্রতি টাউনশিপ ট্রেজারার হিসেবে নির্বাচিত হওয়া সায়েদুজ্জামান ড্যানির আয়োজনে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সাফল্য ও সাংস্কৃতিক গর্ব উদযাপন করা হয়। মূলধারার আমেরিকান রাজনীতিতে একজন বাংলাদেশি আমেরিকানের নির্বাচিত হওয়াকে ঘিরে বিপুল সংখ্যক কমিউনিটি সদস্য এতে অংশ নেন।

নিউ জার্সি ভিত্তিক ব্যান্ড এস অ্যান্ড আর পেনসিলভেনিয়ার শ্রোতাদের কাছে নতুন নয়। চলতি বছরের শুরুতে তারা গ্রেটার ফিলাডেলফিয়া এক্সপো সেন্টারে নগর বাউল জেমসের সঙ্গে ওপেনিং পারফর্ম করে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। ফিলাডেলফিয়া এলাকায় তাদের এবারের পরিবেশনাও সেই প্রত্যাশা পূরণ করে।

কনসার্টের শুরুতেই দ্য ট্র্যাপ ব্যান্ডের জনপ্রিয় গান "স্বার্থপর" দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে তারা। চমৎকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ও সুসংগঠিত কণ্ঠসজ্জায় পুরো শ্রোতারা গানে গলা মেলান। এরপর একের পর এক জনপ্রিয় বাংলা রক ও আধুনিক ক্লাসিক পরিবেশন করা হয়—মাইলসের "পাহাড়ি মেয়ে," এলআরবি'র "সেই তুমি" ও "ঘুম ভাঙা শহর," জেমসের "তারায় তারায়" ও "বিবাগী," আর্কের "এত কষ্ট কেন ভালোবাসায়," ডিফারেন্ট টাচের "শ্রাবণের মেঘ," বাপ্পা মজুমদারের "বাজি," ওয়ারফেজের "মনে পড়ে" ও "পূর্ণতা," এবং অ্যান্ড্রু কিশোরের "ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে," সহ আরও অনেক গান। রাতের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত আসে অর্থহীনের "অদ্ভুত সেই ছেলেটি" পরিবেশনার সময়।

ব্যান্ড কর্তৃপক্ষ জানায়, এস অ্যান্ড আর অ্যান্ড ফ্রেন্ডসের সদস্য শোভন একসময় অর্থহীনের সদস্য ছিলেন এবং এই জনপ্রিয় গানের একজন কণ্ঠশিল্পী। ২৫ বছর পর প্রথমবারের মতো মঞ্চে গানটি গেয়ে দর্শকদের আবেগাপ্লুত করে তোলেন তিনি।

কনসার্টের সমাপ্তি ঘটে ওয়ারফেজের "বসে আছি একা" গানের ইলেকট্রিফায়িং পরিবেশনার মাধ্যমে। পুরো অনুষ্ঠানে রাজীব ও শোভন দর্শকদের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত অথচ সুচারুভাবে পরিকল্পিত যোগাযোগ বজায় রেখে পরিবেশনা উপভোগ্য করে তোলেন।

সব মিলিয়ে এস অ্যান্ড আর অ্যান্ড ফ্রেন্ডস আবারও একটি স্মরণীয় পরিবেশনা উপহার দেয়। দর্শকদের আরও ভবিষ্যৎ পরিবেশনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্যান্ড জানায়, ট্রাই-স্টেট এলাকার সেরা শ্রোতাদের অন্যতম হলো ফিলাডেলফিয়ার দর্শকরা।

আয়োজক নিউ হোপ হোম কেয়ার এর স্বত্বাধিকারী সায়েদুজ্জামান ড্যানি তার বক্তব্যে আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে উৎসাহিত করেন। এসময় কারো কোনো গাইডেন্সের দরকার হলে তিনি তা দেবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এস এন্ড আর ব্যান্ডের এক বড় ফ্যান ড্যানি বলেন এধরণের পারফরম্যান্স সহসা দেখা যায় না।

অনুষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাও ছিল প্রশংসনীয়—খাবার ছিল চমৎকার, ভেন্যু ছিল আরামদায়ক, আর সাউন্ড ছিল নিখুঁত, যার কৃতিত্ব সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার রুডি'র। ব্যান্ডের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন—কিবোর্ড ও ভোকালে রাজীব রাসেল, গিটার ও ভোকালে শোভন, ফিলাডেলফিয়ার নিজস্ব সাকিব গিটার ও ব্যাকিং ভোকালে, বেস ও ব্যাকিং ভোকালে নাইম, এবং ড্রামসে ড্যানি উইলিয়ামস।

আমেরিকায় ইমিগ্রেশন স্থগিত রাখার তালিকা বাড়ছে

বিশেষ প্রতিনিধি

ট্রাম্প প্রশাসন আরও ২০ দেশের নাগরিকদের অভিবাসন মামলার কার্যক্রম স্থগিত করেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চলতি সপ্তাহে যে 'ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা' ঘোষণা সম্প্রসারণ করেছেন, তার আওতায় আরও ২০টি দেশের নাগরিকদের করা বৈধ অভিবাসন আবেদন কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তে মূলত আফ্রিকা ও এশিয়ার কয়েকটি দেশের অভিবাসীরা বেশি প্রভাবিত হচ্ছেন। এতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত অনেক বৈধ অভিবাসীও পড়ছেন, যারা বর্তমানে নিজের অভিবাসন মর্যাদা পরিবর্তন বা নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন।

ডিসেম্বরের শুরুতে ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা দপ্তর (ইউএসসিআইএস)-কে নির্দেশ দেয়, জুন মাসে ঘোষিত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ১৯টি দেশের নাগরিকদের করা সব ধরনের অভিবাসন আবেদন—নাগরিকত্ব ও স্থায়ী বসবাসের আবেদনসহ—সম্পূর্ণভাবে স্থগিত রাখতে। এই আদেশটি সাধারণভাবে 'ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা' নামে পরিচিত।

থ্যাঙ্কসগিভিং সপ্তাহে ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল গার্ড সদস্য নিহত হওয়ার ঘটনার পর একাধিক কঠোর অভিবাসন পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই হামলাটি একজন আফগান নাগরিক চালিয়েছিলেন। এর পর আফগান নাগরিকদের সব আশ্রয়সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং তাদের অভিবাসন ও ভিসা আবেদন প্রক্রিয়াও স্থগিত করা হয়।

এই সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার আওতা বাড়িয়ে আরও ২০টি দেশ যুক্ত করেন। এর মধ্যে ৫টি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং আরও ১৫টি দেশের ক্ষেত্রে আংশিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মার্কিন কর্মকর্তা সিবিএস নিউজকে জানান, মঙ্গলবার ঘোষিত নতুন দেশগুলোর নাগরিকদের ক্ষেত্রেও ইউএসসিআইএস অভিবাসন মামলা স্থগিতের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে।

সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার আওতায় নতুন করে পড়েছে—বুরকিনা ফাসো, মালি, নাইজার, দক্ষিণ সুদান ও সিরিয়া।

আংশিক নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে—অ্যাঙ্গোলা, অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, বেনিন, কোট দিভোয়ার, ডোমিনিকা, গ্যাবন, গাম্বিয়া, মালাউই, মৌরিতানিয়া, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, তানজানিয়া, টোঙ্গা, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ে।

এর আগে যেসব দেশের নাগরিকদের অভিবাসন মামলা স্থগিত ছিল, তারা হলেন—আফগানিস্তান, বুরুন্ডি, চাদ, কিউবা, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লিবিয়া, লাওস, মিয়ানমার, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, সুদান, টোগো, তুর্কমেনিস্তান, ইয়েমেন ও ভেনেজুয়েলা। সর্বশেষ ঘোষণায় লাওস ও সিয়েরা লিওনের নাগরিকদের ওপর পূর্ণ প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, যেগুলো আগে আংশিক নিষেধাজ্ঞার আওতায় ছিল।

সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে ইউএসসিআইএস পরিচালক জোসেফ এডলো এই সম্প্রসারণের ইঙ্গিত দেন। তিনি লেখেন, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে—এমন যেকোনো ব্যক্তিকে, যেকোনো দেশ থেকে আসুক না কেন, ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। যার মধ্যে প্রেসিডেন্টের সর্বশেষ ঘোষণায় চিহ্নিত দেশগুলোর নাগরিকরাও রয়েছেন। সব মিলিয়ে ট্রাম্পের সর্বশেষ ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আফ্রিকার ৬০ শতাংশের বেশি দেশ এবং বিশ্বব্যাপী মোট দেশের প্রায় ২০ শতাংশের নাগরিকদের প্রভাবিত করছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেছেন, এসব কঠোর পদক্ষেপ জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর নাগরিকদের যথাযথভাবে যাচাই করা সম্ভব কি না—সে বিষয়ে উদ্বেগ থেকেই নেওয়া হয়েছে। তবে সমালোচকদের মতে, এই নীতি বৈষম্যমূলক, কারণ এতে মূলত আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোকেই লক্ষ্য করা হয়েছে।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব



অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

নিরাপত্তা পরিষদে বাগ্‌যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা আবারও শুরু করার ইস্যুতে গতকাল মঙ্গলবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তারা সরাসরি আলোচনার জন্য প্রস্তুত আছে। আর ইরান যুক্তরাষ্ট্রের শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে।

গত জুনে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ১২ দিনের সংঘাত শুরুর আগে তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে পাঁচ দফা পরমাণুসংক্রান্ত আলোচনা হয়েছিল। ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ওই সংঘাত চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলোয় হামলা চালিয়েছিল।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পরমাণু আলোচনা চলাকালে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিরোধ তৈরি হয়। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল ইরানের মাটিতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ। পশ্চিমা প্রভাবশালী দেশগুলো চায়, ইরান এ ধরনের তৎপরতা বন্ধ করুক। তবে তেহরান এ প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক সহকারী দূত মরগ্যান ওর্তাগাস গতকাল নিরাপত্তা পরিষদে বলেন, তেহরান যদি সরাসরি ও গঠনমূলক সংলাপের জন্য প্রস্তুত থাকে, তবেই কেবল ওয়াশিংটন তাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনার জন্য প্রস্তুত আছে।

ওর্তাগাস আরও বলেন, যেকোনো ধরনের চুক্তিতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাঁরা যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন, সেটি হলো ইরানের ভেতরে কোনো পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি চলবে না।

জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত আমির সাঈদ ইরাবানির অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ শূন্য রাখার নীতিকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণে ন্যায্য আলোচনার পথ নিশ্চিত হচ্ছে না। তিনি বলেন, 'আমরা যেকোনো ন্যায্য ও অর্থবহ আলোচনাকে স্বাগত জানাই।

যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরে অভিবাসী গ্রেপ্তার নিয়ে উদ্বেগ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিমানবন্দরে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার ও আটক অভিযান বাড়ায় উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের অধীনে থাকা ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যাত্রীদের ব্যক্তিগত তথ্য ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের কাছে সরবরাহ করছে। এর ফলে বিমানবন্দর দিয়ে ভ্রমণের সময় বৈধ বা প্রক্রিয়াধীন অভিবাসন স্ট্যাটাস থাকা অনেকের জন্যও ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে।

জানা গেছে, টিএসএ নিয়মিতভাবে যাত্রীদের নাম, ছবি ও অন্যান্য তথ্য আইসের কাছে পাঠায়। আইস এসব তথ্য নিজেদের ডাটাবেইসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে এবং যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের বিমানবন্দরেই গ্রেপ্তার করতে পারে। নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইতোমধ্যে একাধিক বিমানবন্দরে এমন গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে। গত নভেম্বর বোস্টনের লোগান বিমানবন্দরে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় এক কলেজ শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়, যদিও তিনি আগে কখনো এমন সমস্যার মুখে পড়েননি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যাদের কোনো বৈধ কাগজপত্র নেই বা যাদের অভিবাসন স্ট্যাটাস অস্থায়ী কিংবা অনিশ্চিত, তারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন। পুরোনো ডিপোর্টেশন আদেশ থাকা ব্যক্তিরাও গুরুতর ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারেন, এমনকি তারা যদি সেই আদেশের বিষয়ে অবগত না হন তবুও। পাশাপাশি আশ্রয়প্রার্থী, গ্রিন কার্ডের আবেদনকারী কিংবা স্ট্যাটাস পরিবর্তনের আবেদন প্রক্রিয়াধীন থাকা ব্যক্তিরাও বিমানবন্দরে আইস নজরে পড়তে পারেন। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে গ্রিন কার্ডধারী ও ডাকা সুবিধাভোগীরাও আটক হওয়ার উদাহরণ রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে অভিবাসী অধিকারকর্মীরা ভ্রমণের আগে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের কপি সঙ্গে রাখা, আইনজীবী ও পরিবারের সদস্যদের জরুরি যোগাযোগ নম্বর মনে রাখা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় একটি নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অভিভাবকদের ক্ষেত্রে সন্তানদের দেখভালের বিকল্প ব্যবস্থা আগেভাগে ঠিক করে রাখার কথাও বলা হয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতিতে সাম্প্রতিক কঠোরতার কারণে বিমানবন্দর এখন অনেক অভিবাসীর জন্য একটি সংবেদনশীল জায়গায় পরিণত হয়েছে। তাই ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজের অবস্থান ও ঝুঁকি সম্পর্কে অভিবাসন আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ নেওয়াকেই সবচেয়ে নিরাপদ পথ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কম্বোডিয়ায় বিষ্ণুমূর্তি গুঁড়িয়ে দিল থাই সেনারা, ভারতের নিন্দা

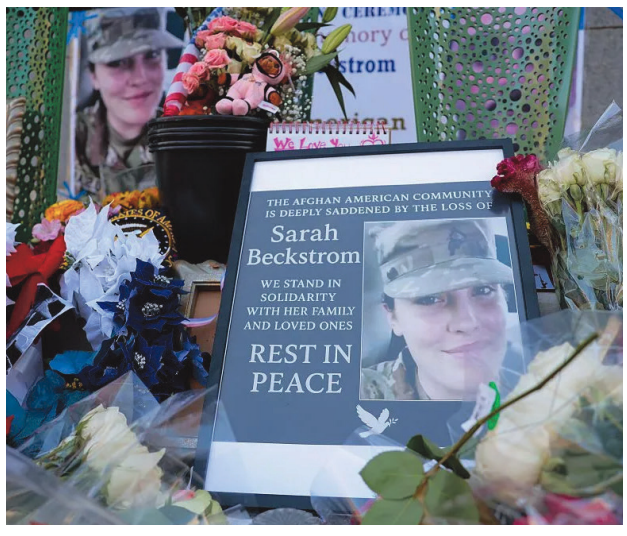
উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কম্বোডিয়ায় হিন্দু দেবতার মূর্তি ধ্বংসের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে চলমান সীমান্ত সংঘাতের জেরে থাই সেনাবাহিনী এটি ধ্বংস করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এই ঘটনাকে 'অসম্মানজনক' বলে অভিহিত করেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, 'থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া সীমান্ত বিরোধপূর্ণ এলাকায় সম্প্রতি নির্মিত একটি হিন্দু দেবতার মূর্তি ধ্বংসের খবর আমাদের নজরে এসেছে। এই অঞ্চলের মানুষের কাছে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবতারা অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র এবং এটি আমাদের অভিন্ন সভ্যতার ঐতিহ্যের অংশ। এই ধরনের কাজ বিশ্বের অনুসারীদের মনে আঘাত দেয়, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, একটি ব্যাকহো লোডার দিয়ে ভগবান বিষ্ণুর মূর্তিটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কম্বোডিয়ার প্রেহ বিহারের মুখপাত্র লিম চানপানহা জানান, ২০১৪ সালে নির্মিত মূর্তিটি থাইল্যান্ড সীমান্ত থেকে মাত্র ১০০ মিটার ভেতরে কম্বোডিয়ার সীমানায় ছিল। তিনি এই ঘটনাকে প্রাচীন ও পবিত্র স্থাপত্যের ওপর আঘাত হিসেবে নিন্দা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত জুলাই মাস থেকে দুই দেশের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় সাময়িক যুদ্ধবিরতি হলেও চলতি মাসে পুনরায় সংঘাত শুরু হয়েছে। নয়াদিল্লি মনে করে, কূটনৈতিক সংলাপের মাধ্যমেই জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পদের বিনাশ রোধ করা সম্ভব।



ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন ট্রাভেল ব্যান নীতি বিপদে আফগান নারীরা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতিতে আরও কঠোরতা আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। সম্প্রতি এক জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে ট্রাভেল ব্যান সম্প্রসারণ ও শরণার্থী নীতিতে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে আফগানিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অভিবাসী এবং শরণার্থীরা এই নীতির সরাসরি শিকার হচ্ছেন

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পশ্চিম ভার্জিনিয়ার ন্যাশনাল গার্ড সদস্য সারা বেকস্ট্রম হত্যার ঘটনার পরপরই ট্রাম্প প্রশাসন তাদের আগেই পরিকল্পিত অভিবাসনবিরোধী এজেন্ডা আরও দ্রুত বাস্তবায়নে এগিয়ে যায়। এই ঘটনার দায়ে অভিযুক্ত এক আফগান আশ্রয়প্রার্থীকে সামনে রেখে পুরো আফগান ও মুসলিম অভিবাসী জনগোষ্ঠীকে নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসেবে তুলে ধরা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৬ ডিসেম্বর আরও ১৫টি দেশকে নতুন ট্রাভেল ব্যানের আওতায় আনা হয়, যার ফলে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ কার্যত বন্ধ হয়ে যায় বহু দেশের নাগরিকদের জন্য।

হোয়াইট হাউস এই সিদ্ধান্তকে 'মেকিং আমেরিকা সেফ অ্যাগেইন' নীতির অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করলেও সমালোচকরা বলছেন, এটি মূলত জাতীয়তা ও জন্মস্থানের ভিত্তিতে মানুষকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কৌশল। তালিকাভুক্ত দেশগুলোর বেশিরভাগই আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার, যা মুসলিম ও বর্ণবাদী জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করেই নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর ফলে তালেবানের হাত থেকে পালিয়ে আসা আফগান নারীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়ের শেষ সম্ভাবনাটুকুও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে

নতুন নীতির অংশ হিসেবে শরণার্থী গ্রহণের সংখ্যা ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। ২০২৬ অর্থবছরের জন্য শরণার্থী গ্রহণের কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ৭ হাজার ৫০০, যার বেশিরভাগই নির্দিষ্ট একটি শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত শরণার্থীদের ক্ষেত্রেও কঠোর নজরদারি শুরু হয়েছে। ইউএসসিআইএস নতুন নির্দেশনায় জানিয়েছে, কোনো আবেদনকারীর জাতীয়তাকেই এখন অভিবাসন সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে নেতিবাচক বিবেচ্য হিসেবে ধরা যাবে।

এই পরিস্থিতিতে ক্যালিফোর্নিয়াসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে আফগান ও অন্যান্য অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই আশ্রয় সাক্ষাৎকার বা সরকারি অফিসে যেতেও ভয় পাচ্ছেন। অভিবাসী অধিকারকর্মীরা বলছেন, অনেকে আইসকে তালেবানের চেয়েও বেশি ভয় পাচ্ছেন, কারণ গ্রেপ্তার মানেই তাদের কাছে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে ফেরত পাঠানো। বিশেষ করে নারীরা, যারা তালেবান শাসনে শিক্ষা ও কর্মজীবন থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তারা ফের দেশে পাঠানো হলে গুরুতর ঝুঁকির মুখে পড়বেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে

বিশ্লেষকদের মতে, এই নীতিগুলো শুধু আফগানদের নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সব অভিবাসীর মধ্যেই অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করছে। কাজের অনুমতি হারানো, আইনি মর্যাদা নবায়ন বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং পরিবার নিয়ে টিকে থাকার সক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা বাড়ছে। তবে এই কঠিন বাস্তবতার মধ্যেও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও স্থানীয় সম্প্রদায় আইনি লড়াই ও জনসচেতনতার মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে

মিশিগানে বাংলা সাহিত্য পরিষদ ইউএসএর সাহিত্য আসর

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান



যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বাংলা সাহিত্য পরিষদ ইউএসএ'র নিয়মিত সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৫টায় হ্যামট্রাম্যাক সিটির হলব্রুক অ্যাভিনিউয়ে সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই আসরটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা সাহিত্য পরিষদ ইউএসএ'র সভাপতি মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান শাহিন। সহসভাপতি ও মুখপাত্র হারান কান্তি সেনের সঞ্চালনায় সাহিত্য আসরে লেখা পাঠ ও আলোচনায় অংশ নেন মুজিবুর রহমান শাহিন, হারান কান্তি সেন, কবি সুবিমল সেনাপতি, সঞ্জয় দেব, সব্যসাচী দেবরায় ও আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

আলোচনায় কবি সুবিমল সেনাপতি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের সময় ঢাকার আশুলিয়ায় অবস্থানকালীন স্মৃতিচারণ করেন।

সভায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলা সাহিত্য পরিষদ ইউএসএ'র আগামী ২০২৬ সালের ২৯ মার্চ একটি বিশেষ সাহিত্য অনুষ্ঠানের আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি আগামী সভা থেকে প্রতিটি সাহিত্য আসরে উপস্থিত লেখকদের লেখা পাঠের ভিডিও হোয়াটসঅ্যাপ পেজে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভার শেষ পর্বে গীতিকার আবুল কালাম আজাদের সদ্য প্রকাশিত একটি গানের রেকর্ড শোনানো হলে উপস্থিত লেখক ও কবিরা তা উপভোগ করেন।





জমকালো আয়োজনে এটর্নি মঈন চৌধুরীর বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

বিশেষ প্রতিনিধি

সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, বিপুল উপস্থিতি ও আন্তরিক আবহের মধ্য দিয়ে উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি জনসমাজে সুপরিচিত এটর্নি ও নাগরিক সংগঠক এটর্নি মঈন চৌধুরীর গ্রন্থ 'দ্যা রোড টু আমেরিকা: ইমিগ্রেশন হার্ডশীপ' –এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সহজ-সরল ভাষায় লেখা এই গ্রন্থে লেখক তাঁর দীর্ঘ পেশাজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমেরিকার অভিবাসন আইন, অভিবাসীদের বাস্তব লড়াই এবং বিশ্বজুড়ে আমেরিকার প্রতি মানুষের আকর্ষণের নানা দিক তুলে ধরেছেন।

২৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টের মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্য গ্রেস ম্যাং, নিউইয়র্ক রাজ্য সিনেটের সিনেটরসহ একাধিক বিচারপতি, বিচারক, আইনজীবী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় এক বর্ণাঢ্য ও স্মরণীয় আয়োজনে।

নিউইয়র্কের প্রায় সব বাংলা গণমাধ্যমের সম্পাদক ও সাংবাদিকদের পাশাপাশি বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন শারমিন সিরাজ সোনিয়া।

শুরুতেই গ্রন্থটির লেখক এটর্নি মঈন চৌধুরী উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান। তাঁর বক্তব্যে তিনি বলেন, এটি তাঁর জীবনের একটি বিশেষ ও গর্বের দিন। মিশিগান অঙ্গরাজ্যে আইন পেশায় যুক্ত হয়ে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে তাঁর অভিষেকের কথাও স্মরণ করেন তিনি। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে পরিবার ও কমিউনিটির অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করে মঈন চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশি কমিউনিটির পাশে থাকা তিনি নিজের দায়িত্ব বলে মনে করেন এবং আগামীতেও তাঁর পেশাগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

গ্রন্থ প্রকাশের প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেন সাংবাদিক ও লেখকের বন্ধু তরিকুল ইসলাম মিঠু। তিনি বলেন, অভিবাসীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আইনি জটিলতাকে একত্রে তুলে ধরার প্রয়াস এ বইকে আলাদা গুরুত্ব দিয়েছে।

মার্কিন কংগ্রেস সদস্য গ্রেস ম্যাং তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সময়ে অভিবাসন আইন সম্পর্কে সচেতনতা ও অধিকার চর্চা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি জরুরি। তিনি বলেন, অভিবাসীরাই আমেরিকার প্রাণ। নানা জাতিগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির সমন্বয়েই যুক্তরাষ্ট্র একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। গ্রেস ম্যাং এটর্নি মঈন চৌধুরীর সাফল্য কামনা করেন এবং তাঁর এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন সিনেটর ডেভিড উইপ্রিন, সুপ্রিম কোর্টের এক্টিং জাস্টিস এল্ডুইন নভিলো, জাস্টিস কেসেন্ড্রা জনসন, জাস্টিস এম. মুনজ, এসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা এবং এটর্নি মাইকেল তাউব। তাঁরা সবাই অভিবাসন বিষয়ে এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশকে সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে, আমেরিকার সমাজে প্রায় সবাই কোনো না কোনো পর্যায়ে অভিবাসী, আর সেই অভিবাসীদের আইনি অধিকার ও বাস্তব অভিজ্ঞতা সহজ ভাষায় তুলে ধরার মধ্য দিয়ে এটর্নি মঈন চৌধুরী একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।

আলোচনায় অংশ নেন লেখকের সহোদর রব চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, পরিবারের সদস্য রনেল চৌধুরী, শাহরিয়ার চৌধুরী ও বিশাল চৌধুরী। আরও বক্তব্য দেন প্রবীণ সাংবাদিক ও পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক নাজমুল আহসান, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, বাংলাদেশ পত্রিকা সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান প্রমুখ।





প্রগ্রেসিভ ফোরামের উদ্যোগে নিউইয়র্কে বিজয় দিবস উদযাপন রোববার

নিউজ ডেস্ক

প্রগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএ'র উদ্যোগে আগামী মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হবে। এ উপলক্ষে সংগঠনটির পক্ষ থেকে সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের পরিবার-পরিজনসহ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত জিউইশ সেন্টার অব জ্যাকসন হাইটস মিলনায়তনে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে।

প্রগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএ-এর সভাপতি হাফিজুল হক ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন বাচ্চু এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে প্রবাসে বিজয় দিবস উদযাপনের এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারা আশা প্রকাশ করেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানে বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিচারণা থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

ব্রঙ্কসে আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভা

শেখ শফিকুর রহমান

ব্রঙ্কসে আমেরিকান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইনকের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ ডিসেম্বর (রবিবার) সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের ওয়েচেস্টার বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুস শহীদ। সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম মিলনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় আগামী ৩ মার্চ পবিত্র রমজান উপলক্ষে ইফতার মাহফিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ইফতার মাহফিল বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। এতে হাজী খবির উদ্দীন ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক, ছাদিকুর রহমানকে সদস্য সচিব এবং রুপচান মিয়াকে প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। একই সঙ্গে বর্তমান সভাপতি আব্দুস শহীদ আগামী ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশে অবস্থানকালে সংগঠনের সহ-সভাপতি জামাল হোসেনকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়।

> সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ইফতার মাহফিল বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। এতে হাজী খবির উদ্দীন ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক, ছাদিকুর রহমানকে সদস্য সচিব এবং রুপচান মিয়াকে প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি এডভোকেট নাসির উদ্দীন, সহ-সভাপতি জামাল হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক রেজা আব্দুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ছাদিকুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ আল মামুন সরকার, প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রুপচান মিয়া, ক্রীড়া সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কামরুন নাহার খানম, সদস্য হুমায়ন কবিরসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সবশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি আব্দুস শহীদ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ভেনেজুয়েলার পাশে ১৫ হাজার সেনা, ‘কোয়ারেন্টিন’ আরোপের নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

হোয়াইট হাউস মার্কিন সামরিক বাহিনীকে আগামী অন্তত দুই মাস ভেনেজুয়েলার তেলের ওপর ‘কোয়ারেন্টিন’ বা অবরোধ আরোপের দিকেই প্রায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করার নির্দেশ দিয়েছে। রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এক মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন বর্তমানে কারাকাসের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে সামরিক শক্তির চেয়ে অর্থনৈতিক পথকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

গতকাল বুধবার নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘সামরিক পথ এখনো খোলা আছে সত্যি, তবে হোয়াইট হাউসের লক্ষ্য অর্জনে আপাতত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের দিকেই নজর দেওয়া হচ্ছে।’

ভেনেজুয়েলা নিয়ে নিজের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জনসমক্ষে কিছুটা অস্পষ্টতার রাখলেও গোপনে তিনি নিকোলাস মাদুরোকে দেশ ছেড়ে পালানোর জন্য চাপ দিচ্ছেন বলে রয়টার্স খবর প্রকাশ করেছে। গত সোমবার ট্রাম্প বলেন, মাদুরোর জন্য ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘এখন পর্যন্ত নেওয়া পদক্ষেপগুলো মাদুরোর ওপর প্রবল চাপ তৈরি করেছে। আমাদের বিশ্বাস, জানুয়ারির শেষ নাগাদ ভেনেজুয়েলা এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে, যদি না তারা আমেরিকার কাছে নতি স্বীকার করে বড় কোনো আপস করতে রাজি হয়।’

ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন, দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশটি যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পাচার করছে। গত কয়েক মাস ধরে তাঁর প্রশাসন দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আসা এবং মাদক বহনকারী হিসেবে অভিযুক্ত নৌকাগুলোর ওপর বোমা হামলা চালাচ্ছে। অনেক দেশই এই আক্রমণকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হিসেবে নিন্দা জানিয়েছে।

এ ছাড়া, ট্রাম্প প্রায়ই স্থলের মাদক অবকাঠামোতে বোমা হামলার হুমকি দিয়েছেন এবং কারাকাস অভিমুখে সিআইএর গোপন তৎপরতার অনুমোদন দিয়েছেন।



নিউইয়র্কে ‘হৃদয়ে বাংলাদেশ’-এর উদ্যোগে বর্ণাঢ্য বিজয় উৎসব

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে ‘হৃদয়ে বাংলাদেশ’-এর উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জমকালো বিজয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ ডিসেম্বর (শনিবার) সংগঠনের সদস্য, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ বিজয় শোভাযাত্রায় অংশ নেন, যা পুরো এলাকায় উৎসবের আমেজ সৃষ্টি করে।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে সমবেত জাতীয় সংগীতের সঙ্গে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান পরিবেশন করেন তাসমিন জাহান তাসু, শারমিন তানিয়া, মাগারেট মল্লিক, সনচিতা ঠাকুর, তাহমিনা পারভীন, ফাহমিনা পারভীন, কুসুম খান, সৈয়দ ফয়েজ, অনি, আহসান মুকুল, আরিফ আলী ও মঈন রাজা। সারগাম ব্যান্ডের শিল্পীরা সংগীতে সংগত করেন। কিবোর্ডে ছিলেন মাসুদ রানা, গিটারে জিতু ও আকাশ, অক্টোপ্যাডে তুষার এবং হ্যান্ডসনিক-এ রাকেশ। সাউন্ড সিস্টেমে ছিল থ্রি এম স্টুডিও।

সংগঠনের সভাপতি সাইদুর রহমান লিংকনের সভাপতিত্বে ও রেজা আব্দুল্লাহর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কাউন্সিলম্যান ড. নুরুন নবী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম, আব্দুর রহিম বাদশা ও আব্দুস শহীদ। অনুষ্ঠানে আগত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাননা জানান সংগঠনের সদস্যরা।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ফয়েজ এবং বিজয় উৎসবের আহ্বায়ক সুরাইয়া আলম লাকি। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জামাল হোসাইন, সহ-সভাপতি পল্লব সরকার, মোশাররফ শিকদার, আল-মামুন সরকার, রুপচান মিয়া, মাহমুদুল হাসান, ফাহমিনা পারভীন, জামাল আহমদ, মেহেদী কাবুল, শারমিন রহমান, মাগারেট মল্লিক, নূরুল ইসলাম মিলন, হৃদয় মিয়াসহ অনেকে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। আলোচনা সভা শেষে ঢাকা ড্রামার পরিবেশনায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক ‘অবিভক্ত’ মঞ্চস্থ হয়। পাশাপাশি একক সংগীত পরিবেশন করেন তাসমিন জাহান তাসু, শারমিন তানিয়া, সৈয়দ ফয়েজ, শারমিন আক্তার রেক্সনা, তাসমিন আরা রহমান ও মোহাম্মদ শাহীন হোসেন।

কেনো বিমানের জন্য এখনো ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত তিব্বতের আকাশপথ

মিহিরকান্তি চৌধুরী

মানবসভ্যতার এক বিস্ময়কর অর্জন হলো বিমান চলাচল। দূরদূরান্তের ভ্রমণকে এটি সহজ ও দ্রুততর করে তুলেছে। আধুনিক বিমান ঝড়-ঝাপটা, উচ্চতা কিংবা নানা প্রতিকূল পরিবেশেও উড়তে সক্ষম। কিন্তু পৃথিবীর কিছু ভৌগোলিক অঞ্চল রয়েছে, যেগুলো বিমান চলাচলের জন্য এখনো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত অঞ্চল হলো তিব্বতি মালভূমি, যাকে বলা হয় “বিশ্বের ছাদ”।

তিব্বতি মালভূমি মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত এবং আয়তনে প্রায় ২৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। এর গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪৫০০ মিটার, কোথাও কোথাও ৫ কিলোমিটারেরও বেশি। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মালভূমি হওয়ায় এর ভূগঠন ও আবহাওয়া উভয়ই বিমানের জন্য ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

উচ্চতা ও পাতলা বাতাসের সমস্যা বিমানের স্বাভাবিক চলাচলের জন্য যে বাতাসের ঘনত্ব প্রয়োজন, তা তিব্বতি মালভূমির আকাশে যথেষ্ট পাওয়া যায় না। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার উঁচু এই মালভূমিতে বাতাস স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি পাতলা এবং অক্সিজেনের মাত্রাও কম। এর ফলে জেট ইঞ্জিন প্রয়োজনীয় জ্বালানি-পোড়া প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে না, ফলে এর কার্যক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। সাধারণত বিমান যখন জরুরি অবস্থার সম্মুখীন হয়—যেমন ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়া বা ক্যাবিনে চাপ কমে যাওয়া—তখন তা দ্রুত নীচু উচ্চতায় নেমে আসে, যেখানে বাতাস ঘন এবং অক্সিজেন পর্যাপ্ত থাকে। কিন্তু তিব্বতি মালভূমির বিপজ্জনক উচ্চতায় নামার মতো সুযোগ প্রায় নেই। চারপাশে পাহাড়ি শৃঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকায় বিমান দ্রুত নীচে নামতে পারলেও নিরাপদ উচ্চতায় পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এই অঞ্চলের পাতলা বাতাস শুধু ইঞ্জিনের কার্যক্ষমতা কমায় না, জরুরি পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পথও সংকীর্ণ করে দেয়।



প্রতিকূল আবহাওয়া

আবহাওয়ার অস্থিতিশীলতা তিব্বতি মালভূমিকে বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ আকাশপথে পরিণত করেছে। একদিকে প্রবল ঠান্ডা, অন্যদিকে হঠাৎ ঘূর্ণিঝড় বা বজ্রঝড়ের আশঙ্কা—সবকিছু মিলিয়ে পাইলটদের জন্যএটি হয়ে ওঠে দুঃস্বপ্নের মতো। প্রবল জেট স্ট্রিম বা বায়ুর স্রোত এখানে এত দ্রুত পরিবর্তিত হয় যে বিমানের স্থিতি নষ্ট হয়ে যেতে পারে মুহূর্তেই। হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া টারবুলেন্সে বিমান কয়েকশ মিটার ওপর-নিচে ছিটকে যেতে পারে, যা যাত্রী ও ক্রুদের জন্য ভীতিকর এবং অনেক সময় প্রাণঘাতী হতে পারে। উপরন্তু, আবহাওয়ার পূর্বাভাসও এই অঞ্চলে সবসময় নির্ভুল হয় না, কারণ মালভূমির বিশালতা ও জটিল ভূ-প্রকৃতি আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে ও পূর্বাভাসে বড় বাধা সৃষ্টি করে। ফলে এক মুহূর্তে পরিষ্কার আকাশ দেখা গেলেও পরের মুহূর্তে তীব্র ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে পড়ে বিমানকে বিপদের মুখোমুখি হতে হয়।

দুর্গম ভূখণ্ড ও অবতরণ সংকট

তিব্বতি মালভূমির সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো এর ভূখণ্ড। মালভূমির আশেপাশে এবং ভেতরে ছড়িয়ে আছে আকাশছোঁয়া পর্বতমালা, যেগুলোর অনেক শৃঙ্গ ৭০০০ মিটারেরও বেশি উঁচু। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বের সর্বোচ্চ চূড়া—এভারেস্ট, যার উচ্চতা প্রায় ৮৮৪৮ মিটার। এত উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে কোনো সমতল ভূমি খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। বাণিজ্যিক বিমান সাধারণত জরুরি পরিস্থিতিতে খোলা জায়গায় জরুরি অবতরণের চেষ্টা করে, কিন্তু তিব্বতি মালভূমিতে সেই সুযোগ একেবারেই নেই। পাহাড়ি খাঁজ, হিমবাহ, পাথুরে ঢাল এবং তুষার আচ্ছাদিত ভূমি অবতরণের জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত। ফলে যদি বিমান যান্ত্রিক ত্রুটিতে ভোগে বা জ্বালানি ফুরিয়ে যায়, তবে নিরাপদে নামা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই ভূগঠন বিমান চলাচলকে শুধু ঝুঁকিপূর্ণই করে না, অনেক সময় প্রাণঘাতীও করে তোলে।

অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা

তিব্বতি মালভূমি পৃথিবীর অন্যতম জনবসতিহীন অঞ্চলগুলোর একটি। এখানে জনসংখ্যা অত্যন্ত কম, এবং নগরায়ণ বা শিল্পায়নও সীমিত। ফলে আকাশপথে যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো কার্যত অনুপস্থিত। একটি নিরাপদ আকাশপথ পরিচালনার জন্য যেমন আধুনিক এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ব্যবস্থা, পূর্ণ রাডার কভারেজ এবং পর্যাপ্ত বিমানবন্দর প্রয়োজন, তিব্বতি মালভূমিতে এগুলোর অভাব প্রকট। হাতে

গোনা কয়েকটি বিমানবন্দর থাকলেও সেগুলো আধুনিক প্রযুক্তি এবং দ্রুত সহায়তা প্রদানের সক্ষমতায় অনেক পিছিয়ে। উপরন্তু, দুর্গম ভূপ্রকৃতি ও আবহাওয়ার কারণে রাডার সিগনাল বা যোগাযোগ ব্যবস্থাও প্রায়ই বিঘ্নিত হয়। ফলে পাইলটরা দ্রুত তথ্য, দিকনির্দেশনা বা জরুরি সহায়তা পান না। ন্যাভিগেশনের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকলেও পর্যাপ্ত গ্রাউন্ড-সাপোর্ট না থাকায় ঝুঁকি বেড়ে যায় বহুগুণে।

ভূরাজনৈতিক জটিলতা

তিব্বতি মালভূমির ভৌগোলিক অবস্থানও এর ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। এটি চীন, ভারত ও নেপালের সীমান্তঘেঁষা এক সংবেদনশীল অঞ্চল। চীন ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই সীমান্তবিরোধ ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলছে। এসব বিরোধের কারণে আকাশসীমা ব্যবহারে কঠোর বিধিনিষেধ জারি থাকে। অনেক সময় নির্দিষ্ট এলাকা উড়োজাহাজের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর ফলে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিকল্পনা ও রুট নির্বাচন জটিল হয়ে ওঠে, কারণ এয়ারলাইন্সগুলোকে বিকল্প রুট নিতে হয়, যা বেশি সময় ও জ্বালানি খরচের কারণ হয়। তাছাড়া, রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে আঞ্চলিক সমন্বয়ের অভাব দেখা দেয়, যা বিমান চলাচলের নিরাপত্তায় আরও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে।

অতীতের দুর্ঘটনা

তিব্বতি আকাশপথের বিপজ্জনক বাস্তবতা প্রমাণিত হয়েছে অতীতের একাধিক দুর্ঘটনায়। ১৯৯২ সালে চায়না এয়ারলাইন্সের একটি বোয়িং ৭৪৭ প্রবল টারবুলেন্সে আক্রান্ত হয়ে তীব্রভাবে কেঁপে ওঠে এবং বহু যাত্রী ও ক্রু আহত হন। ২০০২ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বড় হেলিকপ্টারগুলোর একটি—রুশ নির্মিত Mi-26—তিব্বতের দুর্গম অঞ্চলে বিধ্বস্ত হয়, যেখানে ১৯ জন যাত্রী প্রাণ হারান। এসব দুর্ঘটনা কেবল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা নয়, বরং অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ও জরুরি সহায়তার অভাব কতটা প্রাণঘাতী হতে পারে তা প্রমাণ করে দিয়েছে।

প্রযুক্তিগত উন্নতি ও বর্তমান পরিস্থিতি

গত কয়েক দশকে বিমান প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। আধুনিক জেট ইঞ্জিন পাতলা বাতাসেও কিছুটা কার্যকরভাবে কাজ করতে সক্ষম। উন্নত আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবস্থা এখন অনেক বেশি নির্ভুল, ফলে পাইলটরা আগে থেকেই ঝুঁকি অনুমান করতে পারেন। জিপিএস ও আধুনিক ন্যাভিগেশন প্রযুক্তি পথ নির্ধারণকে সহজ করেছে। তবুও, তিব্বতি মালভূমির মতো প্রতিকূল ভূখণ্ডে এই অগ্রগতির সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। উচ্চতা, হঠাৎ আবহাওয়া পরিবর্তন, জরুরি অবতরণের সুযোগহীনতা এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েন মিলিয়ে এই অঞ্চল এখনও বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ আকাশপথ। যাত্রী ও ক্রুর নিরাপত্তা বিমান সংস্থার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তাই প্রযুক্তির উন্নতি সত্ত্বেও অধিকাংশ এয়ারলাইন্স সচেতনভাবে এই অঞ্চলের আকাশ এড়িয়ে চলে, কারণ ঝুঁকির তুলনায় বিকল্প রুট নেওয়াই সর্বাধিক যৌক্তিক সিদ্ধান্ত।

উপসংহার

তিব্বতি মালভূমির চরম উচ্চতা, হঠাৎ পরিবর্তনশীল আবহাওয়া, দুর্গম পাহাড়ি ভূখণ্ড, সীমিত অবকাঠামো এবং ভূরাজনৈতিক টানাপোড়েন—সব মিলিয়ে এটি পৃথিবীর অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ আকাশপথ। আধুনিক প্রযুক্তি যেমন ইঞ্জিনের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আবহাওয়ার পূর্বাভাসের নির্ভুলতা কিংবা উন্নত ন্যাভিগেশন ব্যবস্থা বিমান চলাচলকে তুলনামূলক নিরাপদ করেছে, তবুও তিব্বতির আকাশে ঝুঁকি পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব হয়নি।

আকাশপথের সামান্য ত্রুটিও এখানে মারাত্মক বিপর্যয়ের রূপ নিতে পারে, কারণ জরুরি অবতরণের জায়গা নেই, দ্রুত সহায়তার অবকাঠামোও অনুপস্থিত।

অতএব যাত্রী ও ক্রুর জীবন রক্ষার স্বার্থে অধিকাংশ এয়ারলাইন্স এখনো সচেতনভাবে তিব্বতি মালভূমি এড়িয়ে চলে। সময় ও জ্বালানি খরচ বাড়লেও বিকল্প রুট নেওয়াই প্রমাণ করে যে নিরাপত্তা সর্বদা লাভের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা যায়, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির যুগেও তিব্বতির আকাশ অনাবিষ্কৃত ও এড়ানো এক ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত হিসেবেই রয়ে গেছে।

NY HOME CARE

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com







We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল



KHAIRUL BASHAR, MBA.,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট



Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748



- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

ভোটে কি বদলাবে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মোড়?

মধ্যবর্তী নির্বাচন

২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নীতি, গণতান্ত্রিক চর্চা এবং বৈশ্বিক নেতৃত্বের দিকনির্দেশনা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে যাচ্ছে।

আল্ মামুন

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মধ্যবর্তী নির্বাচন (Midterm Election) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী অধ্যায়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঠিক দুই বছর পর অনুষ্ঠিত এই ভোট কেবল কংগ্রেসের আসন পুনর্বণ্টনের বিষয় নয়; বরং এটি ক্ষমতাসীন প্রশাসনের প্রতি জনগণের আস্থা, অসন্তোষ ও প্রত্যাশার সরাসরি প্রতিফলন। ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনও এর ব্যতিক্রম নয়—এই নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নীতি, গণতান্ত্রিক চর্চা এবং বৈশ্বিক নেতৃত্বের দিকনির্দেশনা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে যাচ্ছে।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের (House of Representatives) সব আসন এবং সিনেটের এক-তৃতীয়াংশ আসন পুনর্নির্বাচনের জন্য উন্মুক্ত থাকে। একই সঙ্গে অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে গভর্নর, রাজ্য আইনসভা ও স্থানীয় প্রশাসনিক পদেও ভোট অনুষ্ঠিত হয়।

এই নির্বাচনকে প্রায়ই ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের প্রতি জনগণের এক ধরনের "রাজনৈতিক রেফারেন্ডাম" বলা হয়। কারণ, প্রেসিডেন্টের মেয়াদের মাঝপথে ভোটাররা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন—তাঁরা প্রশাসনের নীতিতে সন্তুষ্ট কি না।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের মূল লড়াইটি হয় কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ঘিরে। কংগ্রেসের একটি বা উভয় কক্ষ যদি বিরোধী দলের দখলে চলে যায়, তবে প্রেসিডেন্টের জন্য আইন পাস করানো কঠিন হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা যায়—ক্ষমতাসীন দল সাধারণত এই নির্বাচনে আসন হারায়, আর বিরোধী দল শক্ত অবস্থান তৈরি করে।

এই বাস্তবতায় নীতিনির্ধারণে অচলাবস্থা (gridlock) সৃষ্টি হয়, যার প্রভাব পড়ে বাজেট অনুমোদন, অভিবাসন সংস্কার, সামাজিক নিরাপত্তা এবং পররাষ্ট্রনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে। ফলে সমঝোতার রাজনীতি অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোটারদের সিদ্ধান্তে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রভাব ফেলতে পারে—অর্থনীতি ও মূল্যস্ফীতি যা কিনা জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের উচ্চমূল্য ভোটারদের অন্যতম প্রধান উদ্বেগের কারন হয়ে দাড়াবে। গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থায় ভোটাধিকার, নির্বাচন ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান রক্ষার প্রশ্ন উঠবে। অভিবাসন ও সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষায় দক্ষিণ সীমান্তে অবৈধ অভিবাসন ও নিরাপত্তা ইস্যু রাজনৈতিক বিতর্ককে আরও তীব্র করে তুলেছে। এছাড়াও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নে গর্ভপাত, অস্ত্র আইন, শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিয়ে তীব্র মতভেদ সমাজ ও রাজনীতিকে বিভক্ত করছে। এই ইস্যুগুলোকে ঘিরেই ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান পার্টির অবস্থান স্পষ্টভাবে আলাদা।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টি মূলত গণতন্ত্র রক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, সংখ্যালঘু অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় ভূমিকার পক্ষে অবস্থান নেয়। অপরদিকে রিপাবলিকান পার্টি জোর দেয় সীমিত সরকার, শক্ত সীমান্ত, আইনশৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক রক্ষণশীলতার ওপর।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে উভয় দলই তাদের সমর্থকদের উজ্জীবিত করতে তীব্র ভাষা ও কৌশলগত প্রচারণা চালাবে, যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মেরুকরণ আরও প্রকট হয়ে উঠবে।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রভাব দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব রাজনীতিতেও প্রতিফলিত হয়। কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ বদলে গেলে—ইউক্রেন যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সহায়তা, মধ্যপ্রাচ্য নীতি, চীন ও বাণিজ্যনীতি, উন্নয়ন সহায়তা ও অভিবাসন নীতি, এসব ক্ষেত্রেই নীতিগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। যার ফলে মিত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী—উভয় দেশই এই নির্বাচনের ফলাফলের দিকে গভীর নজর রাখছে।

২০২৪ সালের নির্বাচনকে ঘিরে রিপাবলিকান পার্টির অবস্থান একদিকে আত্মবিশ্বাসী, অন্যদিকে চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ। প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখা দলটির জন্য বড় রাজনৈতিক অর্জন হলেও সিনেটে তাদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে নাজুক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ।

ফলে ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন রিপাবলিকানদের জন্য শুধু কংগ্রেসের আসন পুনরুদ্ধারের লড়াই নয়; এটি তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ, নেতৃত্বের ধরন এবং দলীয় কৌশল নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

রিপাবলিকানদের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করছে তিনটি বিষয়ের ওপর—প্রথমত, অর্থনীতি, মূল্যস্ফীতি, অপরাধ ও সীমান্ত নিরাপত্তার মতো বাস্তব ইস্যুতে তারা কতটা কার্যকর বার্তা দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, দলীয় অভ্যন্তরীণ বিভাজন ও নেতৃত্ব সংকট কতটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়। তৃতীয়ত, গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্কে তারা কতটা গ্রহণযোগ্য অবস্থান নিতে পারে।

ইতিহাস বলছে, ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের দল সাধারণত মধ্যবর্তী নির্বাচনে মূল্য চুকায়। সে হিসেবে ২০২৬ সালের নির্বাচন রিপাবলিকানদের জন্য একটি বড় সুযোগ। তবে এই সুযোগ কাজে লাগানো যাবে কি না, তা নির্ভর করবে দলটির দায়িত্বশীলতা, ঐক্য ও রাজনৈতিক পরিপক্কতার ওপর।

আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচন কেবল একটি নিয়মিত ভোট নয়; এটি গণতন্ত্রের শক্তি, জনগণের মনোভাব এবং ক্ষমতার ভারসাম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।

এক সন্তান নীতির প্রবক্তার মৃত্যু, শ্রদ্ধার চেয়ে সমালোচনাই বেশি

চীন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



চীনে বিতর্কিত এক সন্তান নীতির প্রবক্তা পেং পেইইউনের মৃত্যুতে শ্রদ্ধা নিবেদনের বদলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নীতিটি ঘিরে তীব্র সমালোচনা দেখা গেছে। গত রোববার বেইজিংয়ে ৯৬তম জন্মদিনের ঠিক আগমুহূর্তে পেংয়ের মৃত্যুতে চীনাদের প্রতিক্রিয়া অনেকটা নেতিবাচক।

রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে পেং পেইইউনকে নারী ও শিশুবিষয়ক কাজে 'একজন অসাধারণ নেতা' হিসেবে প্রশংসা করা হয়েছে। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত চীনের পরিবার পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান ছিলেন তিনি। তবে চীনের জনপ্রিয় মাইক্রো ব্লগিং ওয়েবসাইট ওয়েইবোতে একজন লিখেছেন, 'ভূমিষ্ঠ হতে না পারা শিশুরা ওপারে নগ্ন দেহে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

এনডিটিভি জানিয়েছে, ১৯৮০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত চীনে দম্পতিদের কেবল একটি সন্তান নেওয়ার যে বাধ্যবাধকতা ছিল, তা কার্যকর করতে স্থানীয় কর্মকর্তারা অনেক ক্ষেত্রে নারীদের গর্ভপাত ও বন্ধ্যাকরণ করতে বাধ্য করতেন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, এমন আশঙ্কায় বেইজিং এই এক সন্তান নীতি চালু করেছিল।

এর ফলে দীর্ঘ সময় বিশ্বের সর্বোচ্চ জনসংখ্যার দেশ থাকার পর চীনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শ্লথ হয়ে পড়ে এবং গত বছর টানা তৃতীয়বারের মতো জনসংখ্যা পড়তির দিকে ছিল।

ওয়েইবোতে একজন ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, 'যদি এই নীতি অন্তত ১০ বছর আগে শেষ করা হতো, তাহলে চীনের জনসংখ্যা আজ এভাবে ধসে পড়ত না!'

গত বছর চীনের জনসংখ্যা কমে ১৩৯ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, সামনের বছরগুলোতে এই নিম্নগতি আরও ত্বরান্বিত হবে।

জনসংখ্যার নীতিনির্ধারক হিসেবে পেং জোর দিয়েছিলেন গ্রামীণ এলাকায়। একসময় চীনের গ্রামগুলোতে বড় পরিবার গড়ে তোলা দম্পতিদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, যাতে বৃদ্ধ বয়সে সন্তানেরা তাঁদের দেখাশোনা করতে পারে। এ ছাড়া বংশ রক্ষার জন্য ছেলেসন্তানের প্রতি ঝোঁক বেশি থাকায় মেয়েশিশুদের অবহেলা, এমনকি কন্যা ভ্রূণ হত্যার মতো ঘটনা প্রায়ই ঘটত। ওয়েইবোতে একজন লিখেছেন, 'ওই শিশুগুলো যদি জন্ম নিত, তাহলে আজ তাদের বয়স প্রায় ৪০ হতো—জীবনের সেরা সময়।'

২০১০-এর দশকে এসে পেং প্রকাশ্যে তাঁর অবস্থান বদলান এবং বলেন, এক সন্তান নীতি শিথিল করা উচিত। বর্তমানে বেইজিং কমে যাওয়া জন্মহার বাড়াতে শিশু পরিচর্যা ভর্তুকি, দীর্ঘ মাতৃত্বকালীন ছুটি ও করছাড়ের মতো উদ্যোগ নিচ্ছে।

জনসংখ্যা হ্রাস ও বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থনীতি চীনের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।



৮০ হাজার অবৈধ অভিবাসীকে গুদামে রাখার পরিকল্পনা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী আটক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে ঠিকাদার খুঁজছে। এই পরিকল্পনায় বিশাল সব শিল্প গুদাম বা ওয়্যারহাউস সংস্কার করে একসঙ্গে ৮০ হাজারেরও বেশি অভিবাসীকে আটকে রাখার কথা বলা হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট তাদের হাতে আসা এক খসড়া প্রস্তাবনার বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে।

বর্তমানে আটককৃতদের দেশের যেখানে জায়গা পাওয়া যায় সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে আইসিই (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) এখন সেই পদ্ধতি বদলে একটি সুশৃঙ্খল 'ফিডার সিস্টেম' বা সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় যাতে দ্রুত দেশান্তর (ডিপোর্টেশন) নিশ্চিত করা যায়।

নথিতে বলা হয়েছে, নতুন গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের প্রথমে কয়েক সপ্তাহের জন্য প্রসেসিং সাইটে রাখা হবে। এরপর তাদের ৭টি বিশাল গুদামের কোনো একটিতে পাঠানো হবে, যার প্রতিটিতে ৫ থেকে ১০ হাজার মানুষের ধারণক্ষমতা থাকবে। সেখান থেকেই মূলত তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়া হবে।

বিশাল এই গুদামগুলো ভার্জিনিয়া, টেক্সাস, লুইজিয়ানা, অ্যারিজোনা, জর্জিয়া এবং মিজৌরির প্রধান লজিস্টিক হাবগুলোর কাছাকাছি স্থাপন করা হবে। এ ছাড়া ১৬টি ছোট গুদামে দেড় হাজার করে মানুষ রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

মার্কিন স্বরাষ্ট্র বিভাগ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির মুখপাত্র ট্রিশা ম্যাকলাফলিন জানিয়েছেন, তিনি ওয়াশিংটন পোস্টের এই প্রতিবেদনের সত্যতা নিশ্চিত করতে পারছেন না এবং গুদাম পরিকল্পনা নিয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতেও রাজি হননি। তবে এর আগে এনবিসি এবং ব্লুমবার্গ নিউজ গুদামগুলোকে আটক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের বিষয়ে আইসিই-এর অভ্যন্তরীণ আলোচনার খবর দিয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের লাখ লাখ অভিবাসীকে আটক ও বিতাড়ন অভিযানের পরবর্তী পদক্ষেপ হলো এই গুদাম পরিকল্পনা। এ বছর কংগ্রেস অভিবাসীদের আটকে রাখার জন্য ৪৫ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দিয়েছে। সেই অর্থ ব্যবহার করে প্রশাসন পরিত্যক্ত কারাগার সচল করেছে, সামরিক ঘাঁটির অংশ বিশেষ সংস্কার করেছে এবং রিপাবলিকান গভর্নরদের সঙ্গে মিলে দুর্গম এলাকায় অভিবাসীদের জন্য তাঁবু শিবির তৈরি করেছে।

বর্ডার জার টম হোমান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জানিয়েছেন, চলতি বছর প্রশাসন ৫ লাখ ৭৯ হাজারেরও বেশি মানুষকে নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। আইসিই-এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক টড এম লিয়নস গত এপ্রিলে এক সম্মেলনে বলেছিলেন, 'আমাদের এটাকে ব্যবসার মতো পরিচালনা করতে শিখতে হবে।' প্রশাসনের লক্ষ্য হলো আমাজন যেভাবে তাদের প্যাকেজ পৌঁছে দেয়, ঠিক সেভাবেই অভিবাসীদের দ্রুত ফেরত পাঠানো।

তবে রিয়েল এস্টেট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গুদামে বিপুলসংখ্যক মানুষকে রাখা লজিস্টিক সমস্যা তৈরি করবে। এসব স্থাপনা মূলত মালামাল রাখার জন্য তৈরি, মানুষের বসবাসের জন্য নয়। সেখানে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা বা সঠিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের অভাব থাকে। এ ছাড়া আবাসিক এলাকা থেকে দূরে হওয়ায় হাজার হাজার মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পানি ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সেখানে নাও থাকতে পারে।

নিউ অরলিন্সের একজন অধিকারকর্মী তানিয়া উলফ বলেন, 'এটি অমানবিক। মানুষকে পশুর মতো বিবেচনা করা হচ্ছে।' আইসিই অবশ্য বলছে, তারা এই কাঠামোতে অনেক পরিবর্তন আনবে। সেখানে গোসলখানা, টয়লেট, রান্নাঘর, ডাইনিং এরিয়া, মেডিকেল ইউনিট এবং বিনোদন কেন্দ্রসহ প্রশাসনিক অফিস তৈরি করা হবে। কোনো কোনো কেন্দ্রে পরিবারের জন্য বিশেষ আবাসন ব্যবস্থাও থাকবে।

পরিকল্পিত গুদামগুলোর বেশির ভাগই রিপাবলিকান শাসিত এলাকায় হলেও দুটি বড় গুদাম ডেমোক্র্যাট শাসিত ভার্জিনিয়ার স্ট্যাফোর্ড এবং মিজৌরির ক্যানসাস সিটিতে করার কথা রয়েছে।

মস্কোয় বিস্ফোরণ, দুই পুলিশসহ নিহত তিন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে এক বিস্ফোরণে দুজন ট্রাফিক পুলিশ কর্মকর্তা এবং আরেকজন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। রাশিয়ার তদন্ত সংস্থাগুলোর বরাতে জানা গেছে, দক্ষিণ মস্কোর ইয়েলেতস্কায়া স্ট্রিট এলাকায় এই বিস্ফোরণ ঘটে স্থানীয় সময় বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) ভোরে। ঘটনাস্থলটি সেই জায়গার কাছে, যেখানে চলতি সপ্তাহের শুরুতে এক রুশ জেনারেল গাড়িবোমা হামলায় নিহত হয়েছিলেন।

রাশিয়ার ইনভেস্টিগেটিভ কমিটির বিবৃতির বরাতে আল জাজিরা জানিয়েছে, সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটকের চেষ্টা করার সময় বিস্ফোরণটি ঘটে। পুলিশ কর্মকর্তারা যখন ওই ব্যক্তির কাছে যান, তখনই একটি বিস্ফোরক ডিভাইস সক্রিয় হয়ে যায়।

বিইএসএএফের বার্ষিক সাধারণ সভায় ভবন কেনার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন অব পেনসিলভেনিয়ার (বেসাপ) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সংগঠনের জন্য নিজস্ব ভবন কেনার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) ফিলাডেলফিয়ার উন্দাল রেস্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাংগঠনিক সম্পাদক মিনহাজুর রহমান মারুফের সঞ্চালনায় সহসভাপতি মো. ফারুক মিয়ার পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। পরে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

সভায় সভাপতির শুভেচ্ছা বক্তব্যের পাশাপাশি উপদেষ্টা ও কমিউনিটি নেতারা বক্তব্য দেন। সাধারণ সম্পাদক আবেদীন জয়নাল সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষ সোহাদ রব চৌধুরী আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করেন।

বিবিধ আলোচনায় সংগঠনের স্থায়ী কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে নিজস্ব ভবন কেনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় সভায় উপস্থিত সদস্যরা তাৎক্ষণিকভাবে ৭০ হাজার মার্কিন ডলারের আশ্বাস দেন। বিদ্যমান তহবিলসহ সংগঠনের মোট তহবিল দাঁড়ায় ১ লাখ ৫৩ হাজার মার্কিন ডলার। দ্রুত ভবন ক্রয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়।

সভা শেষে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আটলান্টায় বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির আত্মপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টায় বসবাসরত বৃহত্তর নোয়াখালীর মানুষের উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে 'বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি জর্জিয়া'। রোববার (২১ ডিসেম্বর) স্থানীয় বুফর্ড হাইওয়ের দেশী স্ট্রিট রেস্টুরেন্টে এক আয়োজনের মাধ্যমে সোসাইটির আত্মপ্রকাশ করে। পরে সংগঠনের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আটলান্টায় বসবাসরত নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মহিন উদ্দিন দুলাল।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জসিম উদ্দিন, শাকুর মিন্টু, মোস্তাফা কামাল মাহমুদ, স্বপন, ওমর ফারুক, হান্নান চৌধুরী, আমীর হোসেন, কাজী ফজলু, এস. এ. আবেদীন সুমন, রাসেল খান, সম্রাট, আব্দুর রাজ্জাক, নূর ভূঁইয়া, নাসির উদ্দিন কাউন্সিলর, তিশাসহ আরও অনেকে।



বক্তারা তাদের বক্তব্যে বৃহত্তর নোয়াখালীর সমৃদ্ধ কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে আটলান্টায় বসবাসরত বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তারা বলেন, প্রবাসে থেকেও শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ বজায় রেখে সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকা প্রয়োজন।

বক্তারা আরও বলেন, নবগঠিত বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি জর্জিয়া ভবিষ্যতে বৃহত্তর নোয়াখালীর মানুষের কল্যাণের পাশাপাশি দেশ ও সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখবে।

অনুষ্ঠানে আগামী ৩১ ডিসেম্বর নববর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে একটি স্বেচ্ছাসেবক কমিটি গঠন করা হয়। আলোচনা ও আনুষ্ঠানিকতা শেষে নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। পুরো আয়োজনটি ছিল প্রাণবন্ত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে।

নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইন্‌ক
Nawabgonj Association of USA Inc.

বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও অনুষ্ঠান



সঙ্গীত পরিবেশনায়
রানু নেওয়াজ
রেশমী মির্জা
কৃষ্ণা তিথি
অনিক রাজ
শাওন ভূইয়া
শ্রাবনী

অনুষ্ঠান উপস্থাপনায়
সোনিয়া

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
ঝর্না বীথি

4 January 2026
Sunday @ 6:00 PM

Venue:
Gulshan Terrace
59-15 37th Ave,Woodside, NY 11377

প্রধান অতিথি
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
কনসাল জেনারেল অব বাংলাদেশ, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

গেষ্ট অব অনার
জনাব শাহ নেওয়াজ
চেয়ারম্যান, ট্রাস্টিবোর্ড, বাংলাদেশ সোসাইটি
প্রেসিডেন্ট, গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার

শপথ বাক্য পাঠ করাবেন
মো: মুনছুর আলম
প্রধান উপদেষ্টা
নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক

Special Guests

- **John Liu** — New York State Senator
- **Jenifer Rajkumar** — Assemblymember, District 38
- **Shekar Krishnan** — Member of the New York City Council
- **আতাউর রহমান সেলিম** — সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি
- **মো: মহিউদ্দিন দেওয়ান** — সিনিয়র সহ সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি
- **মোহাম্মদ আলী** — সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি
- **এম বাসেত রহমান** — প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন
- **বদরুল ইসলাম খান বাদল** — সাবেক সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন
- **আরিফ আহমেদ চৌধুরী** — সাবেক সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন

আমন্ত্রণে

মো: মিলন মোল্লা — আহবায়ক, ৩৪৭-৬২১-৬২৬৮
আমিন মেহেদী বাবু — প্রধান সমন্বয়কারী, ৯১৭-৬০১-১৬৫০
মো: জাহিদ আলম — প্রধান পৃষ্ঠপোষক, ৯২৯-৩২৮-৫৯৭১
মজিবুর রহমান বাবু — সদস্য সচিব, ৯১৭-৬০০-৩৬৪০

শেখ মাহমুদ সিদ্দিক — যুগ্ম আহবায়ক
গোলাম খান লিপন — সমন্বয়কারী
জয়নব আক্তার — পৃষ্ঠপোষক
মো: লাভলু মিয়া — যুগ্ম সদস্য সচিব

■ **তানভীর এ মিলন**, চেয়ারম্যান, সংবিধান প্রনয়ণ কমিটি ■ **সোয়েব হোসেন খান**, চেয়ারম্যান, অভ্যার্থনা কমিটি

সার্বিক সহযোগিতায়:

সিনিয়র সহ সভাপতি শেখ আব্দুল মালেক, সহ সভাপতি গোলাম মোস্তফা, রুবেল চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ কিরণ, যুগ্ম সম্পাদক মেহেদী হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক আলবীন রোজারিও, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মো: মোয়াজ্জেম হোসেন এশা, কোষাধ্যক্ষ সফিক খান, মহিলা সম্পাদক শিল্পী রাণী মন্ডল, প্রচার সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ এহসান, ক্রীড়া সম্পাদক আসিফুল ইসলাম শাওন, আপ্যায়ন সম্পাদক মো: শাহরিয়ার, আন্তঃরাষ্ট্র বিষয়ক সম্পাদক নেসার আহমেদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক শামীম আহমেদ, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মো: সাইফুল ইসলাম।
সম্মানিত সদস্য: মো: রেজা উজ্জ্বল, ইমতিয়াজ আহমেদ, ইশরাত জাহান, ওয়াহিদা সুলতানা লোনা, জায়েদুল ইসলাম, নিরঞ্জন শীল, শেখ অয়ন আহমেদ, নাসিম খান, মো: খায়রুল ইসলাম, সায়েমা সালাম রুনি, তৌফিকুল ইসলাম পিয়াস।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ

আব্দুস সাত্তার খাঁন, মো: মনিরুজ্জামান , বাবুল দেওয়ান, এম রহমান সাচ্চু, এস মিয়া তৌহিদ, বখতিয়ার মোহাম্মদ খোকন, বি, এইচ সাইফুর, আলাউদ্দিন আহমেদ বাদশা,মোহাম্মদ আরিফ রহমান, মীর রেজাউল হক রেজা, আতাউর রহমান আতা, মো: বাবুল হোসেন, রমেশ চন্দ্র মন্ডল।

শুভেচ্ছান্তে

মো: উজ্জ্বল বিপুল
সভাপতি, ৯১৭-৫৪৭-৩৭৭৪

গনেশ কীর্ত্তনীয়া
সাধারণ সম্পাদক, ৩৪৭-৩৪৫-৯৯১১

প্রচার সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব কর্তৃক প্রচারিত

হাদি হত্যায় ভারত জড়িত, দাবি শিখ সংগঠনের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক



শরিফ ওসমান হাদি

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদ-বিরোধী তরুণ নেতা শহীদ শরিফ ওসমান হাদির নির্মম হত্যাকাণ্ডে ভারতকে দায়ী করেছে শিখস ফর জাস্টিস নামের সংগঠন। বুধবার এই সংগঠনের নেতৃত্বে অন্তত ছয়টি দেশে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ওয়াশিংটন, লন্ডন, কানাডার টরন্টো ও ভ্যানকুভার, ইতালির মিলান এবং অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে থেকে ভারত সরকারের নীতির তীব্র নিন্দা জানান তারা। এ খবর দিয়েছে আজের নিউজ।

আজারবাইজান ভিত্তিক এই সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা শিখ অধিকারকর্মী হারদীপ সিং নিজ্জার এবং বাংলাদেশের তরুণ নেতা ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তুলেছেন। নিজ্জার ও হাদি দুজনেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের প্রভাবের কড়া সমালোচক ছিলেন বলে উল্লেখ করেন তারা।

বিশ্বব্যাপী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীতির বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ কর্মসূচিগুলো পর্যালোচনা করা বাকু ইনিশিয়েটিভ গ্রুপের (বিআইজি) জানিয়েছে, বুধবার অনুষ্ঠিত এসব বিক্ষোভের মূল লক্ষ্য ছিল নিজ্জার ও হাদির মৃত্যুর পেছনে ভারতের দায়ের বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

ভেনেজুয়েলা ঘিরে ব্যাপক সেনা মোতায়েন করে রাখলেও দেশটি নিয়ে নিজেদের লক্ষ্যগুলো এখন পর্যন্ত খোলাসা করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে পদত্যাগ করার জন্য চাপ দিয়েছেন। এমনকি গত সোমবারও ট্রাম্প বলেছেন, মাদুরোর জন্য ক্ষমতা ছাড়াটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ক্যারিবীয় সাগরে এই সেনা মোতায়েনের কারণ হিসেবে ট্রাম্প বলেছেন, ভেনেজুয়েলা থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করছে। মাদকবাহী তকমা দিয়ে নৌযানের ওপর কয়েক মাস ধরে হামলা চালাচ্ছে মার্কিন বাহিনী। একে বিচারবহির্ভূত হত্যা বলে অভিযোগ করেছে বিভিন্ন দেশ। ভেনেজুয়েলার ভূখণ্ডে মাদক-সংক্রান্ত বিভিন্ন অবকাঠামোয় হামলা চালানোর হুমকিও দিয়েছেন ট্রাম্প।

এখন পর্যন্ত ক্যারিবীয় সাগরে ভেনেজুয়েলার তেলবাহী দুটি ট্যাংকারে অভিযান চালিয়েছে মার্কিন কোস্টগার্ড। ওই তেল জব্দ করা হয়েছে। রয়টার্সকে সূত্র জানিয়েছে, তৃতীয় আরেকটি ট্যাংকার জব্দের অপেক্ষা করছে কোস্টগার্ড। গত রোববারই 'বেলা-১' নামের ওই জাহাজ জব্দের চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে এখন আরও সেনাসদস্যদের নিয়ে নতুন করে অভিযানের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

ভেনেজুয়েলার তেলে দুই মাস অবরোধের নির্দেশ ট্রাম্প প্রশাসনের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভেনেজুয়েলার জ্বালানি তেলের ওপর অন্তত দুই মাস 'একচেটিয়া অবরোধ' আরোপের দিকে নজর দিতে মার্কিন সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছে হোয়াইট হাউস। পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে যুক্তরাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তা গতকাল বুধবার রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছেন। এর অর্থ হলো কারাকাসের ওপর সামরিক চাপের চেয়ে বর্তমানে অর্থনৈতিক চাপের ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে ওয়াশিংটন।

ওই কর্মকর্তা বলেন, ভেনেজুয়েলাকে সামরিকভাবে মোকাবিলা করার পথ এখনো খোলা। তবে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জনে প্রথমে নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে অর্থনৈতিক চাপ দেবে ওয়াশিংটন। এই প্রচেষ্টা এরই মধ্যে কারাকাসের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতায় না গেলে জানুয়ারির শেষ নাগাদ ভেনেজুয়েলা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে।



যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব বাতিলে অভিযান জোরদার করা হচ্ছে

বিশেষ প্রতিনিধি

অভিবাসনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যারা মার্কিন নাগরিকত্ব পেয়েছেন, ক্ষেত্রবিশেষে তাদের নাগরিকত্ব পুনঃপরীক্ষা করা হচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসন ন্যাচারালাইজড মার্কিন নাগরিকদের নাগরিকত্ব বাতিলের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করার পরিকল্পনা করছে। নিউইয়র্ক টাইমস-এর হাতে আসা অভ্যন্তরীণ নির্দেশনার উদ্ধৃতি দিয়ে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনে প্রশাসনের এমন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

> নিউইয়র্ক টাইমস-এর তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ৬০ লাখ ন্যাচারালাইজড নাগরিক রয়েছেন।

বিশ্লেষকদের মতে, এটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন দমন নীতির একটি নতুন ও আরও আক্রমণাত্মক ধাপ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস)-এর মাঠপর্যায়ের দপ্তরগুলোতে পাঠানো নির্দেশনায় ২০২৬ অর্থবছরে প্রতি মাসে ১০০ থেকে ২০০টি ডিন্যাচারালাইজেশন মামলা বিচার বিভাগের অফিস অব ইমিগ্রেশন লিটিগেশনে পাঠানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্য পূরণ হলে আধুনিক মার্কিন ইতিহাসে নাগরিকত্ব বাতিলের ঘটনা নজিরবিহীনভাবে বেড়ে যাবে। তুলনামূলকভাবে, ২০১৭ সাল থেকে চলতি বছর পর্যন্ত বিচার বিভাগে এ ধরনের মামলা হয়েছে মোট ১২০টির কিছু বেশি।

ফেডারেল আইন অনুযায়ী, নাগরিকত্ব পাওয়ার সময় প্রতারণা বা কিছু নির্দিষ্ট ও সীমিত পরিস্থিতিতেই কেবল কাউকে নাগরিকত্বচ্যুত করা যায়। তবে নিউইয়র্ক টাইমস লিখেছে, ট্রাম্প প্রশাসন বৈধ ও অবৈধ—উভয় ধরনের অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে সব ধরনের আইনি উপায় প্রয়োগে আগ্রহী। এতে অধিকারকর্মীরা আশঙ্কা করছেন, কাগজপত্রে অনিচ্ছাকৃত বা সামান্য ভুল থাকা সত্ত্বেও অনেক মানুষ হয়রানির শিকার হতে পারেন।

এই নির্দেশনা এমন এক সময়ে এলো, যখন ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন পথ সংকুচিত করছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ সীমান্তে আশ্রয়প্রার্থীদের প্রবেশে বাধা, যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে আশ্রয় আবেদন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা এবং প্রধানত আফ্রিকান ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে ভ্রমণকারীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা। প্রশাসনের দাবি, এসব পদক্ষেপ জাতীয় নিরাপত্তা ও মার্কিন মূল্যবোধ রক্ষায় সহায়ক।

ইউএসসিআইএসের মুখপাত্র ম্যাথিউ জে. ট্রাগেসার *নিউইয়র্ক টাইমস*-কে বলেছেন, অবৈধভাবে নাগরিকত্ব অর্জনকারীদের চিহ্নিত করা সংস্থার প্রতারণাবিরোধী কর্মসূচির অংশ। তার ভাষায়, যারা নাগরিকত্ব প্রক্রিয়ায় মিথ্যা বলেছেন বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তবে সাবেক ইউএসসিআইএস কর্মকর্তাদের একটি অংশ এই উদ্যোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সাবেক কর্মকর্তা সারা পিয়ার্স বলেন, মাসিক কোটা নির্ধারণ করে নাগরিকত্ব বাতিলের চেষ্টা এই প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক রূপ দিতে পারে এবং লাখ লাখ ন্যাচারালাইজড নাগরিকের মধ্যে অকারণ ভয় ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে।

অন্যদিকে, কঠোর অভিবাসন নীতির সমর্থকেরা বলছেন, ভুলভাবে নাগরিকত্ব পাওয়া ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে আরও শক্ত অবস্থান নেওয়া জরুরি। সেন্টার ফর ইমিগ্রেশন স্টাডিজের প্রধান মার্ক ক্রিকোরিয়ানের মতে, এখনো পর্যাপ্ত সংখ্যায় ডিন্যাচারালাইজেশন হয়নি এবং এতে নির্দোষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি নেই।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ৬০ লাখ ন্যাচারালাইজড নাগরিক রয়েছেন। গত বছর ৮ লাখের বেশি মানুষ নতুন নাগরিকত্ব পেয়েছেন, যাদের বেশিরভাগের জন্ম মেক্সিকো, ভারত, ফিলিপাইন, ডোমিনিকান রিপাবলিক বা ভিয়েতনামে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আদালতের কঠোর মানদণ্ডের কারণে বাস্তবে কাউকে নাগরিকত্বচ্যুত করা এখনো কঠিন প্রক্রিয়া। তবুও, নাগরিকত্ব বাতিলের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানোর এই পরিকল্পনা ন্যাচারালাইজড মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে নিউইয়র্ক টাইমস।



সাউথ জার্সি মেট্রো আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিজয় দিবস উদযাপন

সুব্রত চৌধুরী

বাঙালি জাতির জীবনে ১৬ ডিসেম্বর এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের সাউথ জার্সি মেট্রো আওয়ামী লীগ।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাতে আটলান্টিক সিটির বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সংগঠনটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন আলহাজ মাওলানা আবদুল হাই এবং গীতা থেকে পাঠ করেন জলি দাশ। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টের সব শহীদ, একাত্তরের সব শহীদ, জাতীয় চার নেতা ও শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে পরিবেশিত হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত।

আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রফিকের সভাপতিত্বে ও বেলাল হোসেনের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন বেলাল উদ্দিন, সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, নুর মোহাম্মদ, আব্দুর রহিম, জামিলা বকুল, রওশন উদ্দিন, মিজানুর রহমান, আবদুল গফুর, জাকিরুল ইসলাম খোকা, মনিরুজ্জামান মনির, আবু নসর, মুক্তাদির রহমান, শেখ কামাল মনজু ও নূরুন্নবী চৌধুরী শামীমসহ আরও অনেকে।

বক্তারা আলোচনায় দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কঠোর সমালোচনা করেন। তারা ইউনূস সরকারের আমলে সংঘটিত কথিত মব কিলিংয়ের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। বক্তারা বলেন, দেশের জনগণ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন পার করছে। তারা মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের ওপর নির্যাতনের ঘটনাগুলোর কথাও তুলে ধরেন এবং এসব ঘটনার অবসান ঘটাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন লেখক ও সাংবাদিক সুব্রত চৌধুরী। সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী গোলাম মোস্তফা, জলি দাশ, ফারুক হোসেন ও স্বপন দাশ।

বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএর বিজয় দিবস উদযাপন

জলি আহমেদ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ। রোববার (২১ ডিসেম্বর) জ্যামাইকার স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টে এই উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করা হয়। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জলি আহমেদ ও শান্তনু সাজ্জাদ।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্যদের পাশাপাশি কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশ নেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ ও আইনজীবী মইন চৌধুরী।

এ ছাড়া বক্তব্য দেন বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএর সভাপতি শামীম হাসান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম কলিম।

সভায় বক্তারা প্রবাসে নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তারা কমিউনিটির মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন কামরুজ্জামান বকুল, নিপা জামান, রায়হান, শান্তনু ও অর্ণব।

বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ একটি অরাজনৈতিক পেশাজীবী সংগঠন। ২০২৪ সালে নিউইয়র্কে সংগঠনটির কার্যক্রম শুরু হয়। সংগঠনটির লক্ষ্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্কের উন্নয়ন এবং নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি তুলে ধরা।



নিউইয়র্ক গভর্নর পদে প্রার্থীতা প্রত্যাহার, কংগ্রেসও ছাড়ছেন এলিস স্টেফানিক

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য এলিস স্টেফানিক ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি নিউইয়র্কের গভর্নর পদে লড়াই থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন এবং একই সঙ্গে কংগ্রেসে পুনর্নির্বাচনের চেষ্টা করবেন না।

শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে স্টেফানিক বলেন, বড়দিনের সময় পরিবারকে গুরুত্ব দিতেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি লেখেন, গভর্নর পদে তাঁর প্রচারণা স্থগিত করা হচ্ছে এবং কংগ্রেসে আর প্রার্থী হচ্ছেন না। এই সিদ্ধান্ত সহজ ছিল না বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

স্টেফানিক জানান, অতীতের নির্বাচনী অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট—এই প্রাইমারিতে জয় সম্ভব হলেও নিউইয়র্কের মতো কঠিন রাজ্যে দীর্ঘ ও অপ্রয়োজনীয় রিপাবলিকান প্রাইমারিতে সময় ও অর্থ ব্যয় করা কার্যকর হবে না। তাঁর এই ঘোষণা আসে ঠিক তখনই, যখন নাসাউ কাউন্টির নির্বাহী ব্রুস ব্ল্যাকম্যান—যিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত—গভর্নর পদে রিপাবলিকান প্রাইমারিতে প্রার্থী হচ্ছেন। এতদিন স্টেফানিককেই রিপাবলিকানদের সম্ভাব্য অগ্রগামী প্রার্থী হিসেবে ধরা হচ্ছিল।

স্টেফানিক স্পষ্ট করেছেন, তিনি নিউইয়র্কের ২১তম কংগ্রেশনাল জেলা থেকেও আর প্রার্থী হবেন না। এতে ব্ল্যাকম্যানের জন্য রিপাবলিকান মনোনয়নের পথ অনেকটাই সহজ হলো বলে মনে করা হচ্ছে। রিপাবলিকানদের লক্ষ্য আগামী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট গভর্নর ক্যাথি হকুলকে পরাজিত করা।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট, যিনি একসময় স্টেফানিকের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, এক বিবৃতিতে তাঁর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, স্টেফানিক আপস্টেট নিউইয়র্কের মানুষের জন্য একজন শক্তিশালী কণ্ঠস্বর ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।

অন্যদিকে, হকুলের প্রচারণা শিবির থেকে বলা হয়েছে, বাস্তবতা বুঝেই



এলিস স্টেফানিক

স্টেফানিক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রচারণা মুখপাত্র রায়ান রাডুলোভাকি বলেন, গভর্নর ক্যাথি হকুলের বিরুদ্ধে লড়লে হার নিশ্চিত—স্টেফানিক তা বুঝতে পেরেছেন।

স্টেফানিক রিপাবলিকান দলে দীর্ঘদিন ধরেই একজন উদীয়মান নেতা হিসেবে পরিচিত। তিনি একসময় হাউস রিপাবলিকান কনফারেন্সের চেয়ার ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রেসিডেন্টদের বিরুদ্ধে ইহুদি বিদ্বেষ প্রসঙ্গে তাঁর কড়া প্রশ্ন সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচিত হয়েছিল।

ডোনাল্ড ট্রাম্প একসময় তাঁকে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনয়ন দিলেও পরে কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখার স্বার্থে সেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করা হয়।

স্টেফানিক গত মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে গভর্নর হকুলের বিরুদ্ধে প্রার্থীতা ঘোষণা করেন। চলতি মাসের শুরুতে ব্রুস ব্ল্যাকম্যান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন। ট্রাম্প তখন কারও পক্ষে সরাসরি সমর্থন জানাননি।

এই সপ্তাহে প্রকাশিত সিয়েনা কলেজের এক জরিপে দেখা যায়, সম্ভাব্য সরাসরি লড়াইয়ে হকুল স্টেফানিকের চেয়ে ১৯ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন। ব্ল্যাকম্যানের বিরুদ্ধেও হকুলের ব্যবধান ছিল ২৫ পয়েন্ট।

স্টেফানিক সরে দাঁড়ানোর পর রিপাবলিকানরা দ্রুতই ব্ল্যাকম্যানের পক্ষে একত্রিত হতে শুরু করেছেন। নিউইয়র্ক রাজ্য রিপাবলিকান পার্টির চেয়ার এড কক্স বলেন, স্টেফানিক দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবেই থাকবেন। একই সঙ্গে তিনি ব্ল্যাকম্যানকে সমর্থন জানান।

নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রিনল্যান্ড আমাদের চাই: ট্রাম্প

বিশেষ প্রতিনিধি

জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে গ্রিনল্যান্ড দখলের বিষয়ে আবারও প্রকাশ্য অবস্থান নিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্কের মধ্যে নতুন করে কূটনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। ডেনমার্ক স্পষ্ট করে জানিয়েছে—গ্রিনল্যান্ড বিক্রির বস্তু নয়, এটি গ্রিনল্যান্ডবাসীর ভূখণ্ড।

গত সোমবার ফ্লোরিডার পাম বিচে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, গ্রিনল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। তাঁর ভাষায়, "আমাদের গ্রিনল্যান্ড দরকার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য। খনিজ সম্পদের জন্য নয়।" তিনি দাবি করেন, গ্রিনল্যান্ডের উপকূলজুড়ে রাশিয়া ও চীনের জাহাজের উপস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি করছে।

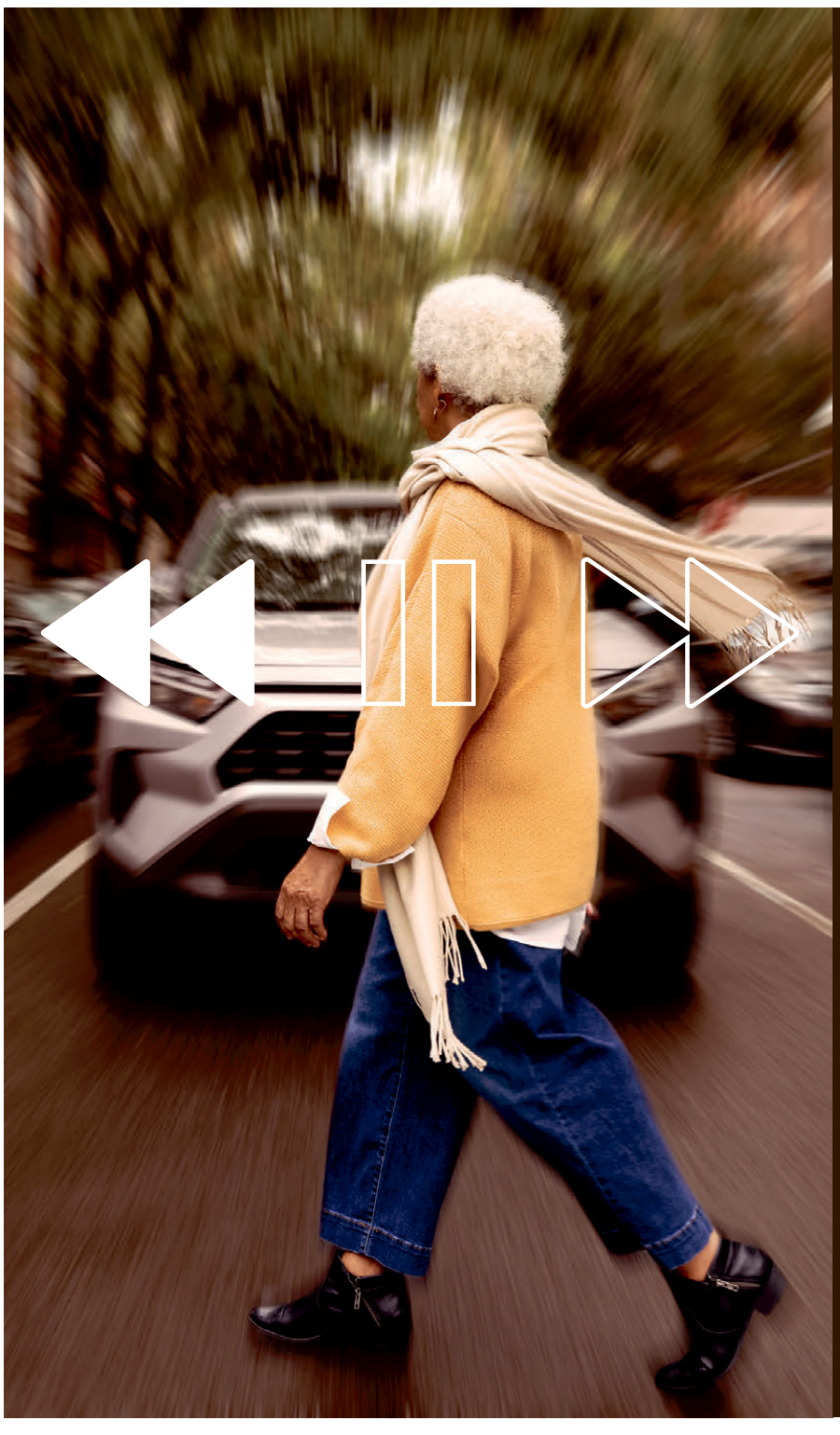
এই বক্তব্যের এক দিন আগে গ্রিনল্যান্ড–সংক্রান্ত বিশেষ দূত হিসেবে লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের গভর্নর জেফ ল্যান্ড্রিকে নিয়োগ দেন ট্রাম্প। নিয়োগের পরপরই ল্যান্ড্রি বলেন, তিনি গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ করার প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেবেন। এই মন্তব্য ডেনমার্কে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেদেরিকসেন এবং গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ইয়েন্স–ফ্রেদেরিক নিলসেন এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, গ্রিনল্যান্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার একমাত্র গ্রিনল্যান্ডবাসীর। তাঁরা বলেন, "কোনো দেশ অন্য একটি দেশকে দখল করতে পারে না। ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতি।"

ডেনমার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লার্স লোক্কে রাসমুসেন জানান, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করে বিষয়টির ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, গ্রিনল্যান্ডের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে—ডেনমার্কের সার্বভৌমত্ব প্রশ্নবিদ্ধ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নও এই ইস্যুতে ডেনমার্কের প্রতি পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেছে।





দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তা আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না।

পথচারী পারাপার ব্যবহার করুন।

NYC Delivering for you. Every day. Everywhere.
NEW YORK CITY DOT Ydanis Rodriguez Commissioner
VISION ZERO Building a Safer City

হন্ডুরাসে অবশেষে ট্রাম্প-সমর্থিত নাসরি আসফুরাকে জয়ী ঘোষণা

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

বিবিসি

কয়েক সপ্তাহের নাটকীয়তা, প্রযুক্তিগত বিভ্রাট আর জালিয়াতির পাল্টাপাল্টি অভিযোগের পর অবশেষে হন্ডুরাসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নাসরি আসফুরাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই নির্বাচনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রকাশ্য সমর্থন আসফুরার জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

হন্ডুরাসের ন্যাশনাল ইলেকটোরাল কাউন্সিল (সিএনই) জানিয়েছে, রক্ষণশীল ন্যাশনাল পার্টির প্রার্থী আসফুরা ৪০ দশমিক ৩ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মধ্যপন্থী লিবারেল পার্টির সালভাদর নাসরাল্লা পেয়েছেন ৩৯ দশমিক ৫ শতাংশ ভোট।

বিজয়ী ঘোষণার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক বার্তায় আসফুরা বলেন, 'হন্ডুরাস, আমি দেশ পরিচালনার জন্য প্রস্তুত। আমি আপনাদের হতাশ করব না।'

তবে এ ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন সালভাদর নাসরাল্লা। এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'অসংগতির ওপর



নাসরি আসফুরা

ভিত্তি করে তৈরি করা কোনো ফলাফল আমি মেনে নেব না।' তবে একই সঙ্গে তিনি সমর্থকদের শান্ত থাকারও আহ্বান জানিয়েছেন। দেশটির কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট লুইস রেডন্ডো এ ফলাফলকে 'সম্পূর্ণ অবৈধ' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

গত ৩০ নভেম্বর হন্ডুরাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ভোট গণনার সময় দুবার কারিগরি বিপর্যয় ঘটায় ফলাফল প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্ব হয়। নির্বাচনী কর্মকর্তাদের মতে, প্রায় ১৫ শতাংশ ভোট হাতে গণনা করতে হয়েছে। এই বিলম্বকে কেন্দ্র করে গত সপ্তাহজুড়ে রাজধানী তেগুচিগালপাসহ দেশজুড়ে বিক্ষোভ করেছেন ক্ষমতাসীন লিব্রে পার্টির হাজার হাজার সমর্থক।

বিদায়ী প্রেসিডেন্ট সিওমারা কাস্ত্রো এ ঘটনাকে 'নির্বাচনী অভ্যুত্থান' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তোলেন।

নির্বাচনী প্রচার চলাকালে ট্রাম্প হুমকি দিয়েছিলেন, আসফুরা না জিতলে হন্ডুরাসে মার্কিন আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এমনকি মাদক ও অস্ত্র মামলায় যুক্তরাষ্ট্রে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হন্ডুরাসের সাবেক প্রেসিডেন্ট হুয়ান অরল্যান্ডো হার্নান্দেজকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে সবাইকে চমকে দেন ট্রাম্প।

হন্ডুরাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প–সমর্থিত প্রার্থীর চেয়ে এগিয়ে গেলেন নাসরাল্লা

আসফুরার জয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র নবনির্বাচিত প্রশাসনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় নিরাপত্তা এবং অবৈধ অভিবাসন বন্ধে কাজ করতে আগ্রহী।

বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, আসফুরার এই জয় হন্ডুরাসের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিভাজন আরও স্পষ্ট করবে এবং ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে দেশটির সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। তবে বিরোধী শিবিরের বিক্ষোভ দেশটিতে নতুন করে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করতে পারে।



ক্যানসাসের বেল এয়ার সিটির উপদেষ্টা কমিটিতে বাংলাদেশি সোমবার্তা নিয়োগ

এমরান হোসাইন, ক্যানসাস প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানসাস অঙ্গরাজ্যের বেল এয়ার সিটির অ্যাডভাইজরি কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সোমবার্তা। সিটি মেয়র জিম ব্যানেজ স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে তার এ নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

চিঠিতে বলা হয়, আগামী দুই বছরের জন্য (২০২৮ সাল পর্যন্ত) সোমবার্তা বেল এয়ার সিটির ইউটিলিটি বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ সময় তাকে নগরবাসীর কল্যাণে সক্রিয়ভাবে কাজ করার আহ্বান জানান মেয়র।

সোমবার্তার এ নিয়োগকে বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য গর্বের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ক্যানসাসের একটি বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ 'দেশীকারী'-তে উচিটা বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উচিটা বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রেজাউল করিম টিপু। এ সময় সোমবার্তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মাহপেরা করিম, কোষাধ্যক্ষ বখতিয়ার, প্রকৌশলী রুপন দেব, শফিকুজ্জামান চৌধুরী এবং উচিটা স্টেট ইউনিভার্সিটির ছাত্রী মৌসুমীসহ কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যরা।

বক্তারা বলেন, সোমবার্তার এই নিয়োগ প্রবাসে বাংলাদেশিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত।

সাবেক মুখপাত্রের দাবি

দায় এড়াতে ফন্দি খোঁজার দায়িত্ব দিয়েছিলেন নেতানিয়াহু

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পরপরই প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সেই ঘটনার দায় এড়ানোর উপায় খুঁজতে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখপাত্র ইলাই ফেল্ডস্টাইন গত সোমবার রাতে ইসরায়েলের 'কান' নিউজ চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই বিস্ফোরক দাবি করেছেন।

গোপন নথি ফাঁসের দায়ে বর্তমানে বিচারের মুখোমুখি হওয়া ফেল্ডস্টাইন এই প্রথম সরাসরি নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনলেন।

ইলাই ফেল্ডস্টাইন জানান, ৭ অক্টোবরের সেই রক্তক্ষয়ী হামলার ঠিক পরেই নেতানিয়াহু তাঁকে 'প্রথম কাজ' হিসেবে দিয়েছিলেন—কীভাবে জবাবদিহি বা দায়বদ্ধতার প্রশ্ন থেকে রেহাই পাওয়া যায় তার উপায় বের করা। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'হামলার পর নেতানিয়াহু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এখন কী ধরনের সংবাদ প্রচার হচ্ছে? তারা কি এখনো দায়বদ্ধতার কথা বলছে?" তাঁকে তখন বেশ আতঙ্কিত দেখাচ্ছিল। নেতানিয়াহু চেয়েছিলেন এমন কিছু বলা হোক, যাতে গণমাধ্যমে তাঁর দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে যে ঝড় উঠেছে, তা স্তিমিত হয়ে যায়।'

ফেল্ডস্টাইন আরও দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন যেকোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে 'দায়বদ্ধতা' (Responsibility) শব্দটি ব্যবহার না করা হয়।

তবে নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে এই সাক্ষাৎকারকে 'মিথ্যা ও বানোয়াট' বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। হিব্রু সংবাদমাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে এবং নিজের অপরাধ থেকে মানুষের দৃষ্টি সরাতে এক ব্যক্তি এমন ডাহা মিথ্যা অভিযোগ করছেন।

কে এই ইলাই ফেল্ডস্টাইন

ইলাই ফেল্ডস্টাইন নেতানিয়াহুর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। তবে বর্তমানে তিনি দুটি বড় কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত। গোপন নথি ফাঁস—গত আগস্টে গাজায় ছয় জিম্মি নিহতের পর প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে একটি জার্মান সংবাদমাধ্যমে সামরিক গোপন তথ্য ফাঁসের অভিযোগে তাঁর বিচার চলছে। কাতারগেট স্ক্যান্ডাল—নেতানিয়াহুর হয়ে কাজ করার সময় কাতারের কাছ থেকে অর্থ নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া দুই ঘনিষ্ঠ সহযোগীর মধ্যে তিনি একজন।

উল্লেখ্য, ৭ অক্টোবরের হামলায় প্রায় ১ হাজার ২০০ ইসরায়েলি নিহত ও ২৫১ জন অপহৃত হয়। এর জবাবে ইসরায়েলের টানা দুই বছরের যুদ্ধে গাজায় এ পর্যন্ত প্রায় ৭১ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যাদের অর্ধেকই নারী ও শিশু।



NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health





FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER



SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416



বেঙ্গল ক্লাবের উদ্যোগে বিজয় দিবসের ক্যারম টুর্নামেন্ট

আটলান্টিক সিটি

সুব্রত চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বেঙ্গল ক্লাবের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ওপেন ক্যারম (দ্বৈত) টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় আটলান্টিক সিটির আর্কটিক এভিনিউয়ে অবস্থিত বেঙ্গল ক্লাবের নিজস্ব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলায় হেলাল হাসান ও মাসুম বাউল জুটি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। রানার্সআপ হন রহমান বাবুল ও ইউসুফ আলী জুটি। তৃতীয় স্থান অর্জন করেন তপু ও জুবেল জুটি।

চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন বেঙ্গল ক্লাবের সদস্য স্যাম আহমেদ মাসুদ। রানার্সআপ দলের হাতে ট্রফি প্রদান করেন কামরুল হাসান আমজাদ এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের পুরস্কার তুলে দেন মো. মজনু।

টুর্নামেন্টটি দেখতে আটলান্টিক সিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি উপস্থিত ছিলেন। খেলাগুলো দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আনন্দের সৃষ্টি করে।

ক্যারম টুর্নামেন্ট আয়োজনের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন হেলাল হাসান, মামুন ইসলাম, বাদল বাড়ৈ, শহিদুল ইসলাম পিংকি, কায়সার, আনিস জুয়েল, স্যামুয়েল গহর, আরিফ লিমন, সোহেল আহমেদ ও আসিফ আনোয়ার।

বেঙ্গল ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলী চৌধুরী তান্নু এবং সাধারণ সম্পাদক কাজল বাড়ৈ বিজয় দিবসের এই ওপেন ক্যারম টুর্নামেন্ট সফলভাবে আয়োজনের জন্য ক্লাবের সব স্তরের নেতৃবৃন্দ ও কমিউনিটির সদস্যদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

আয়োজকেরা জানান, বেঙ্গল ক্লাবের এই উদ্যোগ প্রবাসী কমিউনিটিতে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

একা আসা অভিবাসী শিশুদের দেশে ফেরাতে চাপ দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত কর্তৃপক্ষ

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে একা সীমান্ত পেরিয়ে আসা অনিবন্ধিত শিশুদের দ্রুত নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে চাপ দিচ্ছে দেশটির সীমান্ত কর্মকর্তারা—এমন তথ্য উঠে এসেছে একটি ফেডারেল নথিতে। নথিতে বলা হয়েছে, দেশে ফেরার আবেদন না করলে শিশুদের দীর্ঘ সময় আটক রাখা হতে পারে এবং তাদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকা স্বজনরাও আইনি ঝুঁকিতে পড়তে পারেন।

আদালতে দাখিল করা ওই নথি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন (সিবিপি) হেফাজতে থাকা শিশুদের সামনে একটি তথাকথিত ‘অ্যাডভাইজাল’ উপস্থাপন করা হয়। এতে সতর্ক করে বলা হয়, অভিবাসন আদালতে শুনানি চাইলে বা নিজ দেশে ফিরতে ভয় প্রকাশ করলে দীর্ঘমেয়াদি আটক, স্বজনদের গ্রেপ্তার বা বহিষ্কারের আশঙ্কা রয়েছে।

এই নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন ডেমোক্র্যাট সিনেটর রন ওয়াইডেন। তিনি একে ‘ভয়ভীতি প্রদর্শনমূলক ও নিষ্ঠুর’ উল্লেখ করে বলেন, শিশুদের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের আইনি সুরক্ষা ও অধিকার থেকে সরে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে।

এই নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন ডেমোক্র্যাট সিনেটর রন ওয়াইডেন। তিনি একে ‘ভয়ভীতি প্রদর্শনমূলক ও নিষ্ঠুর’ উল্লেখ করে বলেন, শিশুদের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের আইনি সুরক্ষা ও অধিকার থেকে সরে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। অভিবাসন অধিকারকর্মীরাও অভিযোগ করেছেন, স্বেচ্ছায় দেশে ফিরলে ভবিষ্যতে বৈধ ভিসার সুযোগ থাকবে—এমন বার্তা বাস্তবে বিভ্রান্তিকর।

তবে সিবিপি দাবি করেছে, শিশুদের আইনি বিকল্প ও অধিকার সম্পর্কে জানাতেই এই নথি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিবারে ফিরে যাওয়াই তাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ পথ। বিষয়টি নিয়ে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে মামলা চলমান রয়েছে।

SECURITY CAMERA
আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি
কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।
PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine & Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
আমাদের সেবা সমূহ:
■ শারীরিক চেক আপ
■ টি.এল.সি টেস্ট
■ ডায়াবেটিস
■ উচ্চ রক্তচাপ
■ হাই কোলেস্টরেল

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile | SIMPLE MOBILE | h2o | T-Mobile | univision mobile | Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

بسم الله الرحمن الرحيم
নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)
MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib
Masjid AR-Raiyyan
196-43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423
NYC REGISTERED
কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

পাত্র-পাত্রী চাই



আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

রুমমেট আবশ্যক

এলমহার্ষ্ট সাবওয়ের দুই ব্লক দুরে পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। 646-852-8832

বাসা ভাড়া

ব্রংকস পার্কচেষ্টার স্কুল সংলগ্ন ১ বেড রুমের এপার্টম্যান্ট। (পৃথক বেডরুম/ লিভিংরুম/ কিচেন) পাশেই বাংলাদেশি গ্রোসারি। ষ্টারলিং এভিন্যু। ১ জানুয়ারি থেকে খালি হবে। যোগাযোগ: 732-801-7646 3/12/25

Apartment For Rent

Jamaica Hills, 4 bedroom and 2 bathroom. Rent: $3200 plus utilities. Need good credit and recommendation. Please call 917-292-7804 for viewing. 4/12/25

FREE ESTIMATE UIN/LIC: 12000335383

Bengal Electric Systems Corp.

আমাদের সবধরণের Security Systems Installation করার জন্য DOS হতে Licensed & Background Check করা আছে।





বাসাবাড়ী, অফিস ও রেস্টুরেন্টে ভালমানের টেকসই ও সুলভমূল্যে নিম্নোক্ত কাজগুলি করে থাকি

- CCTV CAMERA SYSTEM (INDOOR AND OUTDOOR)
- INTERCOM SYSTEM
- FIRE ALARM SYSTEMS
- DOOR BEL (AUDIO/ VIDEO)
- ALL KIND OF ELECTRICAL JOBS (RESIDENTIAL & COMMERCIAL)
- ELECTRICAL WIRING
- DIFFERENT KIND OF LIGHT FIXTURE & OUTLET INSTALLATION
- ELECTRIC PANEL UPGRADE
- ALL KIND OF ELECTRICAL VIOLATION REMOVAL

md@bengalelectric.net www. bengalelectric.net
929 253 4767 and 212 763 3747

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

লাবণ্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হলে একজন অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার প্রয়োজন। প্রার্থীকে রেস্টুরেন্ট ও পার্টি ইভেন্ট পরিচালনা, টিম সমন্বয়, গ্রাহক সেবা ও দৈনন্দিন কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে দক্ষ হতে হবে। বিক্রয় বৃদ্ধি, মান নিয়ন্ত্রণ ও কর্মীদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা থাকা আবশ্যক। রেস্টুরেন্ট ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ২–৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা অগ্রাধিকার পাবে।

ঠিকানা: **1193 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208. আপনার সিভি ইমেইল করুন: emdadbhuiyan@yahoo.com**

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল।

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইনিজনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিষ্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিষ্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় 170 বিটুইন 90 Avenue এলাকায় ১ ব্লক দুরত্বে বাস এবং ট্রেন এবং মসজিদ গ্রোসারি নিকটে। লাক্সারি ৩ বেড, বাথ দুটি, কিচেন লিভিং, ডাইনিং ভাড়া হবে। 347-593-1892 ভাড়া $3300

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

বাবুর্চি আবশ্যক

জরুরি ভিত্তিতে অভিজ্ঞ বাংলা ও তান্দুরি খাবারের বাবুর্চি প্রয়োজন। স্থান: ল্যান্সডেল, পেনসিলভানিয়া। একটি স্বনামধন্য হালাল রেস্টুরেন্টে অভিজ্ঞ ও দক্ষ বাবুর্চি আবশ্যক, যিনি বাংলা ও তান্দুরি খাবার প্রস্তুতে পারদর্শী। থাকা ও খাবারের পূর্ণ ব্যবস্থা প্রদান করা হবে।
যোগাযোগ: ২৬৭-৭৩৬-৫০১১

জমি বিক্রয়

সিলেট শহরের ইসলামপুর (মেজর টিলা) এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে জমি বিক্রয় করা হবে।
জমির পরিমাণ: ৯ শতক, চারপাশে দেয়ালঘেরা, দুইটি রাস্তার সংযোগ রয়েছে।
উপযুক্ত ক্রেতার জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় সুযোগ
আগ্রহী ক্রেতাগণ নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন:
✆313-510-7025 (যুক্তরাষ্ট্র)
✆+880 1911-114402 (জুমাদ, বাংলাদেশ)

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660 Email: AkmRahman.samsur@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (88) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE

Our Services

- TLC Insurance
- Private Auto Ins.
- Commercial Auto Ins.
- Home & Business Ins.
- DMV Express Service
- TLC Plate Rent
- TLC Base (Black & Green Cab)
- Defensive Driving Course Certificate



NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE

- NEW REGISTRATION & PLATE
- REGISTRATION RENEWAL
- DUPLICATE TITLE
- CUSTOM PLATES
- VEHICLE TRANSFER
- SURRENDER PLATES
- TLC NEW APPLICATION
- TLC PLATE RENEWAL






CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com

Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা অনিশ্চয়তায় ৯০% আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তা মারাত্মকভাবে বেড়েছে। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৯০ শতাংশ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী তাদের স্টুডেন্ট ভিসার ভবিষ্যৎ নিয়ে মাঝারি থেকে উঁচু মাত্রার উদ্বেগে ভুগছেন। বিপরীতে, মাত্র ৪ শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন যে তারা যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের অত্যন্ত নিরাপদ বোধ করেন।

বৈষম্যবিরোধী সংগঠন স্টপ এএপিআই হেইট পরিচালিত এই জরিপে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের ৮৭ জন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অংশ নেন। জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের কড়া অভিবাসন নীতি, হঠাৎ ভিসা বাতিল, নজরদারি বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের আটক ও বহিষ্কারের ঘটনা ক্যাম্পাসজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে।

জরিপে আরও উঠে এসেছে, ৮৮ শতাংশ শিক্ষার্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ কমিয়েছেন এবং ৮৬ শতাংশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের মত প্রকাশ সীমিত করেছেন। অনেক শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, কোন কথা বা কর্মকাণ্ড তাদের ভিসা ঝুঁকিতে ফেলতে পারে—এই দুশ্চিন্তায় তারা আত্মনিয়ন্ত্রণে বাধ্য হচ্ছেন।

বিশেষ করে চীনা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নজরদারি ও নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ভয় বেশি বলে জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা শেষে চাকরি পাওয়া, এইচ-ওয়ানবি ভিসা ও অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং (ওপিটি) সংক্রান্ত অনিশ্চয়তাও শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

এ অবস্থায় অনেক শিক্ষার্থীই যুক্তরাষ্ট্রকে আর নিরাপদ বা সহায়ক শিক্ষাগন্তব্য হিসেবে সুপারিশ করতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন। জরিপ প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার্থীদের আইনি সহায়তা, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ও স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।



ওরল্যান্ডোতে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষার আহ্বান

জুয়েল সাদত

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ওরল্যান্ডো শহরে সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) রাত ৮টায় স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী ইকবাল হায়দার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইকবাল হায়দার বলেন, বাংলাদেশের সৃষ্টি, উন্নয়ন ও মুক্তিযুদ্ধ; সবকিছুতেই আওয়ামী লীগের ভূমিকা ঐতিহাসিক। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যারা বিকৃত ইতিহাস রচনার চেষ্টা করছেন, তারা বাংলাদেশকে ধারণ করেন না। আওয়ামী লীগের মাধ্যমেই বাংলাদেশ সংরক্ষিত ও নিরাপদ।

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন সেন্টুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নাজিম উল্লাহ লিটনের সঞ্চালনায় সভায় উপদেষ্টা জয়নাল চৌধুরী বলেন, আওয়ামী লীগ একটি সুসংগঠিত দল, এই দলই বাংলাদেশকে রক্ষা করবে। উপদেষ্টা আসিফ কাজী সুকন বলেন, দলের দুর্দিনে নেতাকর্মীরা কষ্টে আছেন, এ সময় প্রবাস থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাওন প্রজা বলেন, আওয়ামী লীগকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দলকে সংগঠিত করতে হবে এবং বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে হবে। সাংবাদিক জুয়েল সাদত বলেন, আবারও প্রমাণিত হয়েছে, বাংলাদেশের জন্য আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা অপরিহার্য।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন উপদেষ্টা মেজর তারেক, মহানগরের সাংগঠনিক সম্পাদক বাহার হোসেন, সাবেক ছাত্রনেতা সাজ্জাদ ও যুবনেতা ফরহাদ।

আলোচনা সভার শুরুতে উপস্থিত সবাই সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন। পরে দেশের গান পরিবেশন করেন নুরুল ইসলাম।

সভাপতির বক্তব্যে আনোয়ার হোসেন সেন্টু বলেন, একটি গোষ্ঠী বাংলাদেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, দেশ আজ এক কঠিন সময় পার করছে, এ অবস্থায় প্রবাস থেকে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।

সভা শেষে নাজিম উল্লাহ লিটন বিজয় দিবসের সমাপনী ঘোষণা দেন। রাতের ডিনারের মধ্য দিয়ে ওরল্যান্ডোতে আয়োজিত বিজয় দিবসের ২০তম অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax Business Licenses and Setup FBAR and FATCA Filing
Notary Public Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA New York State Society of Enrolled Agents
naea National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার
আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন ও অন্যান্যদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই।
এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন
Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914
PROHEALTH HOMECARE
(Ordinary People, Extra Ordinary Care)
PROHEALTH HOMECARE
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

হোম কেয়ার সেবার নামে দুই পাকিস্তানির

শেষ পৃষ্ঠার পর

ফেডারেল তদন্তকারীদের অভিযোগ, ২০১৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রায় সাত বছর ধরে সংঘবদ্ধভাবে ভুয়া বিল, কাগুজে সেবা ও কিকব্যাকের মাধ্যমে এই অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিন বরোর দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত কনি আইল্যান্ড দীর্ঘদিন ধরে সমুদ্রস্নান ও বিনোদনের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে গড়ে ওঠা এই এলাকায় প্রতিদিনই পর্যটকদের ভিড় থাকে। তবে আলোঝলমলের আড়ালে এখানে বসবাস করেন বিপুলসংখ্যক অভিবাসী পরিবার, প্রবীণ নাগরিক এবং শারীরিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে জীবনযাপন করা মানুষ। এই বাস্তবতাকে কেন্দ্র করেই এলাকায় মেডিকেইডভিত্তিক ডে কেয়ার ও হোম কেয়ার সেবার বিস্তার ঘটে।

ফেডারেল আদালতের নথি অনুযায়ী, অভিযুক্ত জাকিয়া খান ও তার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক সহযোগী আহসান ইজাজ ব্রুকলিনের কনি আইল্যান্ড এলাকায় দুটি সামাজিক প্রাপ্তবয়স্ক ডে কেয়ার সেন্টারের মালিক ও পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো হ্যাপি ফ্যামিলি সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টার ইনক. এবং ফ্যামিলি সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টার ইনক.। পাশাপাশি তারা একটি হোম কেয়ার–সংক্রান্ত আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান রেসপনসিবল কেয়ার স্টাফিং ইনক. পরিচালনা করতেন।

আদালতের নথিতে বলা হয়েছে, এই জালিয়াতির সূচনা হয় ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে এবং তা চলে ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত। প্রায় সাত বছর ধরে একই কৌশলে মেডিকেইড থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ তোলা হয়েছে।

তদন্তকারীদের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রথম ধাপে তথাকথিত ‘মার্কেটারদের’ মাধ্যমে মেডিকেইডভুক্ত প্রবীণ ও অসুস্থ ব্যক্তিদের সংগ্রহ করা হতো। কনি আইল্যান্ড, বাথ বিচসহ আশপাশের এলাকায় গিয়ে এসব মার্কেটার নগদ অর্থ, উপহার কিংবা বিনা খরচে যাতায়াতের প্রলোভন দেখিয়ে ডে কেয়ার সেন্টারে নাম লেখাতে উৎসাহিত করতেন।

এরপর সেই নাম ব্যবহার করে মেডিকেইডে নিয়মিত বিল জমা দেওয়া হতো। অভিযোগ অনুযায়ী, বহু ক্ষেত্রেই যে সেবার জন্য বিল করা হয়েছে, বাস্তবে সেই সেবা দেওয়া হয়নি। কোথাও সেবাই ছিল না, আবার কোথাও ঘুষ ও কিকব্যাকের বিনিময়ে কেবল কাগজে উপস্থিতি দেখানো হয়েছে।

এই জালিয়াতির ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের মেডিকেইড কর্মসূচি কনজিউমার ডিরেক্টেড পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (সিডিপিএপি)। এই কর্মসূচির আওতায় মেডিকেইডভুক্ত ব্যক্তি নিজের পরিচর্যাকারী নিজেই বেছে নিতে পারেন, যা অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যও হয়ে থাকেন। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মসূচিটি ইতিবাচক হলেও দুর্বল তদারকির কারণে এর মধ্যেই বড় ধরনের ফাঁক তৈরি হয়।

ফেডারেল অভিযোগে বলা হয়, সিডিপিএপি কর্মসূচির আওতায় থাকা তথাকথিত ফিসকাল ইন্টারমিডিয়ারি কাঠামোকেই কাজে লাগিয়েছে রেসপনসিবল কেয়ার স্টাফিং ইনক.। কাগজে সেবা দেখিয়ে বিল তোলা হতো, আর আড়ালে চলত নিয়মিত কিকব্যাক ও ঘুষের লেনদেন।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে, জালিয়াতির অর্থ আড়াল করতে একাধিক ব্যবসায়িক সত্তা ও ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে জাকিয়া খানের মালিকানাধীন টানউই সার্ভিসেস ইনকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জালিয়াতির অর্থ গ্রহণ ও নগদে রূপান্তর করা হতো।

ফেডারেল তদন্তকারীরা জানান, বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব, শেল কোম্পানি ও ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে নগদ অর্থ তৈরি করা হতো, যা দিয়ে নিয়মিত কিকব্যাক ও ঘুষ দেওয়া হয়েছে।

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের মেডিকেইড প্রশাসন এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা দপ্তরের (এইচএইচএস) ইনস্পেক্টর জেনারেল অফিসের নিয়মিত অডিট ও আর্থিক বিশ্লেষণে প্রথম এই অনিয়ম ধরা পড়ে। বিলিং তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, একই ধরনের ডে কেয়ার সেবার জন্য অস্বাভাবিকভাবে বিপুল অঙ্কের বিল জমা দেওয়া হচ্ছে।

একাধিক ঘটনায় একই সুবিধাভোগীর নাম বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে যেসব দিনে সেবা দেওয়ার কথা দেখানো হয়েছে, সেই দিনগুলোতে সংশ্লিষ্ট মেডিকেইড সুবিধাভোগীরা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করছিলেন। এসব তথ্য একত্রে বিশ্লেষণ করেই তদন্তকারীদের সন্দেহ ঘনীভূত হয়।

এরপর বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ ফেডারেল অপরাধ তদন্তে রূপ নেয়। গত ৯ অক্টোবর ভোরে নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন স্থানে একযোগে অভিযান চালায় যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস (এইচএসআই), স্বাস্থ্য ও মানবসেবা দপ্তরের ইনস্পেক্টর জেনারেল অফিস (এইচএইচএস-ওআইজি) এবং নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) যৌথ দল। অভিযুক্তদের বাসা ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি চালিয়ে জাকিয়া খান ও আহসান ইজাজকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের ব্রুকলিনের ফেডারেল আদালতে হাজির করা হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। বহু বছরের গোপন জালিয়াতির অভিযোগ আদালতে ওঠার পর বিষয়টি দ্রুতই নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার গণমাধ্যমে আলোচিত হয়।

এই ঘটনায় নিউইয়র্কের বাংলাদেশিসহ অন্যান্য অভিবাসী কমিউনিটিতে বিস্ময় ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। যেসব ডে কেয়ার সেন্টারকে অনেক পরিবার প্রবীণ সদস্যদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে করেছিল, সেগুলোর নাম ফেডারেল অভিযোগে উঠে আসায় অনেকে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। অনেক প্রবীণ ও তাদের স্বজনদের মধ্যে শঙ্কা তৈরি হয়েছে তাদের নাম ও ব্যক্তিগত তথ্য কোনোভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে কি না।

কানাডায় বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাবের ব্যতিক্রমী আয়োজন

নারগিস দোজা

বাংলাদেশের ৫৪তম মহান বিজয় দিবস, বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব কানাডার ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং ২৪তম আন্তর্জাতিক লেখক দিবস উপলক্ষে ‘সৃজনের আলোয় বিজয়গাঁথা’ শীর্ষক এক ব্যতিক্রমী ও বর্ণাঢ্য আন্তর্জাতিক অনলাইন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব কানাডা। জুম প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের বিশেষ দিক ছিল ৫৪তম বিজয় দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫৪ জন বরেণ্য ও নবীন লেখকের অংশগ্রহণ।

টরন্টো সময় সকাল ১০টায় শুরু হয়ে অনুষ্ঠানটি চলে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী এই আয়োজনে বাংলাদেশ, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব ও আফ্রিকার লেসোথোসহ বিভিন্ন দেশ থেকে লেখক ও অতিথিরা যুক্ত হন। ফলে অনুষ্ঠানটি পায় আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীন রূপ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। কি-নোট স্পিকার হিসেবে থাইল্যান্ড থেকে যুক্ত হন ভয়েস অব আমেরিকার সাবেক স্বনামধন্য সম্প্রচারক রোকেয়া হায়দার। বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশ নেন কবি ইউসুফ রেজা, ড. ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. শিহাব শাহরিয়ার, রবিশঙ্কর মৈত্রী, শাহজাহান চঞ্চল, আনিস আহমেদ, ড. ডিসি সাহা, সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, নাট্যব্যক্তিত্ব আফরোজা বানু এবং সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনসহ অনেকে।

অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, গান, নৃত্য ও শ্রুতিনাটক পরিবেশিত হয়। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পুথিপাঠ ও শ্রুতিনাটক দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। শিশু-কিশোর পর্বে প্রবাসী নতুন প্রজন্মের পরিবেশনা আয়োজনটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বাংলাদেশ ও কানাডার জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে। এরপর মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্বাগত বক্তব্যে আহ্বায়ক মানসী সাহা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। সংগঠনের সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা কবি মৌ মধুবন্তী তাঁর বক্তব্যে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং অনলাইনভিত্তিক বই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। আয়োজকদের ভাষ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব কানাডাই প্রথম অনলাইনে বই প্রদর্শনীর মাধ্যমে একটি অনন্য মাইলফলক স্থাপন করেছে।

ছয়টি পর্বে বিভক্ত এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঋতুশ্রী ঘোষ, মোয়াজ্জেম খান মনসুর, সার্বভৌম রায় মজুমদার, মম কাজী, জান্নাতুল নাইম ও তাসরীনা শিখা। শেষ পর্বে অংশগ্রহণকারী ৫৪ জন কবি ও সাহিত্যিককে ডিজিটাল অ্যাওয়ার্ড ও সার্টিফিকেট দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়।

কমিউনিটি বিনির্মাণে দুলাল

শেষ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাটে আপনার বাজার হালাল সুপার মার্কেট নামে আরো একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে দুলাল বেহেদুর।

তবে শুধু ব্যবসায়িক সফলতাই নয়, মানবিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রেও দুলাল বেহেদু এক উজ্জ্বল নাম। যুক্তরাষ্ট্রে ঢাকা জেলা সমিতি ও দোহার উপজেলা সমিতির ১৫০ কবর ক্রয়েও আর্থিকভাবে বড় অবদান রাখেন তিনি। এছাড়াও দুলাল বেহেদু ও তার অপর দুই ভাই মিলে গত দুই বছর আগে বাংলাদেশে তাদের নিজস্ব জায়গায়, নিজস্ব অর্থায়নে একটি হেফজ ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে অন্যান্য ছাত্রদের পাশাপাশি ৩০ জন এতিম শিশু বেড়ে উঠছে পরম মমতায়। এই শিশুদের বয়স ২০ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাদের শিক্ষা, খাদ্য, চিকিৎসা ও পূর্ণাঙ্গ ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবেন তারা। তারা তিন ভাইয়ের এই উদ্যোগ শুধু দয়া বা সহানুভূতির কাজ নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য সচেতন মানবসম্পদ গড়ে তোলার এক মাইলফলক উদ্যোগ।

প্রবাসে থেকেও দুলাল বেহেদু ভুলে যাননি তার শিকড়—বাংলাদেশকে। কমিউনিটির ঐক্য, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি বর্তমানে একাধিক সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি ঢাকা জেলা সমিতির বর্তমান প্রেসিডেন্ট, দোহার সমিতির প্রেসিডেন্ট এবং কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার নেতৃত্বে এসব সংগঠন প্রবাসে বাংলাদেশি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সহযোগিতার চেতনা ধরে রাখতে সফলভাবে কাজ করছে।

দুলাল বেহেদুর জীবনের আরেকটি শক্তিশালী দিক হলো তার পরিবার। তার স্ত্রী আছিয়া আক্তার নিজেও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি তিনি দুলাল বেহেদুর প্রতিষ্ঠানে পেরোল কন্ট্রোলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কিছু প্রতিষ্ঠানে আছিয়া আক্তার প্রেসিডেন্ট, আবার কিছু প্রতিষ্ঠানে দুলাল বেহেদু নিজেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই দম্পতির সম্মিলিত প্রচেষ্টা একদিকে যেমন অর্থনৈতিক অগ্রগতির দৃষ্টান্ত, তেমনি সামাজিক পরিবর্তনেরও এক বাস্তব উদাহরণ।

নিউইয়র্কে প্রবাসীদের জীবনযাত্রা, কর্মসংস্থান ও কমিউনিটির ঐক্য গঠনে দুলাল বেহেদুর অবদান নিঃসন্দেহে অম্লান। তার চিন্তা, কর্ম ও নেতৃত্ব প্রমাণ করে—প্রবাসে থেকেও একজন মানুষ নিজের দেশ, সমাজ ও মানবতার কল্যাণে কতটা বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। সমাজসেবাকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করা এই মানুষটি আজ প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে এক জীবন্ত প্রেরণা, এক আলোকবর্তিকা।

ডিভি ভিসা

শেষ পৃষ্ঠার পর

পড়াশোনা করেছিলেন।

পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার নিউ হ্যাম্পশায়ারের একটি গুদামঘরে ভ্যালেন্তেকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘটনাস্থল থেকে একাধিক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের মতে, তিনি একাই এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তবে হত্যাকাণ্ডের পেছনের উদ্দেশ্য এখনো স্পষ্ট নয়। বোস্টনের ফেডারেল কৌঁসুলি দপ্তর জানিয়েছে, জনসাধারণের জন্য আর কোনো তাৎক্ষণিক হুমকি নেই।

ক্রিস্টি নোম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় বলেন, ভ্যালেন্তে দুই হাজার সতেরো সালে ডাইভারসিটি ভিসা কর্মসূচির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন এবং পরে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পান। তিনি জানান, এই কর্মসূচির নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে এবং নাগরিকদের সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েই এটি স্থগিত করা হয়েছে।

ডাইভারসিটি ভিসা কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের সুযোগ দেওয়া হয়। যেসব দেশে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের হার তুলনামূলকভাবে কম, সেসব দেশের নাগরিকদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে এই ভিসা দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কর্মসূচিটি নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, বেশ আগেই কোটা পূরণ হয়ে যাওয়ায় ডিভি লটারি কর্মসুচীতে বাংলাদেশ এখন

বাংলাদেশি জাহিদ হাসানের বিরুদ্ধে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দীর্ঘদিন ধরে একাধিক অনলাইন মার্কেটপ্লেস পরিচালনা করতেন, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট, সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড এবং মন্টানা অঙ্গরাজ্যের ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্রের ডিজিটাল টেমপ্লেট বিক্রি করা হতো।

যুক্তরাষ্ট্রের মন্টানা ডিস্ট্রিক্ট আদালতে ঢাকার নাগরিক ২৯ বছর বয়সী জাহিদ হাসান-এর বিরুদ্ধে নয়টি ফেডারেল অভিযোগপত্র (indictment) দাখিল করা হয়েছে। তিনি হয়রানি ও প্রতারণার উদ্দেশ্যে ডিজিটাল ভুয়া পরিচয়পত্র তৈরির টেমপ্লেট বিক্রি করা একটি আন্তর্জাতিক অনলাইন মার্কেটপ্লেস ব্যবস্থাপনার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন, বলে জানিয়েছে মন্টানা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিস।

প্রতিবেদনে বলা হয়, জাহিদ হাসান ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত “TechTreek”, “EGiftCardStoreBD” ও “idtempl.com” সহ কয়েকটি ওয়েবসাইট থেকে মার্কিন পাসপোর্ট, সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড ও মন্টানা অঙ্গরাজ্যের ড্রাইভিং লাইসেন্সের ভুয়া ডিজিটাল টেমপ্লেট বিক্রির অভিযোগে অভিযুক্ত। এসব টেমপ্লেট ব্যবহার করে ক্রেতারা জাল পরিচয়পত্র তৈরি করে ব্যাঙ্ক, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ডিজিটাল সার্ভিসে জালিয়াতি করার চেষ্টা করছিল বলে মামলার নথিতে উল্লেখ আছে।

ফেডারেল তদন্ত সংস্থার ভাষ্য অনুযায়ী, অভিযুক্ত ব্যক্তি এনক্রিপ্টেড যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ছদ্মনাম ব্যবহার করে এসব অনলাইন মার্কেটপ্লেস পরিচালনা করতেন। লেনদেন সম্পন্ন হতো মূলত ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে, যাতে অর্থের উৎস ও গন্তব্য গোপন রাখা যায়। তদন্তে এমন তথ্যও উঠে এসেছে যে, এই নেটওয়ার্কের গ্রাহকরা যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিক।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (FBI) তিনটি সংশ্লিষ্ট ডোমেইন জব্দ করেছে এবং ওই ডোমেইনগুলোতে আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত নোটিশ প্রদর্শিত হচ্ছে। মামলায় বলা হয়েছে, জাহিদ এই অনলাইন ব্যবসা থেকে প্রায় ২.৯ মিলিয়ন ডলার আয় করেছেন এবং প্রায় ১,৪০০ জনেরও বেশি গ্রাহককে এসব টেমপ্লেট বিক্রি করা হয়েছে।

অভিযোগপত্র অনুযায়ী, জাহিদের বিরুদ্ধে রয়েছে ছয়টি ভুয়া পরিচয়পত্র হস্তান্তর, দুটি ভুয়া পাসপোর্ট ব্যবহার ও একটি সোশ্যাল সিকিউরিটি জালিয়াতি সংক্রান্ত অভিযোগ। প্রতিটি অভিযোগে সর্বোচ্চ ১৫ বছরের কারাদণ্ড ও ২৫০,০০০ ডলারের জরিমানাসহ আরও তিন বছর প্রশাসনিক নজরদারি থাকাসহ অন্যান্য শাস্তিমূলক বিধান থাকতে পারে, যদি তিনি দোষী সাব্যস্ত হন।

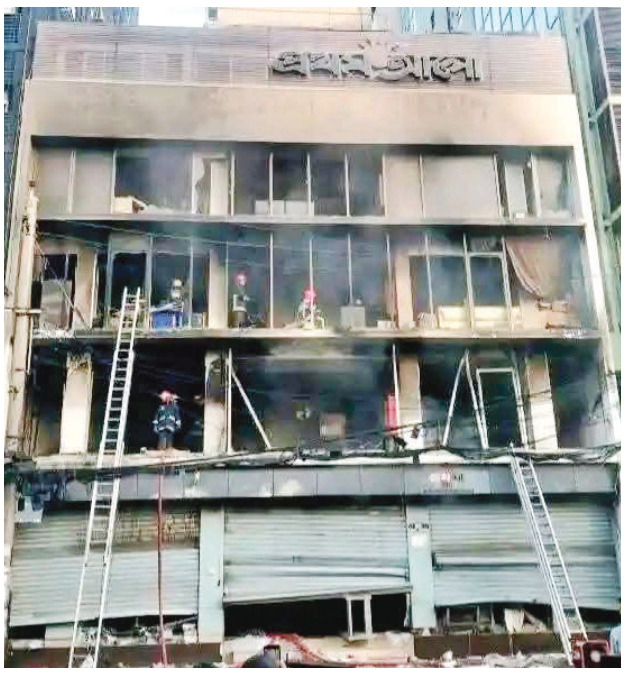
আদালত ও তদন্তের বিবৃতিতে মন্টানা জেলা অ্যাটর্নি কার্ট আলমে ও এফবিআই কর্মকর্তা মামলাটির গুরুতরতা ও আন্তর্জাতিক পরিধি তুলে ধরে বলেন, অনলাইন প্রযুক্তির সহায়তায় আইডি জালিয়াতি ও প্রতারণা বিশ্বব্যাপী বেড়ে যাচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যকর তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এই মামলার তথ্যগুলো অভিযোগ ভিত্তিক, এবং জাহিদ হাসান এখনও আইনগত দোষী প্রমাণিত নন। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায়বিচার ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনি দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে গণ্য হবেন।

জাল পরিচয়পত্রের ডিজিটাল বাণিজ্য আধুনিক অপরাধ জগতের এক বিপজ্জনক রূপ। জাহিদ হাসানের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে তা শুধু একটি ব্যক্তিগত অপরাধ নয়, বরং বৈশ্বিক ডিজিটাল অপরাধচক্রের বাস্তব চিত্র হিসেবেই বিবেচিত হবে। এখন নজর আদালতের কার্যক্রম ও তদন্তের পরবর্তী অগ্রগতির দিকে।







প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলায় মিশিগান বাংলা প্রেসক্লাবের নিন্দা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রধান কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলা প্রেসক্লাব অব মিশিগান (ইউএসএ)।

সংগঠনটির নেতারা এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংবাদপত্রের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে একটি মহল আবারও প্রমাণ করেছে—তারা গণমাধ্যমের শত্রু। এ ধরনের ঘটনা বাংলাদেশের বাক্‌স্বাধীনতা, ভিন্নমত প্রকাশ এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি ও গুরুতর আঘাত।

বিবৃতিতে বলা হয়, স্বাধীন সাংবাদিকতা গণতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম ভিত্তি। সংবাদমাধ্যমকে ভয় দেখিয়ে বা দমন করে সত্যকে চাপা দেওয়া যাবে না। হামলার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত চিহ্নিত করে অবিলম্বে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান নেতারা।

> হামলার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত চিহ্নিত করে অবিলম্বে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান নেতারা।

যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন বাংলা প্রেসক্লাব অব মিশিগানের সভাপতি পার্থ সারথী দেব, সিনিয়র সহসভাপতি শফিক রহমান, সাধারণ সম্পাদক জুয়েল খান, কোষাধ্যক্ষ মাহমুদুল হক লিটু, সহ-সাধারণ সম্পাদক সঞ্চয় দেব এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হেলাল উদ্দিন রানা, ইকবাল ফেরদৌস, ফয়সল আহমদ মুন্না, ফারজানা চৌধুরী পাপড়ি, হারান কান্তি সেন ও আহমেদ শামসুদ্দিন কুটি।

বাংলা প্রেসক্লাব অব মিশিগান মনে করে, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করা রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয় বিবৃতিতে।

নিউইয়র্ক স্টেট ডিস্ট্রিক্ট ৩৬-এ মেরী জোবাইদাকে বিজয়ী করার আহ্বান শতাধিক কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট ৩৬-এর অ্যাসেম্বলী মেম্বার পদপ্রার্থী মেরী জোবাইদাকে বিজয়ী করার আহ্বান জানিয়ে একযোগে সমর্থন ঘোষণা করেছেন নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর শতাধিক বিশিষ্ট নেতা ও সমাজকর্মী। এক যৌথ লিখিত বিবৃতিতে তারা এই সমর্থনের কথা জানান।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, নিউইয়র্ক সিটির এই গুরুত্বপূর্ণ আসনের জন্য যে সৎ, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্ব প্রয়োজন, মেরী জোবাইদা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সততা ও সেবার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা তাঁর নেতৃত্ব কর্মজীবী পরিবার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, অভিবাসী, প্রবীণ ও তরুণ সমাজের বাস্তব চ্যালেঞ্জের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। নেতৃত্ব প্রদানের আগে তিনি সবসময় কমিউনিটির সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন এবং নীতির সঙ্গে আপস না করে ঐকমত্য গড়ে তুলেছেন, যা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সমতা, জননিরাপত্তা, মানসম্মত শিক্ষা, সাশ্রয়ী আবাসন এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মেরী জোবাইদার অঙ্গীকার তাঁর কাজের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ এমন একজন প্রতিনিধিকে প্রত্যাশা করে, যিনি এলাকার বর্ণ ও সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের প্রতিফলন ঘটাবেন। বিবৃতিতে বলা হয়, এস্টোরিয়া ও লং আইল্যান্ড সিটির জন্য মেরী জোবাইদা হবেন একজন কার্যকর ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর এবং নিউইয়র্কবাসীর জন্য একজন নীতিবান প্রবক্তা। তারা দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন, দায়িত্ব পেলে তিনি সম্মান, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে তা পালন করবেন।

নেতৃবৃন্দ এস্টোরিয়া ও লং আইল্যান্ড সিটিসহ নিউইয়র্কের সকল ভোটারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, নিউইয়র্ক সিটির এই গুরুত্বপূর্ণ আসনে সদ্য মেয়র নির্বাচিত জোহরান মামদানীর যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে একজন সাউথ এশিয়ান প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করার সময় এসেছে।

শেষ হয়েও হলো না শেষ মেয়র নির্বাচন

হ্যামট্রাম্যাক

স্থানীয় একটি পত্রিকা হ্যামট্রাম্যাকের এই মেয়র নির্বাচনকে ‘অন্তহীন নির্বাচন’ বলে আখ্যা দিয়েছে।

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান



যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক শহরের মেয়র নির্বাচন শেষ হলেও বিতর্ক এখনো থামেনি। ভোট গণনা শেষে অ্যাডাম আলহারবিকে মেয়র নির্বাচিত ঘোষণা করা হলেও তার প্রতিদ্বন্দ্বী মুহিত মাহমুদ এখনো পরাজয় মেনে নেননি।

ওয়েন কাউন্টি সার্কিট আদালতে করা এক মামলায় মুহিত মাহমুদ দাবি করেছেন, গণনার বাইরে থাকা ৩৭টি অনুপস্থিত ভোটারের ব্যালট গণনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এসব ব্যালট গণনা করা হলে নির্বাচনের ফল বদলে যেতে পারে বলে তার পক্ষের আইনজীবীদের দাবি।

স্থানীয় একটি পত্রিকা হ্যামট্রাম্যাকের এই মেয়র নির্বাচনকে ‘অন্তহীন নির্বাচন’ বলে আখ্যা দিয়েছে। কারণ, এখনো পর্যন্ত কে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হচ্ছেন, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনি।

প্রশ্নবিদ্ধ ৩৭টি ব্যালট নির্বাচনের এক–দুই দিন পর সিটি ক্লার্ক রানা ফারাজের দপ্তরে পাওয়া যায়। পরে সেগুলো ওয়েন কাউন্টির নির্বাচন কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হলেও ব্যালটগুলো গণনা করা হবে কি না—সে বিষয়ে ওয়েন কাউন্টি বোর্ড অব ক্যানভাসারসের সদস্যরা ২–২ ভোটে অচলাবস্থায় পড়েন। ফলে আপাতত ব্যালটগুলোর গণনা স্থগিত রয়েছে।

এর আগে ৪ নভেম্বরের পুনর্গণনায়ও ব্যর্থ হন মুহিত মাহমুদ। পুনর্গণনার পর ব্যবধান আরও বেড়ে যায়। আগে যেখানে ব্যবধান ছিল ছয় ভোট, সেখানে পুনর্গণনার পর তা দাঁড়ায় ১১ ভোটে।

নির্বাচিত মেয়র অ্যাডাম আলহারবি আদালতে এসব ব্যালট গণনার বিরোধিতা করেছেন। তার দাবি, ব্যালটগুলো নির্বাচনের পর ক্লার্কের কার্যালয়ে পাওয়া গেছে, ফলে সেগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রশ্নবিদ্ধ ব্যালটগুলো এমন একটি এলাকা থেকে এসেছে, যেখানে ভোটারদের বড় একটি অংশ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত। মুহিত মাহমুদ একজন বাংলাদেশি আমেরিকান এবং অ্যাডাম আলহারবি ইয়েমেনি আমেরিকান।

এ বিষয়ে ওয়েন কাউন্টি সার্কিট আদালতের বিচারক প্যাট্রিসিয়া পেরেজ ফ্রেসার্ড শুনানিতে জানান, তিনি আগামী সপ্তাহে বিভিন্ন আবেদন পর্যালোচনা করবেন। আইনজীবীরা আবারও ১৯ ডিসেম্বর আদালতে উপস্থিত হবেন। ওই দিন মামলাটির নিষ্পত্তি হতে পারে অথবা শুনানি আরও দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেল্‌স ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সার্টিফাইড/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের ‘কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড’ থেকে ‘কন্ডিশন’ রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি’তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

বড়দিনের প্রত্যাশা

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন



আজ থেকে দু'হাজার পঁচিশ বছর পূর্বে, জেরুজালেমের বেথলেহেম নামক স্থানে ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন, এক শীতার্ত রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যীশুখ্রীষ্ট। তাঁর জন্ম হয়েছিল, এক সামান্য ইহুদী কাঠমিস্ত্রি যোসেফ ও তাঁর বাগদত্তা স্ত্রী মরিয়মের ঘরে। যোসেফ-মরিয়মের বিয়ের আগেই, স্বর্গদূত মরিয়মকে দেখা দিয়ে বলেন, 'মরিয়ম, তুমি ভয় করো না। তুমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়েছ। তুমি গর্ভবতী হয়ে, এক পুত্রশিশুর জন্ম দিবে। তুমি তাঁর নাম 'যীশু' রাখবে।' (লূক ১ অধ্যায়ঃ ৩০-৩১ পদ)। ঠিক একই ভাবে স্বর্গদুত, যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, 'যোসেফ, তুমি মরিয়মকে গ্রহণ করতে ভয় করো না। তাঁর গর্ভে, পবিত্র-আত্মার মাধ্যমেই তিনি আসছেন। মরিয়ম পুত্রসন্তান প্রসব করবেন। তুমি তাঁর নাম 'যীশু' (ত্রাণকর্তা) রাখবে। তিনিই তাঁর প্রজাদের, পাপ থেকে মুক্ত করবেন।' যোসেফ মরিয়মকে তাঁর ভাবী-স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী হন।

সেই সময় যোসেফ বাগদত্তা গর্ভবতী মরিয়মকে নিয়ে, তাঁর প্রদেশ গালীলের নাজারেথ থেকে যিহুদিয়ার প্রদেশের বেথলেহেমে গিয়েছিলেন আদমশুমারিতে নিজেদের নাম লেখার জন্য। যীশুখ্রীষ্ট এমনই এক দুরবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে, নিজ বাড়ীতে তো নয়ই; এমনকি সাধারণ মানুষের জন্য যে আশ্রয়স্থল, তখনকার দিনের কোন পান্থশালাতেও ভূমিষ্ঠ হয়ে মাথা গোঁজার স্থানটি মিলেনি তাঁর ভাগ্যে!

মরিয়মের প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসাতে, যোসেফ আশ্রয়ের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরেছেন। কিন্তু কোথাও তাঁরা আশ্রয় পাননি! অবশেষে তিনি তাঁর বাগদত্তা স্ত্রী মরিয়মকে নিয়ে প্রান্তরের পাহাড়ের এক গুহায় গিয়ে উপস্থিত হন। সেই গুহাটি ছিল এক গোশালা। সেখানে গবাদিপশু নিয়ে ছিন্নমূল রাখালেরা থাকতো। যোসেফ-মরিয়ম আশ্রয় নেন সেখানে। সেখানেই কনকনে শীতার্ত রাতে জন্ম নেন, বিশ্বমানবের মুক্তিদাতা যীশুখ্রীষ্ট। মরিয়ম তাঁর নবজাত শিশুকে, শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা করার জন্য, স্বল্প জামা-কাপড়ে জড়িয়ে খড়ের পাত্রে সযত্নে আগলে রাখেন। আর এভাবেই অতি হতদরিদ্র পরিবেশে এই জগতে আগমন ঘটেছিল, এই বিশ্বমানববের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের কথা, তিনি যে এভাবে এ পৃথিবীতে জন্ম নেবেন, অনেক আগেই বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক ও শাস্ত্রবিদ তাঁদের পুস্তকে লিখে গেছেন। যীশুখ্রীষ্টের আগমন-বার্তা স্বর্গদূতের মাধ্যমে অতি প্রথমে প্রচারিত হয়েছে, প্রান্তরে অবস্থানরত রাখালদের কাছে। দূতের মুখে সংবাদ পেয়ে অন্ধকার শীতার্ত রাতে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাখালেরা ছুটে আসে তাদের আস্তানায়। সেখানে তারা শিশু যীশুকে দেখে, আনন্দে নেচে-গেয়ে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রশংসা করে। ঠিক একইভাবে পূর্বদেশী জ্যোতির্বিদ ও শাস্ত্রজ্ঞ তিনজন পণ্ডিত, আকাশে একটি বিশেষ উজ্জ্বল নক্ষত্রের অবস্থান লক্ষ করেন। এ ধরনের তারা বা নক্ষত্র আগে কখনও কেহ দেখেনি। এই বিশেষ তারাটির বর্ণনা ইহুদীদের শাস্ত্রে (বাইবেলের পুরাতন নিয়মে) লেখা আছে। তিনপণ্ডিত বিস্ময়ের সাথে নিশ্চিত হন, সেই ঘটনার উপস্থিত সাক্ষী হতে চলেছেন তাঁরা! অনেক আগে যিশাইয় ভাববাদী তাঁর পুস্তকে বিস্তারিত লিখে গেছেন যে ঘটনার কথা। তা এতদিন পর পূরণ হতে চলেছে! তাঁরা সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রকে অনুসরণ করে অবশেষে উপস্থিত হন সেই জীর্ণ গোশালায়। রাখালদের মতো তাঁরাও গবাদিপশু পরিবেষ্টিত যোসেফ-মরিয়মকে দেখতে পেলেন। তাঁরা আরও দেখতে পেলেন, জাবপাত্রে শায়িত নবজাত শিশু যীশুখ্রীষ্টকে। পণ্ডিতরা তাঁকে রাজা হিসেবে, সম্মান-শুভেচ্ছা জানান এবং সুগন্ধি, বিভিন্ন উপহার প্রদান করেন।

যীশুখ্রীষ্ট, তিনি শান্তির দূত। স্বর্গীয়শান্তির ললিতবাণী বয়ে নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছেন তিনি। অকাতরে সকল মানুষের কাছে, তা প্রচারও করেছেন। এই জগতে শান্তি কীভাবে প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে, সেই শিক্ষাও দিয়ে গেছেন নিজের আচার-আচরণের ও জীবনের মধ্য দিয়ে। সকল মানুষের স্বর্গীয় অনন্ত-জীবন ও স্বর্গীয় শান্তির কথা বলার অপরাধে, 'ঈশ্বর-নিন্দুক' এবং ইহুদী ধর্মের 'অপব্যাখ্যাকারী' হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছেন তিনি। ইহুদী ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের হাতে, চরমভাবে অপমানিত ও নিগৃহীত হয়েছেন। অবর্ণনীয় নির্মমতার শিকার হয়েছেন। ইহুদীদের আইন অনুসারে ক্রুশীয়-মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়ে ক্রুশের উপর জীবন দিয়েছেন। এবং মৃত্যুর তৃতীয় দিনে, কবর থেকে সগৌরবে উঠেছেন। এই ঘটনার চল্লিশ দিন পরে অগণিত মানুষের সামনে, তিনি স্বর্গে আরোহণ করেছেন। এই সমস্ত ঘটনায় এটি প্রমাণিত হয়েছে, যীশুখ্রীষ্ট, সত্যই মানুষের কাছে, ঈশ্বর প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা। ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র তিনি।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের এই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই, বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে উদযাপিত হয় বড়দিন উৎসব। এই দিনটিকে বিশ্ববাসী, অনন্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্যমণ্ডিত দিন হিসেবে গণ্য করে থাকে। এই বিশ্বের খ্রীষ্টবিশ্বাসী সকলে, দিনটিকে ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে পালন করে থাকে।

বড়দিন উৎসবের মূল শিক্ষা হল, মানুষকে আপন করে নিজেদের কাছে টেনে নেয়া। পরস্পরকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করা। নিজেদের ব্যক্তি-স্বার্থের ঊর্ধ্বে আপনপর, শত্রুমিত্র, উঁচুনিচু, ধনীদরিদ্র ... সকল বিভেদ ভুলে, সবাইকে আপন মনে করে এক কাতারে শামিল হওয়া। বড়দিনে যীশুখ্রীষ্টের অনুসারীরা, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে শান্তি-শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকে।

বড়দিনের মূল বিষয় হল, মানুষে মানুষে আধ্যাত্মিক-বন্ধন রচনা করা। সকলের মধ্যে ভালোবাসার ও শান্তির বার্তা বিনিময় করা। ক্ষমার ও মিলনের সৌন্দর্যমণ্ডিত ভ্রাতৃত্ববোধের সমবেত আয়োজনে, সকলে মিলে নির্মল-আনন্দ উপভোগ করা। এক সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর প্রশংসা করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, কখনও কোথাও এই মূল বিষয়কে ছাপিয়ে, জমজমাট হৈ-হুল্লোড়, আলোকসজ্জা এবং খাবারদাবারের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনে বড়দিন যেন ঢাকা পড়ে যায় চাকচিক্যের আবরণে। তখন সেখানে বড়দিন, 'বড়' হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থিত হয় না। 'বড়দিনের আনন্দ' তখন, তাদের কাছে 'বিষাদ' এবং 'বড়দিনের প্রাপ্তি', 'সুদূরপরাহত' বলেই মনে হয়!

যীশুখ্রীষ্টের জন্ম এশিয়া মহাদেশে হলেও পশ্চিমা পোশাকি-বাহারের চমকে, বড়দিন উৎসবকে কখনও কখনও মনে হয় এ যেন একান্তই 'বনেদি-রাজকীয়' এবং ভিন্ন ধারার 'বিদেশী সংস্কৃতির' উৎসব! বহুল তারকা খচিত হোটেলের, সুরম্য অট্টালিকার বলরুমে সুসজ্জিত রঙিন 'ক্রিসমাস ট্রী' প্রদর্শনী দেখে মনে হয়, সেখানে অতি সাধারণ জন-মানুষের প্রবেশাধিকার নেই! সেই প্রদর্শনীর আকর্ষণীয় আলোকচিত্র সম্বলিত প্রতিবেদন জাতীয় সম্প্রচার ও সামাজিক মাধ্যমে, এমন ফলাও করে প্রচারিত হয়ে। দৃশ্যতঃ সেখানে নেই বেথলেহেমের সেই, অতি সাধারণ গোশালার চিত্র! নেই গবাদি, রাখাল এবং যোসেফ-মরিয়ম পরিবেষ্টিত শিশু যীশুর প্রকৃত ঘটনার আবহ! এত কিছুর সাথে যেন, সকল মানুষের সংশ্লিষ্টতা এবং সম্পর্কও নেই! এমনটি দেখে সংগত ভাবেই মনে হয়, প্রকৃত অর্থে, বড়দিনকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে সঠিক মেজাজে উপস্থাপন করা হয় না। বড়দিন মানে, শুধু কেক কাটার আর 'ক্রিসমাস-ট্রী' সাজানোর দৃশ্য নয়। বড়দিন মানে জমকালো আলোকসজ্জার ও বাদ্য-বাজনার আয়োজনে, নাচে-গানে গা ভাসিয়ে দেয়ার দৃশ্যও নয়।

বড়দিন মানে ডাস্টবিনের গলিত উচ্ছিষ্টের মাঝে, পরিত্যক্ত অবাঞ্ছিত শিশুর আহাজারি! বড়দিন মানে সর্বহারা, অসুস্থ, বঞ্চিত, কারাবন্দী, দেশত্যাগী, অত্যাচারিত সকলের মাঝে সান্ত্বনা, শান্তির বাণী বিতরণ করা। ক্ষুধার্তকে পেটপুরে খাবার দেয়া, অসুস্থদের সেবা করা, আশ্রয়হীন শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়া। আমাদের সবাইকে মনে রাখতেই হবে, যীশুখ্রীষ্টের আশ্রয়স্থল কিন্তু বহুল তারকা-খচিত বিলাসবহুল হোটেলে কিংবা আলিশান-প্রাসাদে নয়। তাঁর জন্মস্থান বেথলেহেমের সেই জীর্ণ-গোশালা, সেই জাবপাত্র আমাদের চারপাশেই অজস্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাই যীশুখ্রীষ্ট বলেন, 'যা কিছু তুমি করেছো অবহেলিত ভাইয়ের প্রতি, করেছো তা আমারই প্রতি।' বড়দিন মানে, সকলের হৃদয়-জাবপাত্রে শিশু যীশুকে স্থায়ী-স্থান করে দেয়া। তাঁর শিক্ষার আলোয়, নিজেদের হৃদয়-আত্মা আলোকিত করা।

যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষার মূল প্রতিবাদ্য বিষয় হলো, 'প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসা। ক্ষমা করা। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, তাঁকে সম্মানিত করা। তাঁর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলা।' যীশুখ্রীষ্টের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে; অসহায় সকল মানুষের কাছে, আমাদের আসতে হবে। তাদেরকে ভালোবেসে বুকে টেনে নিতে হবে। যেমনটি করেছেন, মাদার তেরেসা। প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসার মাধ্যমেই, এই জগতে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এখন পৃথিবীর অনেক জায়গায় যুদ্ধ, দেশে দেশে সংঘাত চলছে। এতে বিশ্ব-শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। নিরাপত্তার জন্য, একটু আশ্রয়ের জন্য বিপন্ন মানুষ হন্যে হয়ে ছুটে যাচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে। বাস্তুহারা অসহায়, প্রাণভয়ে হাহাকার; চিৎকার করছে। অবৈধ শোষক-শাসক ও দখলদারদের, নির্মম আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে বেঘোরে জীবন দিচ্ছে। আবার জরুরী চিকিৎসা, সেবা ও ওষুধের অভাবে প্রাণঘাতী ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অনেকেই অকালে জীবন দিচ্ছে। অগণিত শিশু-নারী বৈষম্যের ও পাচারের শিকার হচ্ছে। স্বার্থান্বেষী কুচক্রীদের থাবায়, এই ধরিত্রীর পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। বেকারত্ব, মাদক ও অপরাজনীতির শিকার হয়ে, যুবসমাজ শেষ পরিণতিকে বরণ করে নিচ্ছে। রাজনীতির নামে উগ্রবাদীদের চাপিয়ে দেয়া অপরাজনীতির কালো-ছায়া, এ বিশ্বকে গ্রাস করে নিচ্ছে! নতুন কৌশল ও শক্তি নিয়ে নানান চরমপন্থী-চক্র প্রকাশিত হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানবিক-বিপর্যয় ত্বরান্বিত হচ্ছে। এক কথায় এ বিশ্ব, অশান্তির অতলান্তে নিমজ্জিত হয়ে আছে! এত কিছুর মাঝে, শান্তিবাদী সকলেই, মানুষের অধিকারী নিয়ে বাঁচতে চায়। বিশ্ববাসী সকলের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলার প্রত্যয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার জন্য, বড়দিন সবাইকে আহ্বান জানায়।

এবারের বড়দিনে আমাদের সকলের প্রত্যাশা ও সর্বজনীন প্রার্থনা, 'স্বর্গ থেকে অমিয় শান্তিধারা বিশ্বের সকল মানুষের মাঝে অমিত ব্যঞ্জনায় নেমে আসুক! বড়দিন হোক, শান্তিতে ভরপুর, নতুন পৃথিবী গড়ার অঙ্গীকারে সমুজ্জ্বল! শান্তিরাজ যীশুখ্রীষ্ট আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন!' শুভ বড়দিন! শুভ খ্রীষ্টিয় নববর্ষ ২০২৬!

দীপু দাশের শরীর যে আগুনে পুড়েছে সেই আগুনের উত্তাপ কি আপনি উপলব্ধি করছেন

পার্থ সারথী দেব



দীপু দাশের শরীর যে আগুনে পুড়েছে সেই আগুনের উত্তাপ কি আপনি উপলব্ধি করছেন? আগুনে পোড়া দগ্ধ দীপু দাশ মৃত্যুর আগ মূহূর্তে এ সমাজ, এ জাতি, এ রাষ্ট্র নিয়ে কি ভেবে ভেবে মৃত্যু বরণ করেছেন তা কি একবারের জন্য ভেবেছেন, যদি ভেবে থাকেন তবে একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে আপনি কি আপনার দায়িত্ব বা ভূমিকা পালন করেছেন নাকি এটিও একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

যদি তাই করে থাকেন তবে দীপু দাশের শরীরের আগুনের লেলিহান শিখার উত্তাপ কিন্তু আপনার দিকে ধেয়ে আসছে। সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহের ভালুকায় দীপু দাশ নামক একজন কারখানা শ্রমিকের উপর যে বর্বরোচিত হামলা ও হামলার পর শত শত মানুষের সামনে পুড়িয়ে মারার যে বিভৎস ভিডিওটি আমরা দেখলাম তাতে আমার মনে হলো বাংলাদেশের মানুষের মন থেকে স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা, সহানুভূতি, আত্মবিশ্বাস, মানবতা, চেতনা, সহমর্মিতা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যতা, একতা, বিশ্বাস লোপ পেতে শুরু করেছে। শত শত মানুষের(?) মধ্যে কি একজনও মানুষ ছিল না যে বলতে পারে, দীপু দাশ যদি দোষী হয়েও থাকে তবে তাঁকে আইনের মানুষের কাছে তুলে দিন। বিচারের ভার নিজ হাতে তুলে নিবেন না। উপস্থিত অনেককে দেখলাম উল্লাসে মেতে ওঠেছে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে জানা যায়, পাইওনিয়ার নীটওয়ার নামক ফ্যাক্টরীতে একজন শ্রমিক ছিলেন দীপু দাশ, ভাল কাজ করার জন্য কয়েকদিন আগে তাকে ইনচার্জ হিসাবে পদোন্নতি দেন কর্তৃপক্ষ, এতে তার কয়েকজন সহকর্মী ক্ষিপ্ত হন ও তাকে চাকরি ছাড়ার হুমকি দেন। যদি চাকরি না ছাড়েন তবে তাকে দেখে নেয়া হবে বলে হুমকি দেন। এই সহকর্মীরাই কারখানার ভিতরে গুজব ছড়ায় যে দীপু ধর্ম অবমাননা করেছে। গুজবের ভিত্তিতে কারখানার অভ্যন্তরে থাকা কিছু মানুষের উস্কানীতে স্থানীয় মৌলবাদীরা কারখানার সামনে জড়ো হলে পাইওনিয়ার নীটওয়ার ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডেকে পুলিশের হাতে হস্তান্তর না করে দীপু দাশকে কারখানা থেকে বের করে মৌলবাদী জঙ্গীদের হাতে তুলে দেয় এরপর দীপু দাশকে পিটিয়ে গাছে ঝুলিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলে। দীপুকে যে কারণে হত্যা করা হলো অর্থাৎ ধর্ম অবমাননা, সংবাদে প্রকাশ ধর্ম নিয়ে কোন কটুক্তির কোন প্রমাণ পায়নি আইন শৃঙ্খলা রক্ষী বাহিনী।

এই যে 'ধর্ম অবমাননা' এ নিয়ে অতীতেও বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে এবং উন্মত্ত জঙ্গীরা পিটিয়ে হত্যা করেছে নিরাপরাধীকে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর স্বীকার হয়েছে নিরীহ প্রকৃতির হিন্দু লোকজন এবং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ধর্ম অবমাননা'র বিষয়টি মিথ্যা ও বানোয়াট। কিন্তু ক্ষতি যা হবার তাতো হয়েই গেল। উপার্জনক্ষম মানুষটিকে হারিয়ে পরিবারটি হয়ে যায় নিঃসহ। শিশুরা হয়ে যায় পিতৃহারা, লেখাপড়া না করে ধরতে হয় সংসারের হাল। দীপুর বাবা বলছেন, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও, স্ত্রী নির্বাক, শুধু চোখের জল ফেলছেন, শিশুটি ফ্যাল ফ্যাল করিয়ে তাকিয়ে আছে সে জানে না তার বাবা কোথায়, সে জানে না তার ভবিতব্য, এখন এক অজানা, অনিশ্চিত গন্তব্যের পথে দিশেহারা নিঃস্ব, দরিদ্র, অসহায় এই পরিবারটি।

দীপু রাজনীতি করতেন না, কোনো দলের কর্মী ছিলেন না, ফেসবুকার নন, ইউটিউবার নন, নেতা নন, সেলিব্রেটি নন তিনি ছিলেন খেটে খাওয়া এক জন সাধারণ মানুষ সুতরাং তার জন্য কোন শোকসভা হবে না, কেউ মাইকে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দিবে না, কোন সমাবেশ হবে না, মানববন্ধন হবে না, পত্রিকায় হেড লাইন হবে না, টিভিতে ব্রেকিং নিউজ হবে না, ফেসবুকে গল্পগাথা হবে না, ইউ টিউবে কারো কোন কনটেন্ট থাকবে না তাই চলুন দীপুর জন্য একটু শোক ও দুঃখ প্রকাশ করি। এইটুকুতো আমরা করতেই পারি তাই না।

নির্মমভাবে নিহত দিপু'র মৃত্য সংবাদ কি মূল্যহীন?

শিতাংশু গুহ

শনিবার ২০শে ডিসেম্বর সকালে ঘুম থেকে উঠে কম্পিউটার খুলতেই সাপ্তাহিক বাঙ্গালী পেলাম। দেখতে চাইলাম ময়মনসিংহের ভালুকায় দিপু চন্দ্র দাস-র খবরটি কিভাবে পরিবেশিত হয়েছে। নাই, ভ্যানিশ। প্রথম পাতা, শেষ পাতায় নাই, ভেতরে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, পেলাম না? প্রথম আলো, ডেইলি ষ্টার, উদীচী, ছায়ানটের খবর আছে, হাদীর হাস্যোজ্জ্বল ছবি দিয়ে লিড্ নিউজ আছে, নাই শুধু দীপুর মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ। বেচারা দিপু, জন্মই তোমার আজন্ম পাপ, 'মডারেট মুসলিম' দেশে জন্ম গ্রহণ করে বিনা দোষে ইসলাম অবমাননার অপবাদ মাথায় নিয়ে তৌহিদী জনতার গণপিটুনি খেয়ে, জীবন্ত আগুনে পুড়েও নিউইয়র্কের 'প্রগতিশীল' একটি সাপ্তাহিকে ছোট্ট একটি শিরোনাম হবার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারলে না, তোমার মৃত্যু বৃথা। পাঠক, আপনি কি জানেন এর কারণ কি? আমি জানি, কিন্তু বলবো না!

রবিবার ২১শে ডিসেম্বর সকালে পেলাম সাপ্তাহিক পরিচয়। ইউরেকা, পেয়েছি। মানুষ যখন বড় কিছু আবিষ্কার করে, বা খুঁজে পায় তখনই কেবল 'ইউরেকা' শব্দটি ব্যবহার করে? পাঠক, অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমি সাপ্তাহিক পরিচয়ের শেষ পাতায় নীচের দিকে এক কলামে দিপু চন্দ্র দাসের খবরটি খুঁজে পেয়েছি, আনন্দ তো হতেই পারে? ভাবলাম, দিপু'র জীবনটা একেবারে 'ষোলআনা' মিছে নয়-তাঁর মৃত্যু'র সংবাদটি'র কারো কারো কাছে কিছুটা 'ভ্যালু' আছে বটে! শেষ পাতা থেকে সংবাদটি ৪৬-র পাতায় গেছে, সেখানে বক্স করে বাকি অংশ ছাপা হয়েছে। বাংলাদেশের মিডিয়ায় দিপু'র করুন, অথচ নির্মম হত্যাকান্ড তেমন গুরুত্ব পায়নি। হিন্দু মরলে কি আসে যায়! সাংবাদিকরা কোন বিচ্ছিন্ন জগতের মানুষ নন, বাংলাদেশের মানুষের যা চরিত্র, সাংবাদিকের চরিত্র তো তা-ই হবে? তবে আমেরিকায় থেকে মানষিক জগতের একটু উন্নতি তো আশা করা যেতেই পারে!

সাপ্তাহিক বাঙ্গালী ও সাপ্তাহিক পরিচয় বেশ পুরানো গ্রহণযোগ্য পত্রিকা এবং দু'জন সম্পাদক আমার অত্যন্ত পরিচিত ও ঘনিষ্ট। সক্রিয়ভাবে ৪৭ বছর আমি সাংবাদিকতা পেশার সাথে জড়িত। আমি জানি দিপু'র সংবাদটি প্রথম পাতায় গুরুত্বসহ ছাপার যোগ্য, এমনকি এনিয়ে সম্পাদকীয় লেখা যেতে পারতো। এতে দিপু'র কিচ্ছু আসতো-যেতো না, সমাজের দোষত্রুটি ধরিয়ে দিলে সমাজ উপকৃত হতো, এবং এটি সাংবাদিকের কাজ। এনিয়ে ফেইসবুকে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু'র একটি নিবন্ধ পড়লাম, তাকে ধন্যবাদ। নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটি গঠনে সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। আমার এলেখা হতাশা থেকে উদ্ভুত। ৫ই আগষ্ট ২০২৪'র পর দেশে হিন্দুদের হতাশা আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। ভরসার কোন জায়গা নেই? পুলিশ, প্রশাসন, সরকার, রাজনৈতিক দল, জনতা, ব্যক্তি, সংগঠন প্রায় সবাই এন্টি-হিন্দু। এ অবস্থায় একমাত্র মিডিয়া ভরসা, মিডিয়া পারে মানুষের মধ্যে মানবিকতা জাগিয়ে তুলতে।

ওসমান হাদী হত্যা: একজন কর্মীর মৃত্যু নয়, রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার নির্মম দলিল

আল্ মামুন

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদি নিহত হয়েছেন। তবে তাঁকে হত্যা করেছে শুধু একটি গুলি নয়—তাঁকে হত্যা করেছে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র ও একটি ভঙ্গুর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থায় ফ্যাসিবাদী শক্তির সহযোগীরা আজও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সক্রিয়, যাদের অপসারণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ব্যর্থ হয়েছে। এই বাস্তবতায় ওসমান হাদির হত্যাকারীদের আইনের আওতায় আনা যে কতটা দুরূহ, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাজধানী ঢাকার মতো একটি শহরে, দিনের আলোতে, পরিচিত একজন রাজনৈতিক কর্মীর ওপর গুলি চলে—এবং রাষ্ট্র তা ঠেকাতে পারে না। এরপর দিনের পর দিন পার হয়ে যায়, অথচ খুনি ধরা পড়ে না। এর চেয়ে বড় রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার উদাহরণ আর কী হতে পারে?

হুমকি ছিল। রাজনৈতিক উত্তাপ ছিল। জুলাই আন্দোলনের নেতারা ঝুঁকিতে—এ কথা রাষ্ট্র জানত। তবু কোনো কার্যকর নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি, কোনো আগাম গোয়েন্দা তৎপরতা সক্রিয় ছিল না, কোনো প্রতিরোধমূলক উদ্যোগও নেওয়া হয়নি। যেন রাষ্ট্র অপেক্ষা করছিল—কবে রক্ত ঝরবে।

গুলির পরও রাষ্ট্র ব্যর্থতার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। খুনি পালিয়েছে, প্রমাণ নষ্ট হয়েছে, সময় নষ্ট হয়েছে। পরে পুলিশি ভাষ্যে শোনা গেছে—"তদন্ত চলছে", "চেষ্টা করা হচ্ছে", "শিগগিরই আটক করা হবে"। বাংলাদেশ এসব কথা বহুবার শুনেছে—প্রতিটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পর।

প্রশ্ন তাই স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে—খুন হওয়ার আগে রাষ্ট্র কোথায় ছিল? আর খুন হওয়ার পর রাষ্ট্র এত ধীর কেন?

রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা হয়েছে। পতাকা অর্ধনমিত হয়েছে। বিবৃতি এসেছে। কিন্তু শোক কোনো বিকল্প দায়িত্ব নয়। একজন নাগরিক নিহত হলে রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো—খুনিকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা, তদন্তকে দৃশ্যমান করা এবং বিচার নিশ্চিত করা। শোক পালন রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা ঢাকার পর্দা হতে পারে না।

এই রাষ্ট্র কি আদৌ নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা দিতে সক্ষম? যদি একজন পরিচিত রাজনৈতিক নেতা এভাবে নিহত হন, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? এই হত্যাকাণ্ড একটি ভয়ংকর বার্তা দেয়—বাংলাদেশে এখন রাজনীতি মানে ঝুঁকি, ভিন্ন মত মানে জীবন বিপন্ন, আর রাষ্ট্র মানে নীরব দর্শক।

খুনি একা নয়—দায় রাষ্ট্রেরও। খুনি অপরাধী, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু রাষ্ট্রের দুর্বলতা, নিষ্ক্রিয়তা এবং জবাবদিহির অভাবই তাকে এই অপরাধে সাহস জুগিয়েছে। যে রাষ্ট্র আগাম সতর্কতা নেয় না, দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, খুনের পরও দৃশ্যমান বিচার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়—সে রাষ্ট্র নিজেই অপরাধের অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

ওসমান হাদির মৃত্যু যদি আরেকটি "ভুলে যাওয়া" হত্যাকাণ্ডে পরিণত হয়, যদি দ্রুত বিচার না হয়, যদি নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মৌলিক সংস্কার না আসে—তবে ইতিহাস লিখবে, এই দেশে শুধু একজন কর্মী নয়, রাষ্ট্র নিজেই তার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে।

এই হত্যাকাণ্ডের আগে ওসমান হাদি আমেরিকায় বসবাসরত এক প্রবাসীর কাছে একটি ভয়েস মেসেজ পাঠিয়েছিলেন—গুলিবিদ্ধ হওয়ার প্রায় দুই ঘণ্টা আগে। সেই মেসেজটি শোনার সুযোগ আমার হয়েছে। মেসেজটিতে তিনি আমেরিকান প্রবাসী ও নাসার খ্যাতনামা বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. মশিউর রহমান-কে উদ্দেশ করে বলেন, "আসসালামু আলাইকুম স্যার। আজ শুক্রবার হওয়ায়



সকাল থেকেই অনেক জনসংযোগে ব্যস্ত আছি। সময় মিলছে না—এটাই বড় সমস্যা। সন্ধ্যার মধ্যে জনসংযোগ শেষ করব, তারপর ইনশাল্লাহ আপনাকে কল করব।" দুঃখজনকভাবে, সেই কলটি আর করা হয়নি।

এ বিষয়ে ড. মশিউর রহমান বলেন, নির্বাচনের আগে বেসামরিক রাজনীতিবিদ ও গণতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এটি নির্বাচনী প্রস্তুতির একটি মৌলিক অংশ। তিনি বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে আশাবাদী হওয়ার আগে সরকারকে অবশ্যই কার্যকর ও শক্তিশালী নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। ব্যালটের নিরাপত্তা, ভোটারদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা, প্রার্থী ও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা এবং আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার সক্ষমতার বাস্তব প্রমাণ ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি বিভ্রান্তিকর।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি আমেরিকানদের প্রতিক্রিয়া জানতে কথা বলেছি অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ও পদার্থবিজ্ঞানী ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ-এর সঙ্গে। তিনি বলেন, সময়ের আগেই আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়া হাদির জন্য তিনি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর মতে, বাংলাদেশের সরকারকে ফরেনসিক সক্ষমতা দ্রুত উন্নত করতে হবে। তিনি বলেন, আমেরিকায় অধিকাংশ হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন সম্ভব হয় ফরেনসিক বিজ্ঞানে দক্ষতার কারণেই।

অপর একজন আমেরিকা প্রবাসী প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার ওয়াহিদ শামস বলেন, ওসমান হাদির মৃত্যু আবারও প্রমাণ করে—যারা অনুতাপ ও মীমাংসাকে দুর্বলতা মনে করে, তারা সহমর্মিতার যোগ্য নয়। ন্যায় ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে উদাহরণযোগ্য কঠোর শাস্তিই একমাত্র পথ। তিনি এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পূর্ণ সহযোগিতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

এছাড়াও কথা বলার সুযোগ হয় আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১–২০০৬)-এর সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের দ্বিতীয় সহ-সভাপতি রওশন আরা ফরিদের সঙ্গে। তিনিও এই হত্যাকাণ্ডকে গণতান্ত্রিক চর্চা ও পরমত সহিষ্ণুতার ব্যর্থতার এক নির্মম প্রতিচ্ছবি হিসেবে উল্লেখ করেন।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন—"শেষ পর্যন্ত ওসমান হাদি চলে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতি মৃত্যু দান করেন এবং শহীদের মর্যাদায় ভূষিত করেন। এমন মৃত্যু সবার ভাগ্যে জোটে না। রাজনীতি অনেকেই করে, কিন্তু দেশের স্বার্থ, আপামর জনতার অধিকার, স্বাধীনতা ও পূর্ণ সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপসহীন অবস্থান নেওয়ার মতো নেতৃত্ব খুব কমই দেখা যায়। সেই অবিচল, নির্ভীক নেতার প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা ও হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে দোয়া। বাংলাদেশে জনগণ ও দলমত নির্বিশেষে তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে যেন সবাই নিজের আকাঙ্ক্ষার মতো ধারণ করে—এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।"

এই খুন শুধু একজন ব্যক্তিকে নয়—পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। দায় শুধু খুনির নয়। দায় সরকারের। দায় রাষ্ট্রের।

শরিফ ওসমান হাদি (৩০ জুন ১৯৯৩ – ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫) ছিলেন একজন বাংলাদেশি রাজনৈতিককর্মী ও বক্তা, যিনি জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে গঠিত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত। তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসন থেকে সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। হাদি জুলাই শহিদদের অধিকার রক্ষা ও আওয়ামী লীগ নিষেধাজ্ঞা আন্দোলন এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদবিরোধী সক্রিয় রাজনীতির জন্য আলোচনায় আসেন। ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর তিনি জুমার নামাজের পর ঢাকার বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন এবং ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

ওসমান হাদি ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা একজন মাদ্রাসা শিক্ষক ও স্থানীয় ইমাম ছিলেন। ৬ ভাইবোনের মধ্যে হাদি সর্বকনিষ্ঠ। হাদি তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুরু করেন নলছিটি ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা থেকে, সেখান থেকে তিনি তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে চতুর্থ শ্রেণিতে ঝালকাঠি এন এস কামিল মাদ্রাসায় ভর্তি হন, সেখানে তিনি আলিম পরীক্ষা সম্পন্ন করে পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। হাদি ইংরেজি শেখার একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলেন এবং সর্বশেষ ইউনিভার্সিটি অব স্কলারস নামে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা করছিলেন।

ওসমান হাদির মৃত্যুর পর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদী বিক্ষোভ শুরু হয়। রাজধানীতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, শাহবাগে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয় এবং দৈনিক প্রথম আলো, ডেইলি স্টার অফিস-সহ বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর ও আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে বিএনপি, এই হত্যাকাণ্ডকে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস দেশবাসীকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান এবং সেইসঙ্গে, কোনো ধরনের 'অপপ্রচার ও গুজবে' কান না দেওয়া এবং হঠকারীমূলক সিদ্ধান্ত না নেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ল’আর্ক-ল্য ক্রুসোর হৃদয়ে আধুনিক সাংস্কৃতিক স্পন্দন

শাহাবুদ্দিন শুভ



ল্য ক্রুসো শুধু শিল্পের শহর নয়, বরং শিল্পভাবনার শহর

যে শহরে আমি এখন বসবাস করছি—ল্য ক্রুসো (Le Creusot)—শহরটি আকারে খুব বড় নয়। ফ্রান্সের মানচিত্রে এটি একটি শান্ত, নিরিবিলি এবং মূলত শিল্পনগরী হিসেবেই পরিচিত। চারপাশে কারখানার ইতিহাস, শ্রমিক সংস্কৃতি আর শিল্পায়নের ছাপ স্পষ্ট। বাইরে থেকে দেখলে মনে হতে পারে—এখানে হয়তো সাংস্কৃতিক আয়োজন সীমিত। কিন্তু এই শহরের বুকেই যে একটি আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটির নাম ল’আর্ক – সীন ন্যাশনাল ল্য ক্রুসো (L’arc – Scène Nationale Le Creusot)। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানটি ঘুরে দেখার সুযোগ হয়—যা আমার কাছে ছিল শুধু একটি স্থাপনা দেখা নয়, বরং আধুনিক শিল্প–সংস্কৃতির দর্শন, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করার এক গভীর অভিজ্ঞতা।

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা ও সংস্কৃতিকর্মের সূত্রে আমি বহু থিয়েটার হল, মিলনায়তন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঘুরে দেখেছি। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে জেলা শহর পর্যন্ত—মঞ্চ দেখেছি, আয়োজন দেখেছি, শিল্পীদের কাজ দেখেছি। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আজকের এই লেখা।

পরিকল্পনার সংস্কৃতি, সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার পাঠ : আমাদের এই ভিজিটটি প্রায় চার সপ্তাহ আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। ফ্রান্সে এসে একটি বিষয় আমি বারবার লক্ষ্য করেছি—এখানে হঠাৎ করে কিছু হয় না। কোনো অনুষ্ঠান, বৈঠক, ভিজিট বা সাংস্কৃতিক আয়োজন—সবকিছুই এক থেকে দুই মাস আগেই পরিকল্পিত ও সিডিউল করা থাকে।

বিশেষ করে সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই নিয়ম আরও কঠোরভাবে মানা হয়। এমনকি মেয়র মহোদয়ের (Mayor) সঙ্গে আমার একটি মিটিংও প্রায় দুই মাস আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। এই পরিকল্পনার সংস্কৃতি এখানকার সমাজব্যবস্থার একটি শক্ত ভিত।

ভিজিটের দিন সকাল ৯টার আগেই আমাদের দলের সবাই একে একে উপস্থিত হন। আগের দিন এখানে মেয়রের একটি বড় অনুষ্ঠান ছিল। ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রাত করে বাসায় ফিরেছিলেন। তারপরও নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সবাই ঠিক সময়ে হাজির—কারণ সময়ানুবর্তিতা এখানে ব্যক্তিগত গুণ নয়, সামাজিক দায়িত্ব।

প্রথমে আমাদের ল’আর্ক সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যসমৃদ্ধ পরিচিতি দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, কার্যক্রম, দর্শন ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়। এরপর শুরু হয় মূল ভ্রমণ।

গ্র্যান্ড থিয়েটার (Grand Theatre) আধুনিকতা ও কারিগরি নিখুঁততার অসাধারণ উদাহরণ : পুরো ভ্রমণটি পরিচালনা করেন আশু শারাজেদ (Achou Charazed)। তিনি “রিলাসিওঁ আভেক লে প্যাবলিক (relations avec les publics)” বিভাগের দায়িত্বে আছেন। আমরা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জানালেন—আজ আমাদের পুরো ভবনটি ঘুরিয়ে দেখানো হবে, যেখানে রয়েছে দুটি থিয়েটার হল ও একটি প্রদর্শনী গ্যালারি।

প্রথমেই আমরা প্রবেশ করি প্রায় এক হাজার আসনবিশিষ্ট গ্র্যান্ড থিয়েটারে (Grand Theatre)। হলটিতে ঢোকার মুহূর্তেই আমার চোখ আটকে যায়। বিশাল হলেও কোথাও ভারী লাগেনি। বরং পুরো জায়গাটি আধুনিক, পরিমিত ও দৃষ্টিনন্দন।

প্রথমে আমাদের বোঝানো হয় হলটির আলোক নিক্ষেপণ ব্যবস্থা। কোথায় কোন ধরনের আলো ব্যবহার করা হয়, কোন আলো দৃশ্য তৈরি করে, কোনটি আবহ গড়ে তোলে—সবকিছুই অত্যন্ত পরিকল্পিত। এরপর ব্যাখ্যা করা হয় সাউন্ড সিস্টেম, মঞ্চের কাঠামো ও কারিগরি ব্যবস্থাপনা।

এরপর আমরা একটি সরু সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাই হলের একেবারে উপরের অংশে—যেখানে রয়েছে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। কাচের ভেতর থেকে পুরো হলটি দেখা যায়। আলো, শব্দ ও মঞ্চ—সবকিছু এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়। কাচের আড়াল থেকে বিশাল হলটি অপূর্ব দেখাচ্ছিল।

এরপর আমাদের নেওয়া হয় মঞ্চের পেছনের দিকে। সেখানে রয়েছে অত্যাধুনিক ইন্টেরিয়রে সাজানো তিনটি আলাদা কক্ষ। নাটক বা পারফরম্যান্সের আগে শিল্পীরা এখানে বিশ্রাম নেন, পোশাক পরিবর্তন করেন। আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে—এই কক্ষগুলোর ভেতরেই শাওয়ার ও ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা রয়েছে। সবকিছুই আধুনিক, স্বয়ংক্রিয় ও শিল্পীবান্ধব।

সিটগুলোর ঢাল, মঞ্চের গভীরতা, শব্দের প্রতিফলন—সবকিছু এমনভাবে নকশা করা যে দর্শক হলের যেখানেই বসুন না কেন, পারফরম্যান্স উপভোগে কোনো বাধা থাকে না।

বাংলাদেশে বহু থিয়েটার হলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু এত নিখুঁত পরিকল্পনা, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা ও আরামদায়ক পরিবেশ আগে কখনও চোখে পড়েনি। সত্যি বলতে, আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

পেতি থিয়েটার (Petit Theatre): ছোট পরিসরে বড় অনুভব : এরপর আমরা যাই পেতি থিয়েটারে (Petit Theatre)। এখানে আসন সংখ্যা ২১৫ থেকে ২৩২টি। এই হলটি আকারে ছোট হলেও অনুভূতিতে বিশাল।

ভেতরে ঢুকেই এক ধরনের অন্তরঙ্গ পরিবেশ তৈরি হয়। এটি এমনভাবে নকশা করা যে দর্শক ও শিল্পীর মধ্যে দূরত্ব কমে আসে। আলো-ছায়ার ব্যবহার অত্যন্ত সূক্ষ্ম। দেয়ালের অ্যাকুস্টিক ডিজাইন এমনভাবে তৈরি, যাতে কণ্ঠস্বর ও সংগীত প্রাকৃতিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে—অতিরিক্ত যন্ত্রনির্ভরতা ছাড়াই। আসনগুলো আরামদায়ক। দীর্ঘ সময় বসেও ক্লান্তি আসে না। প্রতিটি আসন থেকেই মঞ্চের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ বজায় থাকে।

ছোট নাটক, একক অভিনয়, পরীক্ষামূলক থিয়েটার, কবিতা পাঠ, আলোচনা সভা কিংবা সৃজনশীল কর্মশালার জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি আদর্শ সাংস্কৃতিক পরিসর।

প্রদর্শনী হল (Exhibition Hall): শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৃজনশীলতার বিস্তার : প্রায় ৩০০ বর্গমিটার জুড়ে বিস্তৃত প্রদর্শনী হলটি ল’আর্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি কেবল শিল্পকর্ম ঝুলিয়ে রাখার জায়গা নয়—বরং শিল্পী ও দর্শকের মধ্যে নীরব সংলাপের একটি পরিসর।

আলোকব্যবস্থা অত্যন্ত পেশাদার। প্রতিটি শিল্পকর্মের জন্যখ আলাদা আলো পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে রঙ, গঠন ও ভাব পুরোপুরি ফুটে ওঠে।

এই কক্ষটির বিন্যাস খুবই নমনীয়। প্রয়োজনে দেয়াল সরিয়ে বা স্থান পুনর্বিন্যাস করে বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী আয়োজন করা যায়।

চিত্রকলা, ভাস্কর্য, আলোকচিত্র, ইনস্টলেশন কিংবা মাল্টিমিডিয়া—সব ধরনের শিল্প এখানে সমান গুরুত্ব পায়।

এখানকার সমকালীন শিল্পীদের কাজ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়—ল্য ক্রুসো (Le Creusot) শুধু শিল্পের শহর নয়, বরং শিল্পভাবনার শহর।

মানুষই একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রাণ : এই পুরো অভিজ্ঞতাকে আরও ব্যক্তিগত ও স্মরণীয় করে তুলেছেন আশু শারাজেদ (Achou Charazed)। তাঁর ব্যাখ্যা, ধৈর্য ও আন্তরিকতা বুঝিয়ে দেয়—একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সৌন্দর্য শুধু স্থাপত্যে নয়, মানুষের মননেও লুকিয়ে থাকে।

এছাড়া মারি আনিক (Mari Anike) ও লরা (Laura)–র অংশগ্রহণ ভ্রমণটিকে আরও তথ্যসমৃদ্ধ ও উষ্ণ করে তুলেছে।

আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি: শিল্প, শহর ও মানুষের নীরব সংলাপ : ল’আর্কের এই ভ্রমণ আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে—একটি হল শুধু শিল্প দেখানোর জায়গা নয়। এটি একটি শহরের রুচি, মনন ও আধুনিকতার প্রতিচ্ছবি। বাংলাদেশে আমার জীবনে বহু সাংস্কৃতিক পরিসর দেখার সুযোগ হয়েছে। সেসব অভিজ্ঞতা আমাকে সমৃদ্ধও করেছে। কিন্তু এখানে এসে উপলব্ধি করলাম—আধুনিকতা কেবল প্রযুক্তির নাম নয়; আধুনিকতা হলো পরিকল্পনার শুদ্ধতা ও শিল্পের প্রতি সম্মান।

মনে হয়েছে—যদি এমন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আমাদের দেশেও আরও থাকতো, তবে নতুন প্রজন্ম শিল্পকে শুধু বিনোদন হিসেবে নয়, জীবনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করত। ল’আর্ক আমার কাছে তাই শুধু একটি স্থাপনা নয়। এটি এক জীবন্ত উদাহরণ—যেখানে শিল্প কথা বলে, মানুষ শোনে, আর একটি শহর নিজের পরিচয় নির্মাণ করে নীরবে, সৌন্দর্যের ভেতর দিয়ে।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

বাংলাদেশে সহিংসতার রাজনীতি কি বন্ধ হবেনা কোনদিন?

আবুল কালাম আজাদ



বাংলাদেশে সহিংসতার রাজনীতি কি কোনোদিন বন্ধ হবে না? এই প্রশ্নটি আজ আর কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহলের বিষয় নয়, এটি একটি জাতির অস্তিত্ব, ভবিষ্যৎ ও নৈতিক দিকনির্দেশনার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকা এক বাস্তব ও যন্ত্রণাদায়ক প্রশ্ন। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে এসে আমরা এখনো দেখছি রাজনৈতিক মতভিন্নতা মানেই প্রতিপক্ষকে শত্রু ভাবা, ক্ষমতার লড়াই মানেই রক্তপাত, আর রাষ্ট্রীয় শক্তি মানেই একপাক্ষিক দমন। এ বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন ওঠে, এটি কি আমাদের নিয়তি, নাকি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই এই সহিংস রাজনীতির চক্রে আটকে থাকতে চাই?

বাংলাদেশের রাজনীতির জন্মলগ্নেই সহিংসতার বীজ রোপিত হয়েছিল। এ কথা বললে অনেকে অস্বস্তি বোধ করবেন, কিন্তু ইতিহাস অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ সবকিছুই ছিল ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো সংগ্রাম, কিন্তু সেই সংগ্রামের পথ ছিল রক্তাক্ত। সমস্যা তখনই শুরু হয়, যখন সংগ্রামের সহিংসতা আর রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির মধ্যে পার্থক্য করা বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষ হলেও রাজনীতি যুদ্ধের ভাষা ছাড়তে পারেনি। ক্ষমতা বদল মানেই প্রতিশোধ, সরকার পরিবর্তন মানেই মামলা, হামলা, গুম, খুন। এভাবে সহিংসতা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে সহিংসতার রাজনীতির একটি বড় কারণ হলো ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের মালিকানা হিসেবে দেখা। ক্ষমতা এখানে সেবা নয়, ক্ষমতা মানেই সবকিছু। অর্থ, নিরাপত্তা, সম্মান, এমনকি ইতিহাস লেখার অধিকার। ফলে ক্ষমতা হারানোর ভয় রাজনৈতিক দলগুলোকে অমানবিক করে তোলে। তারা জানে, ক্ষমতার বাইরে মানেই নিরাপত্তাহীনতা, আইনি হয়রানি, সামাজিক নিঃস্বতা। এই ভয় থেকেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার প্রবণতা জন্ম নেয়। বিরোধী দলকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। আর তখন সহিংসতা হয়ে ওঠে 'ন্যায্য কৌশল'।

আরেকটি গভীর সমস্যা হলো বিচারহীনতার সংস্কৃতি। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটলে খুব কম ক্ষেত্রেই দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। ক্ষমতাসীনদের আশ্রয়ে অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচারের আশায় বছরের পর বছর আদালতের দরজায় ঘুরে মরেন। এই বিচারহীনতা সহিংসতাকে উৎসাহিত করে। যখন কেউ জানে যে খুন, হামলা বা সন্ত্রাস করেও পার পাওয়া যায়, তখন সহিংসতা আর অপরাধ থাকে না, তা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক বিনিয়োগ।

সহিংসতার রাজনীতিকে টিকিয়ে রাখার আরেকটি বড় উপাদান হলো দলীয়করণ। রাষ্ট্রের প্রায় সব প্রতিষ্ঠান যেমন: প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এমনকি বিচার ব্যবস্থাও কমবেশি দলীয় প্রভাবের শিকার। ফলে আইন প্রয়োগ আর ন্যায়বিচার নিরপেক্ষ থাকে না। রাজনৈতিক পরিচয় তখন অপরাধের লাইসেন্স হয়ে যায়। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের ওপর আস্থা হারায়, আর রাজনীতি হয়ে ওঠে ভয়ের বিষয়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোও সহিংসতা বন্ধে আন্তরিক, এ কথা বলা কঠিন। মুখে গণতন্ত্র, সহনশীলতা ও শান্তির কথা বলা হলেও বাস্তবে দলগুলো নিজেরা কখনোই সহিংসতার দায় নেয় না। সব সহিংসতার দায় চাপানো হয় 'অনুপ্রবেশকারী', 'বহিরাগত', কিংবা 'অদৃশ্য শক্তি'র ওপর। আত্মসমালোচনার এই ভয়াবহ অভাব রাজনীতিকে শুদ্ধ হতে দেয় না। যে রাজনীতি নিজের ভুল স্বীকার করতে পারে না, সে রাজনীতি কখনোই সহিংসতা ছাড়তে পারে না।

এখানে গণমাধ্যমের ভূমিকাও প্রশ্নের বাইরে নয়। অনেক ক্ষেত্রে গণমাধ্যম রাজনৈতিক মেরুকরণের অংশ হয়ে পড়ে। সহিংসতার শিকার মানুষ নয়, বরং দলীয় অবস্থানই হয়ে ওঠে খবরের কেন্দ্রবিন্দু। কে মারলো নয়, কে মারলো কেন? এই 'কেন'টি দলীয় স্বার্থে ব্যাখ্যা করা হয়। এতে সহিংসতা নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার বদলে রাজনৈতিকভাবে বৈধতা পায়।

সহিংস রাজনীতির সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী তরুণ সমাজ। রাজনীতির মানে যদি হয় লাঠি, আগুন, হেলমেট আর মামলা, তাহলে সচেতন তরুণরা রাজনীতি থেকে দূরে সরে যায়। রাজনীতিতে তখন জায়গা করে নেয় পেশিশক্তি, সুবিধাবাদী ও অপরাধীচক্র। এই চক্র আবার সহিংসতাকে আরও গভীর করে। ফলে একটি দুষ্টচক্র তৈরি হয়, যেখান থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে।

তবে প্রশ্ন হলো, এই সহিংসতা কি অনিবার্য? ইতিহাস বলে, নয়। পৃথিবীর বহু দেশই সহিংস রাজনৈতিক অতীত থেকে বেরিয়ে এসেছে। তারা পেরেছে কারণ তারা কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ, নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান গঠন, বিচারহীনতার অবসান, এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক সদিচ্ছা। বাংলাদেশে এসব অসম্ভব নয়, কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন।

সহিংসতার রাজনীতি বন্ধ করতে হলে প্রথমেই দরকার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও জবাবদিহি। ক্ষমতা যদি জীবন-মরণ প্রশ্ন না হয়, তাহলে ক্ষমতা হারানোর ভয়ও কমবে। নিয়মিত, গ্রহণযোগ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন ছাড়া সহিংস রাজনীতি বন্ধ হওয়ার কোনো বাস্তব সম্ভাবনা নেই। কারণ ভোটের পথ বন্ধ হলে রাজনীতি স্বাভাবিকভাবেই রাস্তায় নামে, আর রাস্তার রাজনীতি সহিংসই হয়।

দ্বিতীয়ত, বিচার ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে। রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত না করলে সহিংসতা কখনো থামবে না। একটি খুনের বিচার যদি দ্রুত ও ন্যায্যভাবে হয়, সেটি শত ভাষণের চেয়ে বেশি কার্যকর।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা জরুরি। নেতৃত্ব যদি জবাবদিহির বাইরে থাকে, তাহলে মাঠপর্যায়ের কর্মীরাও সহিংসতায় জবাবদিহি অনুভব করবে না। দলীয় রাজনীতি যতদিন গডফাদারনির্ভর থাকবে, ততদিন সহিংসতা থাকবেই।

সবশেষে বলতে হয়, সহিংসতার রাজনীতি বন্ধ হওয়া শুধু রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব নয়, এটি সমাজের সামগ্রিক দায়িত্ব। নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, শিক্ষাব্যবস্থা, সবাইকে সহিংসতার বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিতে হবে। "আমার দলের হলে ঠিক, অন্য দলের হলে ভুল" এই নৈতিক দ্বিচারিতা যতদিন থাকবে, ততদিন সহিংসতা বন্ধ হবে না।

বাংলাদেশে সহিংসতার রাজনীতি বন্ধ হবে কি না? এর উত্তর ভবিষ্যৎ দেবে। কিন্তু ইতিহাস একটাই শিক্ষা দেয়: সহিংসতাকে স্বাভাবিক মেনে নেওয়া মানেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরও রক্তাক্ত রাজনীতি রেখে যাওয়া। প্রশ্ন হলো, আমরা কি সেই দায় নিতে প্রস্তুত? নাকি এখনই সময় এই সহিংস চক্র ভাঙার? সিদ্ধান্তটা শেষ পর্যন্ত আমাদেরই।

বিজয় দিবস সংখ্যা

বাংলার গর্ব-বিজয়ের মাসে কবি, সাহিত্যপ্রেমী ও সকল পাঠক-মনকে জানাই আমাদের উষ্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। স্বাধীনতার মহাযজ্ঞে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছিলেন দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য, যাঁদের ত্যাগে আমরা পেয়েছি স্বাধীন পতাকা, সেই শহিদ বীরদের স্মরণে আজও আমরা নতশির। আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল তাঁদের প্রতি, আর জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রইল বিনম্র স্যালুট। হৃদয়ের গভীর আবেগ দিয়ে যাঁরা মাতৃভূমিকে ভালোবেসে নিরন্তর সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন, তাঁদের শব্দশৈলীতেই ইতিহাসের রক্তরাঙা স্মৃতি ও বীরত্বের আখ্যান আজও আমাদের মাঝে স্পন্দিত হয়। এমন সৃজনশীল প্রয়াসই উত্তরসূরিদের হৃদয়ে দেশপ্রেমের বীজ বপন করে এবং বিজয়ের চেতনাকে পৌঁছে দেয় এক গভীরতর জীবনবোধে। সকল কবির প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আশা করি, এ সংখ্যাটি আপনাদের ভালো লাগবে।—**এইচ বি রিতা**

ঝড় থামার পর

তমিজ উদ্‌দীন লোদী

ঝড় থামার পর, বৃষ্টির পিটুনি থেমে যাবার পর,
আমরা দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রক্তস্রোত দেখলাম
ধীরে বয়ে যেতে মাঠ ও গড়খাই জুড়ে।

আমরা তাকিয়ে রইলাম কৃষ্ণবর্ণ আঁধারের দিকে,
দূরত্ব আমাদের দৃষ্টিকে বদলে দিয়েছিল
মনে হল আমরা একটি পর্দা কিংবা কুয়াশা দেখছি
কাগজের ঘোড়ার মতো ।

তবুও এখনো আমি চোখ বন্ধ করলে সেই মেয়েটাকে দেখি
তার গ্রাম থেকে দৌড়াচ্ছে, ঊর্ধ্বশ্বাসে
তার পোশাকের সঙ্গে জেলির মতো জড়িয়ে আছে ভয়
তার হাত বাড়িয়ে আছে সেই শূন্যতার দিকে
যে অপেক্ষা করে উত্তাপের ঢেউয়ের মধ্যে তার সামনে।

আমি ভাবতে চেষ্টা করি সে রাস্তা ধরে দৌড়াচ্ছে আর ডানা
তার ভেতরে ঝাপটাচ্ছে যতক্ষণ না সে উড়ে যায়
উপরের দূষিত জঙ্গল আর তার যন্ত্রণার
উপরে, আর তোমার যন্ত্রণার, আর আমার।

কিন্তু মিথ্যা আবার ফিরে আসে।
মিথ্যে আশ্বাস বারবার ফিরে আসে
আর মেয়েটা দৌড়ায় শুধু যতদূর চোখ যায়



এ দৌড় শেষ হয় না
বরং আজও তা চারদিক স্তব্ধ করে;
প্রাণ দাঁড়িয়ে থাকে ওষ্ঠে আঙুল রেখে ।

জ্যোৎস্না ও ভোরের পাখি

শেখর ভট্টাচার্য

শেষরাতে জ্যোৎস্নার ভেলা ভেসে যাচ্ছে ভোরের
পাখির কাছে
স্তব্ধতার ছন্দে আকাশের ক্যানভাসে কারা এঁকে যাচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাস।
জ্যোৎস্না-নদীর হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে অগণন লাল আর সবুজ ফুলের পাপড়ি,
ফুলের শোভাযাত্রা রৌদ্রজ্জ্বল প্রভাতের গায়ে রূপকথার গল্প লিখতে উন্মুখ।
“দাস পার্টির” পানসি নৌকার ঢেউ, বয়ে নিয়ে যায়
রক্তরঙ মানচিত্র
সোনালি আভার প্রান্তর কৃষ্ণরঙ আবরণে আশা হতাশার সাপলুডুতে নিমগ্ন,
পাঁজরে সাপের বিষাক্ত কামড় লীন হয়ে যায় লালাভ আলোক রশ্মির স্পর্শে
ধুধু মাঠ, তেরশত নদী পেরিয়ে বদ্বীপের আকাশে ওঠে মহাকাব্যিক এক সূর্য,
স্বপ্নে বুনন করা রেশমি সময় বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে, গেয়ে ওঠে মুক্তির গান,
“দাসের নৌকা” আর ভোরের পাখি, হাওরের আফাল পেরিয়ে প্রান্তরে মুখোমুখি
উদ্ভাসিত আলোয় অসীম আকাশে মেঘের পাখায় ওড়ে নির্ভিক “যাত্রার বিবেক’।

বিজয়হর্ষ

সুমন শামসুদ্দিন

বজ্রকণ্ঠে জেগে উঠলো রক্তকমল,
মোহনিদ্রা ভেঙে বৃত্তাকারে মুষ্টিবদ্ধ হলো-
সবুজ বদ্বীপের মধ্যবর্তী অন্তর্লীনে।
তারপর শুরু হলো গাঙচিলেদের কুচকাওয়াজ।
জয়দীপ্ত গর্বে শুরু হলো শোভাযাত্রা।

তারপর, দিনে দিনে চেতনার শানিত সূর্যালোকে
মনবিহঙ্গ খুঁজে পেল মহেশখালীর বাঁক।

বাঁশখালি আর চিত্রাজলে
বিজয়-রবির মুক্তালোকের ঝিকিমিকি,
সরুচঞ্চু গঙ্গাকৈতর রমণ করে স্নানানন্দ!

ছায়ানটের গাঢ়হাস্য প্রণয়রেণু ঠোঁটে
ব্যাকুল দোয়েলের বিহ্বলতা!
তৃণশ্যামল মল জমিনের বুকে
অংকিত মানচিত্রের হলুদাভ প্রভা,
আর, স্বস্তির আঙ্গিনায় নির্বিঘ্নে ওড়ে-
একটা লাল প্রজাপতি!

নিঃস্ব পর্ণকুটিরের চাতালে
চন্দ্রাতপের মায়াবী আভায় উঁকি দেয়
আশা জাগানিয়া এক অনাগত ভবিষ্যৎ!



দিগন্তহীন আকাশের বুকে
সোনালি চিলের ডানায় ভর ক’রে-
ভেসে বেড়ায় বিজয়হর্ষ!

আমি কি ভুলেছি.....

সুশান্ত হালদার



সবইতো ভুলেছি
শুধু বকুল ঝরা দিনের
আহত পলাশের করুণ দৃষ্টিটুকু ভুলিনি

আমি কি ভুলেছি
ভাঙা পলেস্তারার বিচিত্র চিত্রিত আঁকচাড়া
ফোস্কা পরা দেয়ালের
শ্রীহীন গা-ঘেষা মানুষের নির্জীবতার ধুলি-ওড়া সন্ধ্যা
বিধ্বস্ত পিতার অরক্ষিত স্বাধীনতার উড্ডীন পতাকা?

আমি কি ভুলেছি
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মায়ের ভারাক্রান্ত মুখের বিষাদগ্রস্ততা
সজল নয়নের ক্রন্দনরতা বৈধব্য প্রেমিকা?

আমি কি ভুলেছি
বিজয় দিবসের জলপাই রঙের কুচকাওয়াজ মহড়া
আকাশ ফাটা চিৎকারে
নির্যাতিতার স্বঘোষিত কামান-দাগা মৃত্যুর নিশানা?

সবইতো ভুলেছি
শুধু নির্জনতার এই যে প্রকৃতি বিমুখতা
তার-ই কিছুটা উদ্বেলিত বেদনায়
রাঙিয়ে নিয়েছি নিজেরই ধূসর পাণ্ডুলিপি চেহারা!

বিপ্লবে বিস্ময়ে আমার বাংলাদেশ

সাকিব জামাল

বিপ্লবে বিস্ময়ে, আমার বাংলাদেশ।
শান্তিতে সংগ্রামে, আমার বাংলাদেশ।
এখানে সূর্য ওঠে রক্তিম সাহস নিয়ে,
এখানে সূর্য ডোবে লাল সালাম দিয়ে!
সাহস আর ভালোবাসায়
এগিয়ে চলছি বেশ।
বিপ্লবে বিস্ময়ে আমার বাংলাদেশ।।

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা
একাত্তরে রক্তে কেনা -আমরা স্বাধীনতা।
নব্বইয়ে গণতন্ত্র আর চব্বিশে সুশাসন
বীরের সাথে বীরের বেশে -আমাদের বন্ধন।
তোমরা সবাই তাকিয়ে দেখো
আমরা অনিঃশেষ!
বিপ্লবে বিস্ময়ে আমার বাংলাদেশ।।

ভয় পাই না, জয় করে যাই
আমরা যেটা চাই!
মানবাধিকারের উজ্জ্বল পতাকা
আমাদের হাতে তাই!
বিশ্বকল্যানে আমরাই সেরা
অবাক সকল দেশ!
বিপ্লবে বিস্ময়ে আমার বাংলাদেশ।
শান্তিতে সংগ্রামে আমার বাংলাদেশ।।

তোমাকে হারালে, স্বাধীনতা

আবদুল বাতেন

তোমাকে হারালে, স্বাধীনতা
খোলা আকাশকে লাথি মেরে
দাসত্বের পিঞ্জরকেই বেছে নেবে পাখিসকল।
ফুল ও ফলোৎপাদনকে না- জায়েজ ভেবে
বন্ধ্যাত্বকে বরণ করবে সারি সারি গাছ।

উবে গেছে, এখন যেমন শিশুদের শৈশব,রঙিন
তোমাকে হারালে, স্বাধীনতা
তাঁদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎও হারাবে অন্ধকারে।
জ্ঞান- বিজ্ঞানকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে
মাদক আর অবৈধ অস্ত্রের আড়ত
হয়ে উঠবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

শিল্প- সংস্কৃতি- শুদ্ধতা চর্চার গায়ে থুথু ফেলে
দুর্নীতির শীর্ষে মাথা রাখবে
সৃজনশীল- সম্ভনাময়- মানবতাবাদী মানুষগুলো।
তোমাকে হারালে, স্বাধীনতা
মেরুদণ্ডহীন প্রাণী হয়ে টিকে থাকবে প্রতিটি বাঙালি
উঠে বসারও ক্ষমতা থাকবে না, কারো আর।

আমরা হাঁটছি গন্তব্য না জানা ধাঁধাঁয়

এনাম রাজু

ডিসেম্বর এখন ঋতুকালীন এক কমোডিটি,
যেখানে রক্তের উষ্ণতা হারায় ক্যাফেইনের ধোঁয়ায়।

স্বাধীনতা হাতের তালুর নীল স্ক্রিনে থমকে থাকা আলো-
জ্বলে ঠিকই, অথচ তাপহীন নিরুত্তাপ ছড়ায়... ।

মুক্তিযুদ্ধ বইয়ের পাতায় চাপা এক ফুটনোট,
দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাওয়া অনুচ্চার স্মৃতি।

পতাকাও যেনো এখন দেয়ালে বন্দী এক স্থির গ্রাফিতি,
‘জয় বাংলা’ ভাঙা প্লেয়ারের ভেতর আটকে থাকা শব্দ।

আমরা হাঁটছি গন্তব্যহীন এক দীর্ঘ ধাঁধাঁয়-
অপেক্ষা করি: কবে ফুটনোট হওয়া ইতিহাস
আবার মূল টেক্সট হয়ে উঠবে চিৎকারের মতো।

বিজয়ের পরও কিছু রক্ত বাকি থাকে

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

বিজয়ের দিন ঢোল বাজে, বিজয় মিছিল নামে
কিন্তু একটি উচ্চাশা পুকুরের পানিতে ডুবে থাকে।
স্বাধীনতা তখন একটি আধা-লিখিত চিঠি
যার খাম খোলা কিন্তু প্রকৃত পাঠক অনুপস্থিত।

আমি কেবল দেখি, রক্ত শুকিয়ে ইট হয়
আর সেই ইট দিয়ে গড়ে ওঠে আমাদের ভবিষ্যৎ
অথচ সেই ভবিষ্যৎ প্রশ্ন করে,
“আমরা কি সত্যিই জিতেছি....?”
কে না জানে, বিজয়ের পরেও কিছু রক্ত বাকি থাকে!

তবুও বিজয়... এখানো একটি আয়না
যেখানে দাঁড়ালে নিজেকেই জবাব দিতে হয়।

ষড়যন্ত্রের ছায়াপথ

শাহীন সুলতানা

বিপ্লবীর রক্তে ভিজে ওঠে সবুজ মানচিত্র;
ঘাতকের দল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে আর
হিসাব মেলায় অনন্ত আগামীর।
স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত রাজপথে-
ওরাও মিশে চলে বিপ্লবী জওয়ানের মুখোশে।

মঞ্চ কাঁপায় জওয়ান, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত রুখে
দিতে বদ্ধপরিকর তার মুষ্টিবদ্ধ হাত! মুক্ত পাখির
মতো হেঁটে বেড়ায় আনাচ-কানাচে, ডানে-বামে
সামনে-পেছনে। মানুষের চোখে আঁকে স্বপ্নময়
স্বদেশের ছবি।

এদিকে সুযোগ বুঝে দুর্বৃত্তের নাঙা তলোয়ার
উড়িয়ে দেয় বিপ্লবীর মস্তক!
ফুঁসে ওঠে সময়। ধ্বংসস্তুপ থেকে বেরিয়ে আসে
আলোর বিচ্ছুরণ; জমিনের প্রতিটি প্রাণে গ্রথিত
হয় বিপ্লবের বীজ।

রক্তে অর্জিত স্বাধীনতা

হাসান মাহমুদ

হে আমার পূর্বপুরুষ,
আমরা তোমাদের ভুলবো না।
এই স্বাধীনতা রক্তের বিনিময়ে কেনা

প্রিয় লাল-সবুজের পতাকা,
রক্তে আঁকা আমাদের মানচিত্র,
তোমাদের পবিত্র রক্তে রাঙা।

পদ্মা, মেঘনা, যমুনায়
আজও রক্তস্রোত বহমান—
এই স্বাধীনতা তোমাদের দান।

বধ্যভূমির মাটি আজও সাক্ষ্য দেয়,
অতন্দ্র প্রহরী আজও জাগে সেথায়,
জ্বলে শিখা চিরন্তনী, আমরা পাহারায়।

তারেক রহমানের বক্তব্য শুনে যা বললেন পরীমণি



দীর্ঘ ১৭ বছরের প্রবাস জীবনের অবসান ঘটিয়ে আজ বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সকাল ৯টা ৫৬ মিনিটে তাকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইটটি যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে সিলেটে আসে। সেখানে যাত্রাবিরতি শেষে ফ্লাইটটি বেলা ১১টা ৩৯ মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানবন্দরে সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষে রাজধানীর পূর্বাচল ৩০০ ফিট এলাকায় আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তারেক রহমানের বক্তব্যের প্রশংসা করছেন অনেকেই। সেই তালিকায় আছেন শোবিজ তারকারা। আছেন চিত্রনায়িকা পরীমনিও।

ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে পরীমনি লেখেন, "আজ এ দেশের মানুষ চায়'... যখন বললেন একদম শিরদাঁড়ায় এসে বিঁধলো। কি যে এক মুগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে! শান্তি নেমে আসুক সবার জীবনে আর কিছু চাওয়ার নেই।"

বৃহস্পতিবার বেলা ৩টা ৫৭ মিনিটে তারেক রহমান বক্তব্য শুরু করেন। মঞ্চে তাকে স্বাগত জানান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গণসংবর্ধনায় 'প্রিয় বাংলাদেশ' বলে বক্তব্য শুরু করেন তিনি। তারেক রহমান বলেন বলেন, প্রথমেই রাব্বুল আলামিনের প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি। মহান রাব্বুল আলামিনের দোয়ায় মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছি।

তিনি বলেন, '৭১ এ দেশের মানুষ যেমন স্বাধীনতা অর্জন করেছিল ২০২৪ সালে তেমন সর্বস্তরের মানুষ; সবাই মিলে এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করেছিল। আজ বাংলাদেশের মানুষ কথা বলার অধিকার ফিরে পেতে চায়। তারা তাদের গণতন্ত্রের অধিকার ফিরে পেতে চায়।'

জনগণের প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য সব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান তারেক রহমান।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, আমাদের সময় এসেছে সকলে মিলে দেশ গড়ার। এ দেশে মুসলমান, হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবাই আছে। আমরা এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যে দেশে পাহাড়ের সমতলের নারী, পুরুষ, শিশু সবাই নিরাপদে ঘর থেকে বের হয়ে নিরাপদে ঘরে ফিরবে।

বিনোদন ডেস্ক

রেকর্ড পারিশ্রমিক নিয়ে রাজামৌলির সিনেমায় প্রিয়াঙ্কা



বিয়ের পর থেকে মার্কিন মুলুকের বাসিন্দা হয়ে গেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। হলিউডে বেশ কিছু সিনেমা ও সিরিজে অভিনয়ের সুবাদে এখন সেখানকার পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন। সেই সুবাদে চুটিয়ে কাজ করছেন পশ্চিমী সিনে দুনিয়ায়। তবে ভারতীয় সিনেমার প্রতি দুর্বলতা আগের মতোই রয়ে গেছে। সে কথা বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন। তাঁর এই কথা যে মিথ্যা নয়, এবার তারই প্রমাণ মিলল নতুন সিনেমা হাতে নেওয়ার সুবাদে।

জানা গেছে, এবার রেকর্ড পারিশ্রমিকে নন্দিত পরিচালক এসএস রাজামৌলির সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন প্রিয়াঙ্কা।

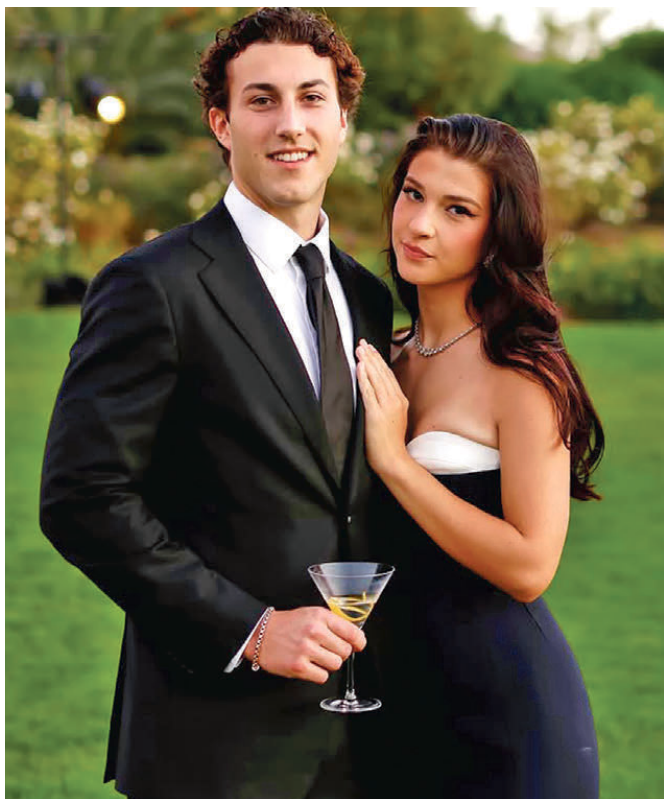
আনন্দবাজারসহ ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যম জানায়, পরিচালক রাজামৌলির 'বারাণসী' সিনেমায় নতুন অবতারে নিজেকে তুলে ধরতে যাচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সিনেমায় তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার সুপারস্টার মহেশবাবু। আর এই অভিনেতার সঙ্গে জুটি বেঁধে 'বারাণসী' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য প্রিয়াঙ্কা নিচ্ছেন ৩০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক। তবে প্রিয়াঙ্কার এই পারিশ্রমিক মোটেও চমকে যাওয়ার মতো নয়। কারণ, সিনেমার বাজেট ঘোষণাই ছিল চমকে যাওয়ার মতো।

এ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে, 'বারাণসী' সিনেমাটি তৈরিই হচ্ছে প্রায় ১৩০০ কোটি টাকার বাজেটে। এতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন মহেশবাবু। অবশ্য তিনি এই সিনেমার জন্য একটি টাকাও পারিশ্রমিক নিচ্ছেন না। তবে সিনেমার লভ্যাংশের ৪০ শতাংশ তাঁকে দিতে হবে– এই মর্মে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সিনেমায় মহেশবাবু ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি চরিত্রে থাকছেন পৃথ্বীরাজ সুকুমারন। তিনি অভিনয়ের জন্য নিচ্ছেন ১০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক।

রেকর্ড বাজেটের 'বারাণসী' সিনেমা নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা নিজেও। বলেছেন, এস এস রাজামৌলি তাঁর সিনেমায় শুধু বাজেট নয়, গল্প, চরিত্র, নির্মাণ থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয়ে চমক রাখার চেষ্টা করেন। রাজকীয় পোশাক, পৌরাণিক আবহ– সব মিলিয়ে এক নতুন জগৎ তৈরি করেন এই নির্মাতা। সে কারণেই তাঁর সিনেমা নিয়ে দর্শকের কৌতূহলের শেষ নেই। নির্মাণ গল্প, চিত্রনাট্য, নির্মাণ পরিকল্পনা, শিল্পী নির্বাচন সবকিছু মিলিয়ে 'বারাণসী' ভারতীয় সিনেমায় আলোড়ন তোলার মতো একটি কাজ হবে বলেই আমার ধারণা। সে কারণে রাজামৌলির সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে দ্বিতীয়বার ভাবিনি।'

ভারতীয় সিনেমায় ফিরে আসা নিয়ে প্রিয়াঙ্কা আরও জানিয়েছেন, একটি বিরতির পর যে ধরনের কাজ হাতে নেওয়া জরুরি ছিল, 'বারাণসী' তেমনই এক কাঙ্ক্ষিত সিনেমা। তার চেয়ে বড় বিষয় সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই মুহূর্তে যে ধরনের নির্মাণ হওয়া উচিত, রাজামৌলির এই কাজটি তার এক উদাহরণ হয়ে থাকবে বলে মনে করেন এই বলিউড সুপারস্টার। **বিনোদন ডেস্ক**



নতুন প্রেমে গেটসকন্যা

বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের ও মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের কন্যা হওয়া যেমন সৌভাগ্যের, তেমনি সব সময় জনচোখে থাকার চাপও কম নয়। তবে এসব সামলে নিজের মত চলতে পছন্দ করেন বিল গেটসের কনিষ্ঠ কন্যা ফোবি অ্যাডেল গেটস।

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ২৩ বছর বয়সী মার্কিন উদ্যোক্তা ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ফোবি জানান দিলেন, তিনি আবারও প্রেমে পড়েছেন।

গত ১৫ ডিসেম্বর ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি শেয়ার করেন ফোবি, যেখানে তার পাশে দেখা যায় চ্যাজ ফ্লিনকে। ছবির ক্যাপশনে ফোবি শুধু একটি লাল হৃদয়ের ইমোজি দেন, যা তাদের প্রেমে পড়ার কথা তুলে ধরে।

ছবিটি পোস্ট করার পর ফোবিকে স্বাগত জানিয়ে মন্তব্যের ঘরে একজন লিখেন, 'প্রথম ভালোবাসা আবার ফিরে এসেছে। দুজনকে ধন্যবাদ।' আরেকজন লিখেছেন, 'এটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তোমাদের অনেক ভালোবাসি!' খানিকটা মজা করে একজন লিখেছেন, 'চ্যাজ একজন ধৈর্যশীল লোক। ফোবি, তার হৃদয় নিয়ে খেলা বন্ধ করো। সে একজন দয়ালু মানুষ।'

ফোবির জন্য একেবারেই নতুন কেউ নন চ্যাজ ফ্লিন। একই হাইস্কুলে পড়াশোনার সময় দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব, অল্প সময়ের সম্পর্ক ছিল। অনেক বছর পর সেই হাইস্কুলের বন্ধুত্ব যেন নতুন করে প্রেমে রূপ নিল।

চ্যাজের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্কের আগে আর্থার ডোনাল্ডের সঙ্গে প্রেমে ছিলেন ফোবি। আর্থার সম্পর্কে কিংবদন্তি গায়ক পল ম্যাককার্টনির নাতি। ২০২৩ সালে তাদের প্রেম শুরু হয়। মিডিয়ার চোখ এড়িয়ে বেশ গোপনে সম্পর্ক চালালেও, ২০২৫ সালের শেষের দিকে সে সম্পর্কে ইতি ঘটে। ব্রেকআপের কয়েক মাস পরই শৈশবের ভালোবাসায় ফিরে গেলেন ফোবি গেটস।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

অভিনেত্রীর মরদেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার প্রেমিক

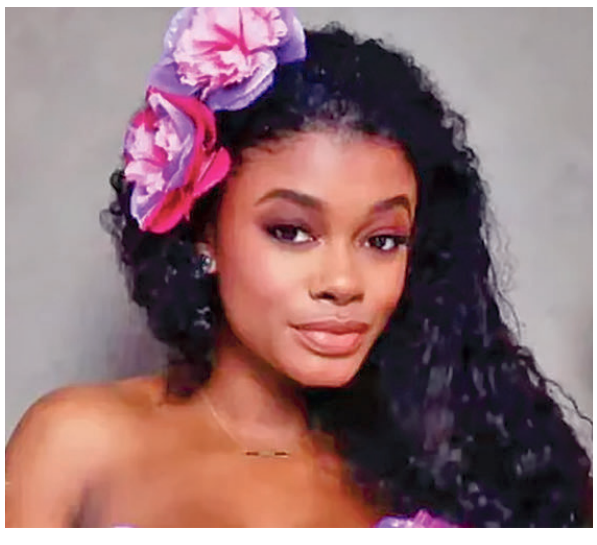
হলিউড অভিনেত্রী ইমানি ডিয়া স্মিথ মারা গেছেন। ২১ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁর বয়স হয়েছিল ২৫ বছর। ব্রডওয়ের সাড়া জাগানো নাটক 'দ্য লায়ন কিং'-এ শিশুশিল্পী ছিলেন তিনি। ২১ ডিসেম্বর ফোন পেয়ে অভিনেত্রীর নিউ জার্সির বাড়িতে গিয়ে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ইমানিকে রবার্ট উড জনসন ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুলিশ সূত্রের খবর, ইমানির প্রেমিক জর্ডন ডি জ্যাকসন-স্মলের ছুরির আঘাতেই অভিনেত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনার পরেই জর্ডন ডি জ্যাকসন-স্মলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ইমানি ও জর্ডন একে অন্যকে চিনতেন। ইমানির তিন বছরের এক সন্তান রয়েছে।

ইমানির পরিবারকে সহায়তায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান ও অন্যান্য খরচের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেখানে ইতিমধ্যেই ৪৬ হাজার ডলারের বেশি জমা পড়েছে।

ডিজনির আলোচিত অ্যানিমেশন সিনেমার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল ব্রডওয়ের নাটক 'দ্য লায়ন কিং'। ব্রডওয়ের মঞ্চস্থ সাড়া জাগানো নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল এটি। ইমানি ২০১১ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত এই নাটকে অভিনয় করেন।

আইএমডিবির তথ্য অনুযায়ী, ইমানি ২০১০ সাল থেকে ২৫টির বেশি চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন শোতে হেয়ারস্টাইলিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন। **বিনোদন ডেস্ক**



GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD,
BRONX, NY 10472



INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM | TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM | SATURDAY 9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.



শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচিঃ
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ–
- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

ABRAMS
LAW GROUP

ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ



INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

PERSONAL INJURY TOP 10 ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE'S 2022 LAW FIRM

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 25 December 2025, 9th Year, Issue 458

বৃহস্পতিবার, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০ পৌষ ১৪৩২, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৫৮

‘ভুয়া আইডি’ মার্কেটপ্লেস পরিচালনার অভিযোগ

বাংলাদেশি জাহিদ হাসানের বিরুদ্ধে মামলা যুক্তরাষ্ট্রে

আল্ মামুন

যুক্তরাষ্ট্রে জাল পরিচয়পত্র সংক্রান্ত একটি বড় ধরনের অনলাইন জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে বাংলাদেশি নাগরিক জাহিদ হাসান-এর বিরুদ্ধে ফেডারেল আদালতে অভিযোগপত্র (indictment) গঠন করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিকিউটরদের অভিযোগ অনুযায়ী, জাহিদ হাসান

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

হোম কেয়ার সেবার নামে দুই পাকিস্তানির ৬৮ মিলিয়ন ডলারের জালিয়াতি

নিউইয়র্ক

প্রায় সাত বছর ধরে ভুয়া বিল, কাগুজে সেবা ও কিকব্যাকের মাধ্যমে এই অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কে মেডিকেইডভিত্তিক হোম কেয়ার ও সামাজিক প্রাপ্তবয়স্ক ডে কেয়ার সেবার নামে প্রায় ৬৮ মিলিয়ন ডলার আত্মসাতের অভিযোগে জাকিয়া খান ও



জাকিয়া খান



আহসান ইজাজ

আহসান ইজাজ নামের দুই পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত আমেরিকানের বিরুদ্ধে ফেডারেল আদালতে মামলা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

ডিভি ভিসা কর্মসূচি সাময়িক স্থগিতের ঘোষণা

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের প্রধান ক্রিস্টি নোম ডাইভারসিটি ভিসা কর্মসূচি সাময়িকভাবে স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, এই কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ ওঠায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত ১৩ ডিসেম্বর রোড আইল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের প্রভিডেন্স শহরে ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান ভবনে বন্দুক হামলায় দুই শিক্ষার্থী নিহত হন এবং আরও নয়জন আহত হন। পুলিশ জানায়, এই ঘটনার সন্দেহভাজন হিসেবে পর্তুগালের নাগরিক ৪৮ বছর বয়সী ক্লাউদিও ম্যানুয়েল নেভেস ভ্যালেন্তেকে শনাক্ত করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, ভ্যালেন্তে একসময় ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি দুই হাজার সালে পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা ডিগ্রি অর্জনের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। তদন্তকারীদের মতে, ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের হামলার দুই দিন পর ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের ব্রুকলাইন শহরে নিজ বাসভবনে ম্যাসাচুসেটস প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক নুনো লুরেইরো নিহত হওয়ার ঘটনাতেও ভ্যালেন্তে জড়িত থাকতে পারেন। ধারণা করা হচ্ছে, পর্তুগালে থাকাকালে দুজন একই বিশ্ববিদ্যালয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৬

অর্জন

কমিউনিটি বিনির্মাণে দুলাল বেহেদুরের অসামান্য অবদান

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস



দুলাল বেহেদু

নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে যে কয়েকজন মানুষ নিঃস্বার্থভাবে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে অবদান রেখে চলছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন দুলাল বেহেদু। সমাজসেবার প্রতি তার অনুরাগ, নেতৃত্বগুণ ও মানবিক কর্মকাণ্ড তাকে আজ প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে এক অনুপ্রেরণার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বাংলাদেশের ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার সন্তান দুলাল বেহেদু ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমাজের মানুষের জন্য কিছু করার আকাঙ্ক্ষাই তাকে আজকের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। দেশের মাটিতে তিনি সফলভাবে বাস কোম্পানি পরিচালনা করতেন। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়ে সেই সফলতার ধারাবাহিকতা ধরে রাখেন আরও বৃহৎ পরিসরে।

১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন দুলাল বেহেদু। এখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তার প্রথম কোম্পানি। কঠোর পরিশ্রম, সততা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে আজ তার পাঁচটি সফল প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ‘স্মার্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি’ ও ‘স্মার্ট স্টাফিং কোম্পানি’ বিশেষভাবে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে তিনি তিন শতাধিক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। তার কোম্পানিগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হোটেল ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ স্টাফ সরবরাহ করে, যা প্রবাসীদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪





















সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: **718-308-5020**, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com